# রমা।

## ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

*Published by*

**SHAIK FOSSIULLA SHAHAB**

*119/4, Old China Bazar Street,*

**CALCUTTA.**

**1907.**

# উৎসর্গ পত্র।

কলিকাতা, সিমলানিবাসী

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন ঘোষ মহাশয়ের

পবিত্র কর কমলে

গ্রন্থখানি সাদরে অর্পণ করিয়া

কৃতার্থ হইলাম।

ইতি—

১০৮, পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।

গ্রন্থকার।

গোলাপ নির্য্যাস ও দেলবাহার তৈলের একমাত্র আবিষ্কারক

শ্রী.সেখ ফসিউল্লা সাহেব।

শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার দত্ত

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত।

বরিশাল সাহিত্য সম্মিলনীতে আহুত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ প্রভৃতি।

# রমা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### গৃহকথা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাস। ব্রাহ্মণ অতি অমায়িক প্রকৃতি, নির্ম্মল চরিত্র ও নানাবিধ সদ্গুণে বিভূষিত কিন্তু আজকাল ভাল মানুষের ভাল হয় না বলিয়াই বুঝি ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। সামান্য কৃষিকার্য্যের আয়ে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। দরিদ্রতা পাপ না হইলেও তদ্দ্বারা আক্রান্ত জনসমূহের আদর এসংসারে একেবারেই নাই। যাঁহার অর্থ নাই— যিনি দরিদ্র, এই ধনের সংসারে তাঁহার কিছুতেই অধিকার নাই। তাহার, কুল শীল, মান, বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি কেহই

তাকাইয়া দেখে না, সে যেন সংসারের অতি হেয়। বিষ্ণুরাম সকল সদ্গুণের আধার হইলেও সমাজে তাহার কোনরূপ প্রতিপত্তি ছিল না। তথাপি তিনিও আপনার অবস্থায় আপনি সন্তুষ্ট থাকিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেন। নির্ধন বলিয়া কাহার উপাসনা করা তাঁহার আদৌ অভ্যাস ছিল না। ব্রাহ্মণের স্ত্রীর নাম—বিজয়া। বিজয়া ধনীর কন্যা হইয়াও স্বামীর সংসারে প্রবেশ করিয়া যার-পর-নাই কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিতেন। একটী দিনের জন্যও তিনি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বিজয়া স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মশীলা ও পতিরতা ছিলেন। তিনি জানিতেন—পিতৃগৃহে স্ত্রীলোকের অসীম সুখ ভোগে কাল যাপন করা অপেক্ষা, স্বামীসহ বহুকষ্টে বৃক্ষতলে, বাস করা অতীব সৌভাগ্যের বিষয়। ব্রাহ্মণ পতিপ্রাণ পত্নীর গুণে দুঃখের সংসারে বেশ সুখে আছেন, কিছুমাত্র কষ্ট নাই। সংসার যেন শান্তিময়, আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের ন্যায় অর্থের জন্য তাঁহাদের সংসারে কোনও প্রকার অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হয় নাই। মনে সুখ থাকিলে, তাহার অসুখ কোথায়! সকলে আপন অবস্থায় সুখী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের সংসার সদাই যেন সুখশান্তির একত্র সম্মিলনে হাস্যময় বোধ হইত।

গৃহিনী ভাল না হইলে সংসার ভালরূপ চলে না। মাঝি পাকা না হইলে তরণী যেমন সদাই বানচাল হইয়া যায়, কিছুতেই তাহাকে ঠিক রাখিতে পারা যায় না। সেইরূপ গৃহিনী পাকা না হইলে, গৃহীকে সময় সময় নানারূপ অশান্তিবাত্যায় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়—ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিনী গৃহ পরিচালন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী বলিয়া তাঁহাকে কখন সংসার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় নাই! এ সংসারে

বিষ্ণুরামের একমাত্র পতিব্রতা সহধর্ম্মিনী বিজয়া ও পুত্র মনমোহন ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহই ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনমোহনকে পাইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। কতকগুলি পাষণ্ড পুত্রের পিতা হওয়া অপেক্ষা একটী মাত্র সুপুত্রের পিতা হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়—তাহাতে কুলোজ্জ্বল ও পিতা মাতার মুখোজ্জ্বল হইয়া থাকে। মনমোহনের বয়স এক্ষণে অষ্টা-দশ বর্ষ মাত্র—দেহ নাতি স্থূল, নাতি কৃশ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালী অতি পরিপাটী, তাহার গাত্রবর্ণ ততদূর উজ্জ্বল না হইলেও তাহাকে কুরূপ বলা যায় না। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দৈহিক সুচারু গঠন-পারিপাট্যের জন্য, তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইত, আর তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনই বা কি? যে সৌন্দর্য্য থাকিলে লোকের নিকট সুখ্যাতি লাভ হয়—লোকে ভালবাসে, মনমোহন সে সকল সদ্গুণের আধার স্বরূপ ছিল। এক কথায় আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি পবিত্র গুণে মণ্ডিত হইয়া মনমোহন সকল প্রকারে লোকের মন মোহিত করিয়া নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

মনমোহন পিতামাতার বড়ই প্রিয় ছিল। জনক জননীকে সে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিত; বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া প্রতিদিন সাংসারিক কার্য্যে তাঁহাদের সহায়তা করিতে মনমোহন কিছুমাত্র ক্রটী করিত না। তাঁহাদের যে সামান্য কৃষিক্ষেত্র ছিল, তাহারই আয়ের দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ হইত—গৃহিণী বিজয়া এই সামান্য অর্থে এমনই নিপুণতার সহিত সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, যে অনেক ধনীর সংসারও সেরূপ ভাবে পরিচালিত হয়

কি না সন্দেহ। প্রতিবাসীগণ বিজয়ার এইরূপ আদর্শ গৃহিণীপনা দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া কত প্রশংসা করিতেন। বহু আয় হইলেও যে এরূপ ভাবে সংসার চালাইতে পারা যায় না তৎপক্ষে সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সংসার অর্থ না থাকিলেও এইরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিয়া থাকে; সংসার যে ধর্ম্মের আবাসস্থল।

বিষ্ণুরাম পাড়ার কাহার ও কথায় থাকিতেন না, তিনি নিজের স্ত্রীপুত্র ও যে কৃষিক্ষেত্র ছিল, তাহা লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অন্য কার্য্য আলোচনা করিবার সময় তাঁহার ছিল না; বা থাকিলেও তিনি পরনিন্দা পরচর্চ্চায় মত্ত হইয়া অমূল্য সময়ের অযথা অপব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন না। নিজ সাংসারিক কর্ম্ম সমাধা করিয়া অবশিষ্ট যে টুকু সময় পাইতেন, তাহা ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মণের যাহা কিছু জমি ছিল—তাহা একজন কৃষকের সাহায্যে চাষ করিতেন। এখনকার সভ্য বাবুদের মত এ কার্য্যকে তিনি কুকার্য্য বা সামান্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না। আজকাল এই সকল কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আজকাল দেশে যাহাদের জমীজমা আছে, তাহারা দাসত্বের দায়ে প্রবাসে আসিয়া তাহার প্রতি অবহেলা করিতেছেন, অথবা অসভ্য নীচ ব্যবসা বলিয়া তাঁহারা তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষিকার্য্য যে ধনাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা; সুখশান্তিতে জীবন কাটাইতে ইচ্ছা থাকিলে যে পল্লীবাসের আশ্রয় লইয়া এই সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করা প্রথম ও প্রধান কার্য্য, তাহা আধুনিক চাকুরিজীবী বাঙ্গালী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে; তাই আজ

দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া চির-জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা পল্লীজীবন অসুখকর মনে করেন, চাষের কাজকে নীচ কাজ বলিয়া যাঁহাদের ধারণা,—তাঁহারা একবার বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের সংসারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন—দেখিবেন, কোন আয় নাই—তথাপি সুখ শান্তির একত্র সমাবেশে সংসার কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বিষ্ণুরামের পুত্র মনমোহন হুগলীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বিষ্ণুরামকে দরিদ্র দেখিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার পুত্রকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। গুণীর নিকট গুণের আদর চিরকাল সমভাবে থাকিবে। দরিদ্র বিষ্ণুরামকে অপর কেহ আদর করুক আর নাই করুক, শিক্ষিত অধ্যক্ষ মহাশয় ও বিদ্যালয়ের অপরাপর শিক্ষকগণ তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন। এইজন্য মনমোহনের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কোনও প্রকার ব্যাঘাত ঘটে নাই। মনমোহন নীজের ধীশক্তিগুণে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়গণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সংসারের এত অর্থকৃচ্ছ্রতা-জনিত কষ্ট সত্ত্বেও মনমোহন একদিনের জন্যও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত না। প্রত্যহ জননী পুত্রের জন্য সর্ব্বাগ্রে রন্ধন কার্য্য সমাধা করিয়া তবে অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। দৈবাৎ কোনও দিন রন্ধন না হইলেও মনমোহন সামান্য মাত্র জলযোগ করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিত—লেখাপড়ায় পুত্রের এতাদৃশ অনুরাগ দেখিয়া পিতা মাতার মনে যে কিরূপ সুখোদয় হইত, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এইরূপে মনমোহন অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া নিজের পুরাতন ও নূতন পাঠ অভ্যাস করতঃ সময় পাইলেই ক্ষেত্রে গমন করিয়া চাষের কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। এই অল্প বয়সে বালক একদিকেই

বেশ সুদক্ষ এবং কার্য্যক্ষম হইযা উঠিয়াছিল। ধনীর পুত্র—বিলাস বাসনা যাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল—তাহারা কখনই এত অল্প বয়সে এরূপ কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। দরিদ্রতাই যে মনুষ্যকে সৎপথে রাখিয়া সুশিক্ষা দিবার একমাত্র উপায়—বালক মনমোহনের জীবন তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল।

অপরাপর দিনের মত আজও মনমোহন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া নিজের দৈনিক পাঠ সমাপনান্তে পিতার সহিত ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল; পরে বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া মনমোহন তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া আহারাদি সমাপন করতঃ বিদ্যালয়ে গমন করিল। বিষ্ণুরামও কিছুক্ষণ পরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গৃহ দেবতার পূজায় চিত্তস্থির করিলেন। পূজা শেষ হইতে প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইল। তৎপর আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বিজয়া স্বামীর আহারের পর ভোজন সমাধা করিয়া সেদিনের মত গৃহকর্ম্ম সমাধা করিলেন এবং পতির পার্শ্বে বসিয়া পারিবারিক নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"দেখ বিজয়া! এত অল্প বয়সে মনমোহন যেরূপ পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহাতে শীঘ্রই উহাকে গৃহ কার্য্য হইতে অবসর না দিলে, কখনই ভালরূপ লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না। তাহার পরীক্ষা দিবার সময় নিকটবর্ত্তী, এখন আর তাহাকে কোনমতে গৃহকার্য্য করিতে দেওয়া উচিত নহে।" বিজয়া স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলেন,—আমারও সেইরূপ ইচ্ছা, তবে না করিলেও যে চলে না; আহা! বাছা আমার খেটে খেটে আধখানি হয়ে গেছে।

বিষ্ণুরাম। দেখ, তুমি সামান্য বেতনে একটী মেয়ে লোককে

চেষ্টা কর, না হয় আরও দুই একটাকা খরচ বাড়িবে কিন্তু এ সময়ে তাহাকে সংসারের কাজে বিব্রত করিয়া রাখিলে শরীর নষ্ট হইবে, আর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। মনমোহনের এই সময় হইতেই লেখাপড়ায় যেরূপ অনুরাগ, ভগবান যদি তাহাকে দীর্ঘজীবী করেন—তাহা হইলে অবশ্যই সে আমাদের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবে।

বিজয়া। দেখ, মনমোহন পরীক্ষার জন্য যেরূপ [illegible] করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পাছে বাছার আবার কোনও অসুখ হয়—আমি বারণ করিলেও সে শুনে না, এক্ষণে মা কালী তাহাকে নীরোগ করিলেই বাঁচি।

বিষ্ণুরাম। দেখ, পরীক্ষার সময় দুই [illegible] পরিশ্রমই করিতে হয়। তবে, তুমি আহারাদির বিষয় একটু ভাল করিয়া নজর রেখো, গরুর দুধটুকু সমস্তই না হয় [illegible] দিও। আহারাদি ভাল হইলে আর স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে না।

বিজয়া। আমি রামের মাকে দিয়া ও পাড়া [illegible] আমাদের গাওয়া ঘি আনাইয়াছি, প্রত্যহ একটু একটু দিব, [illegible] দুধটুকু সবই তাহাকে দিব কিন্তু মনমোহন তোমায় [illegible] না রাখিলে খেতে চায় না।

বিষ্ণুরাম। সে বিষয় আমি বুঝাইয়া বলিব—আচ্ছা [illegible] রামের মাকে রাখিলে হয় না। সে কি স্বীকার হইবে না?

বিজয়া। ঠিক, ঠিক, ও লোক মন্দ নয়, আচ্ছা আজি [illegible] আসিলে তাহাকে বলিয়া দেখিব। স্বামী স্ত্রীতে গৃহ[illegible] এইরূপ নানা কথা হইতেছে। এমন সময় বাহির [illegible] [illegible]—মনমোহন! [illegible] বাটী[illegible] মন[illegible]

প্রবোধকুমারের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিলেন এবং প্রবোধকুমারকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন,—কেও প্রবোধ! মনমোহন ত আজ এখনও স্কুল থেকে আসে নাই; কেন এত বিলম্ব হচ্চে ব'লতে পারি না—তুমি কি আজ পড়িতে যাও নাই?

প্রবোধকুমার ধনীর পুত্র হইলেও বন্ধুর পিতাকে নিকটস্থ দেখিয়া প্রণাম করনান্তর বলিলেন,—"আজ্ঞে না। আজ দাদা মহাশয়ের দিনের শ্রাদ্ধ ছিল, তাই যাইতে পারি নাই।"
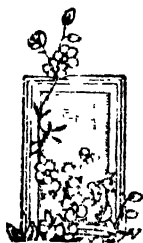
## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নিমন্ত্রণ ব্যাপারে

নম্রতাই মানবের অত্যুৎকৃষ্ট গুণ—তবে ইহার আশ্রয়ীভূত হওয়া সকল মানবের ভাগ্যে ঘটে না। অহঙ্কারই নম্রতা নাশের মূল কারণ। অহঙ্কারের আস্পদ ধনীগণকে প্রায়ই এই গুণসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়; প্রবোধকুমার ধনীর পুত্র হইলেও তাহার অহঙ্কার ছিল না—তাই স্বভাবটী এত নম্র, এত কোমল। প্রবোধ কুমার আজ বিদ্যালয়ে যায় নাই, পিতামহের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহাদের বাটীতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে। অদ্য রজনীতেই সে কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। তাহার জন্যই প্রবোধ গ্রামের ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছেন। প্রবোধকুমার বালক হইলেও এরূপ কার্য্য করিতে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, পূর্ব্বে

কর্ত্তৃপক্ষও পুত্রগণকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা জানিতেন—বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষাও এ কার্য্য অত্যাবশ্যকীয়, নম্র-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজে চির-আদরনীয়।

প্রবোধকুমার বন্ধুর পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রবৎ প্রণাম করিলেন। প্রবোধকুমার মনমোহনের সহপাঠি—মনমোহন বাটীতে না থাকায় মনে করিয়াছিলেন অপর স্থানের কার্য্য সমাধা করিয়া শেষে তথায় আসিয়া নিমন্ত্রণ করিবেন, তাহা হইলে, বিদ্যালয়ের পাঠ পর্য্যন্ত জানা হইবে। অনুপস্থিতি-হেতু আগামী কল্য পাঠের কোনও ব্যাঘাত হইবে না। সেইজন্য দারুণ মধ্যাহ্নের ভীষণ রৌদ্রে বাটী হইতে সামান্যমাত্র পথ অতিবাহিত করিয়াই প্রবোধের কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছিল, পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন। এ সময়ে বন্ধুর বৃদ্ধ পিতাকে এই পিপাসার জল আনিতে বলা উচিত কি না। মনমোহন গৃহে থাকিলে কোন কথাই থাকিত না—দারুণ রৌদ্রে বৃদ্ধকে কষ্ট দিলে পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, এইজন্য প্রবোধকুমার কোনও কথা না বলিয়া অন্যত্র যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিষ্ণুরাম কিন্তু প্রবোধের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও রক্তিমাভ মুখমণ্ডল দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাবা! এ রৌদ্রে কেন বাহির হইয়াছ; রৌদ্র একটু পড়িলে বাহির হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক, তুমি বাটীর ভিতর আসিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, আজ ত শনিবার, মনমোহন এখনই আসিবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। বিজয়া প্রবোধকে আসিতে দেখিয়া দাওয়ার উপর একখানি আসন প্রদান করিলেন। প্রবোধ বিজয়ার পদধূলি লইয়া তদুপরি উপবেশন করিল। তখনকার নিয়ম ছিল—মধ্যাহ্নে কেহ বাটীতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আসিলেই, গৃহস্থ তাহার শুশ্রূষা করিত। বিজয়া তৎক্ষণাৎ

কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও এক গেলাস পানীয় প্রদান করিয়া, আপনি একখানি বীজনী হস্তে প্রবোধকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

প্রবোধকুমার পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। সুশীতল জলপূর্ণ পাত্রটীর সমস্ত জল পান করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রবোধ! আজ রাত্রে কতগুলি ব্রাহ্মণের পদধুলি পড়িবে?"

প্রবোধকুমার বলিল,--"আজ্ঞে, বেশী নয়, এ পাড়া আর ও পাড়া।"

বিষ্ণুরাম। তা কমই কি বাবা; যাহা বলিলে—তাহাতে ত একশত ব্রাহ্মণ হইবে, তাহার পর অন্য জাতি আছে। তা বেশ, কালীকিঙ্কর এ সকল কার্য্যে মুক্তহস্ত, তাহার ভালই হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি থাকিলে মানুষ কখনই অসুখী হয় না।

প্রবোধকুমার বলিলেন,—"আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু সকাল সকাল পায়ের ধুলা দিবেন। বড় দাদা, খুড়া মহাশয় এখানে নাই। বাবারও শরীর ভাল নহে। এইজন্য তিনি প্রথমেই আপনার নিকট আসিতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনি না যাইলে কোন কার্য্যই আরম্ভ হইবে না।"

ব্রাহ্মণ। বাবা! সে জন্য চিন্তা নাই, তুমি কালীকে বলিও, আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথায় যাইয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। কালীর কি অসুখ করিয়াছে প্রবোধ?

পাঠকের এখানে জানা উচিত, যে প্রবোধকুমারের পিতার নাম কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়—এই গ্রামের জমিদার।

প্রবোধকুমার। কল্য মহল হইতে আসিয়া তাঁহার শরীর সামান্য অসুস্থ হইয়াছিল—তাহার উপর সমস্ত দিন উপবাস—এইজন্য একটু অসুস্থ বোধ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় দরিদ্র হইলেও বড়ই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া কালীকিঙ্কর বাবু তাঁহাকে বড়ই মান্য করিতেন। মনমোহন এখন আসিল না দেখিয়া প্রবোধকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বিদায় হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন। প্রবোধকুমার মনমোহনের বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী, উভয়ে বড় প্রণয়। প্রবোধকুমার ধনীর পুত্র হইলেও দরিদ্র মনমোহনের গুণে এতদুর বশীভূত হইয়াছিলেন যে, উভয়ে একসঙ্গে অধ্যয়ন ও একসঙ্গে ভ্রমণ করিত; কেহ কাহার কাছছাড়া হইত না। প্রবোধ চলিয়া গেলে বৃদ্ধ পুনরায় পত্নীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন।

পূর্ব্বে লোকে দাসত্ব করিতে বড়ই ঘৃণা করিত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যে এ প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে এত বিলাসিতাও প্রবেশ করে নাই। তাঁহারা স্বদেশের ধূলাকে স্বর্ণ রেণু বলিয়া মনে করিতেন, স্বদেশবাসীকে সহোদরের ন্যায় স্নেহভক্তি করিতেন। স্বদেশজাত দ্রব্যেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। মোটা ভাত, মোটা কাপড় পরিয়া আজীবন ভগবানের চিন্তায় দেহপাত করিতে পারিলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। তখন আমাদের দেশের সামান্য লোকও অন্নচিন্তায় এরূপ কাতর হইত না। সামান্য আয়ে বা আয় না থাকিলেও পরস্পর আদান প্রদানে সকলের সংসারই বেশ সুখে সচ্ছন্দে চলিয়া যাইত; আর এখন শোষণ পরায়ণ রাজার রাজত্বে অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াও অন্নচিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায় না, তা চিন্তামণির চরণ-চিন্তায় দেহমন সমর্পণ করিবে কখন? হা ভগবান! ভারতের ভাগ্যে কি শেষে এইরূপই ছিল! বিলাসিতাই যে আমাদের অধঃপতনের কারণ তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। তখন যাহার যেরূপ

অবস্থা, তিনি তাঁহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। বরং অন্য উপায়ে অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেন; তথাপি নীচ ম্লেচ্ছের দাসত্বে ব্রতী হইয়া হৃদয়ের বল ও পরকাল নষ্ট করিতেন না। বিষ্ণুরাম চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় দাসত্বের নামে জ্বলিয়া উঠিতেন। তাঁহার অবস্থা মন্দ হইলেও নিজের সামান্য পৈতৃক জমীজমার উপরই নির্ভর করিয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পরের পদ লেহন করিয়া ঐহিক উন্নতিসাধন করিব; ভুলেও ভগবানের নাম করিতে সময় পাইব না, এ সকল সংকল্প তাঁহার মনে হিলেকের জন্য স্থান পাইত না। বিজয়াও ঠিক স্বামীর অনুরূপা ছিলেন; ধনীর কন্যা হইয়াও এই দরিদ্রের সংসারে অনবরত পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিতা হইতেন না। তিনি মনে করিতেন—দুঃখ ও সুখ ত জীবের ভোগ্য; এককাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছি; এখন দুঃখের সময় পড়িয়াছে—ভোগ করিতে হইবে না? কিছুদিন হইল—মনমোহন যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময় নূতন পাঠ্য পুস্তক কিনিতে বিলম্ব হওয়ায় পুত্র শিক্ষকগণের নিকট দুই একদিন তিরস্কৃত হইয়া-ছিল। জননী পুত্রের পাঠের ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া, সেইদিনই নিজের হস্তের দুইগাছি সামান্যমাত্র স্বর্ণের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া পুত্রের পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া দিলেন। সেইদিন হইতে বিজয়া হস্তে দুইগাছি শাঁখা পরিধান করিলেন। অবশিষ্ট অর্থে একটী চর্‌কা আনাইয়া তাহাতে সুতা তুলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা—এই অর্থে তাঁহার পুত্রের লেখাপড়ার খরচ সংকুলন হইবে। পাঠক! তখনকার স্ত্রীজাতির কষ্ট সহিষ্ণুতার বিষয় একবার ভাবিলেন কি? এইরূপ লক্ষ্মী-স্বরূপিনী রমণীজাতির গুণেই আমাদের সংসার সুখের আস্পদ

ছিল। এখন রমণীগণের মতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই এত দুঃখ।

আমাদের সমাজে এখন বিলাসিতার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে খরচও যথেষ্ট বাড়িয়াছে। তখন রমণীমহলে শাঁখার আদর ছিল, তবে বিশিষ্ট গৃহস্থের গৃহিনীর হস্তে রূপার অলঙ্কার দেখা যাইত। এখনকার মত নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদের প্রচলন ছিল না—তাই পূর্ব্বেকার লোক আমাদের অপেক্ষা সুখে কাটাইত। তখনকার অনুপাতে এখন আমরা বহুগুণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি। তথাপি সংসারের সঙ্কুলান হয় না হাহাশব্দ ঘুচাইতে পারি না, দোষ কাহার? সময়ের না নিজেদের, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

* * * * *

বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। স্কুলের ছুটির পর মনমোহন পণ্ডিত মহাশয়ের বাটী গিয়াছিলেন; তাই আসিতে এত বিলম্ব। বাটীতে আসিয়া মনমোহন স্নেহময়ীর স্নেহ-ছায়ায় বসিয়া অবসাদ গ্রস্থ শরীর সুশীতল করিলেন। জননী স্নেহ-কোমল-মধুর-বচনে পুত্রের সমস্ত জড়ভাব অপনোদন করিলেন। পুত্র মনের আনন্দে পুনরায় পাঠাভ্যাসে রত হইল। আজ বৈকালে আর রন্ধন করিতে হইবে না; পতি পুত্রের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। হিন্দুরমণী আপনার জন্য কিছু করেন না; সামান্যমাত্র জলযোগ করিলেই রাত্রি অতিবাহিত হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া একান্তমনে চরকায় মনোনিবেশ করিলেন। মা! বঙ্গকুললক্ষ্মি! আমরাই নির্ব্বোধ—তাই নিজ দোষে এত কষ্ট পাইতেছি; তোমাদিগকে অকিঞ্চিৎকর বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে ভাসাইয়া কলঙ্কিত করিয়া নিজেরা

মজিতেছি, তোমাদিগকেও মজাইতেছি। নতুবা তোমরা যে গৃহের সুখ-সৌভাগ্যের বিধানকর্ত্রী, তাহাদের দুঃখ কোথায় মা!

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এইবার বিজয়া চর্‌কা ছাড়িয়া গৃহকর্ম্মে মন দিলেন। বাস্তুদেবতা মঙ্গলময় শ্রীদামোদরের গৃহে আলোক প্রদান করিয়া মঙ্গলময়ী শঙ্খধ্বনী করিলেন—পতির সায়ংসন্ধ্যার আয়োজন ও গৃহদেবতা ভগবান শ্রীদামোদরের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিজে ভগবানের সহস্র নাম জপ করিলেন। এত কষ্ট এত অভাব সত্ত্বেও বিজয়া নির্ম্মল চরিত্র পুত্রের গুণে বেশ সুখে আছেন। ভবিষ্যৎ আশার ধন পুত্র যদি সৎস্বভাববিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পিতামাতার অসুখের কারণ কি? সৎপুত্রই ত পিতামাতার আনন্দ। সংসারে সকলেই সৎ হইলে, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হইলে সুখ ত অবশ্যম্ভাবী।

মনমোহন প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় একবার করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে বাহির হইতেন। এ বিষয়ে তাহার পিতামাতার অনুমতি ছিল। সুখ-মোক্ষ-দাত্রী জাহ্নবীর পবিত্র তীরে সান্ধ্য-ভ্রমণ বড়ই স্বাস্থ্যকর। মনমোহন অপরাপর দিনের মত আজও ত্রিবেণী-তীরাভিমুখে সমীর সেবনে বাহির হইলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## বন্ধুসনে।

মধুমাস সমাগত—সন্ধ্যার প্রাক্কালে ত্রিবেণীর ঘাটে বসন্তানিল সেবন করিতে বহুলোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে; এ সময় পূতসলিলা স্রোতস্বিনীর শোভা অতি মনোহর; শীকরবাহী মলয় সমীরণ গাত্রস্পৃষ্ট হইলে সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়—দেহ মন পবিত্রভাবে পরিপূরিত হয়, এক অব্যক্ত সুভাবের উদয় হইয়া হৃদয়কন্দর ভরিয়া যায়।

আজি শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী, সন্ধ্যার পর চন্দ্রদেব অসংখ্য সহচর সমভিব্যাহারে গগনমার্গে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ সুশীতল কররাশি চারিদিকে বিকীর্ণ করতঃ মানব মনে কি যে, এক বিমল আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন; তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ত্রিবেণীর ঘাটের আর কোথাও অন্ধকার নাই; বৃক্ষগণ স্থানে

স্থানে বসিয়া আপনাদের ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া পবিত্রভাবে পবিত্র বারি স্পর্শ করিতেছেন। এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর একত্র মিলন। আর এক মিলন এলাহাবাদে, যাহা হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ, প্রয়াগ নামে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর একত্র মিলন হইয়াছে। এইজন্য ইহার নাম ত্রিবেণী। এই সুমধুর সন্ধ্যাকালে কোথাও যুবকগণ বসিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতেছে, কোথাও বালকগণ বালসুলভ ক্রীড়া করিয়া সমবয়স্কগণের মনোরঞ্জন করিতেছে, কোথাও ছাত্রগণ সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে আসিয়া আপনাদের পাঠের পরস্পর পরীক্ষা করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বহুজনাকীর্ণ ত্রিবেণীতীর ক্রমশঃ নির্জ্জন হইতে লাগিল। যেমন দলে দলে আসিয়াছিল, সেইরূপ আবার সকলে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল; এখন আর ত্রিবেণীর ঘাটে তাদৃশ জনতা নাই। তবে যে ত্রিবেণীর ঘাট একেবারে লোক শূন্য হইয়াছে—তাহা নহে। পাঠক! ঐ দেখুন, একটী যুবক—বয়স অনুমান দ্বাবিংশ বর্ষ, পরিধান সামান্য বসন, একখানি সামান্য উত্তরীয় দ্বারা সর্ব্বশরীর আবৃত, নাতি-দীর্ঘ, নাতি-খর্ব্ব, এক কথায় যুবকের গঠন প্রণালী ভদ্রোচিত; মুখমণ্ডল হৃদয়ের পবিত্রতাজনিত উজ্জ্বল ভাতি প্রতিফলিত হইতেছে, ধীরে ধীরে ত্রিবেণীর গর্ভে অবতরণ করিয়া বারিস্পর্শ করিলেন; হিন্দু চিরপ্রথানুসারে পবিত্র বারি অগ্রে হস্তদ্বারা মস্তকে প্রদান করিয়া, পরে পদস্পর্শ করিলেন পুণ্যতোয়া ত্রিবেণী সলিলে আপন সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপন করিয়া ঘাটে উঠিলেন। এমন সময় অপর একটী যুবক, পরিধানে উত্তম [illegible] পরিপাটী ইংরাজী ধরণের জামা দ্বারা সর্ব্বগাত্র আবরিত, মুখে সুমধুর হাস্য—দেখিলে বোধ হয়, যুবককে এখনও সাংসারিক

কোনও স্বপ্ন মর্ম্মজ্বালায় জ্বালাতন হইতে হয় নাই, দরিদ্রতা-কষ্ট এখনও তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই; তজ্জন্যই এত প্রসন্নতা—ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল, "মনমোহন! আজ সমস্ত দিবস তুমি কোথায় ছিলে, আজ আমি তোমাদের বাটীতে অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলাম—তোমার পিতামাতা তাহা জানেন; সত্য মিথ্যা বরং তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

যুবক তাহার কথা শুনিয়া বলিল,—"হঁ্যা ভাই প্রবোধ, আমি বাটীতে আসিয়া পিতার মুখে সমস্ত শুনিয়াছি; আমার ভাই, আজ বিদ্যালয় হইতে বাটী আসিতেই বিলম্ব হইয়াছিল। তাহার কারণ, বিদ্যালয়ে গিয়া শুনিলাম—পণ্ডিত মহাশয় আজ বিদ্যালয়ে আসিবেন না, কল্য হইতে তাঁহার বড় জ্বর হইয়াছে; তজ্জন্য আমি ছুটির পর তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিলাম—বাজারে কয়েকটী জিনিষ কিনিবার আবশ্যক ছিল, একেবারে সারিয়া আসিলাম; বাটীতে আসিয়া জননীর নিকট তোমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণের কথা শুনিলাম। প্রবোধ! আজ এই জন্যই কি বিদ্যালয়ে যাও নাই? মাষ্টার মহাশয় তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ত এসকল বৃত্তান্ত জানিতাম না। যাহাহউক, পণ্ডিত মহাশয় অসুস্থ বলিয়া সংস্কৃত পড়া হয় নাই। ইংরাজী পড়া হইয়াছিল; কল্য Battle of Senlac হইবে। পাঠক! আপনারা কি এই দুইটী যুবককে চিনিতে পারিয়াছেন? ইহারাই আমাদের মনমোহন ও প্রবোধকুমার। উভয়েই সন্ধ্যাকালীন নির্ম্মল বায়ুসেবনার্থ বহির্গত হইয়া ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। মনমোহন ও প্রবোধকুমার এক শ্রেণীর ছাত্র; প্রবোধকুমার ধনীর সন্তান হইলেও মনমোহনের সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়া-

ছিল। মনমোহন দরিদ্রের পুত্র হইলেও অতীব প্রতিভাশালী ভগবান দরিদ্রগণকে সকল ধনে বঞ্চিত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রতিভা যেন তাহাদের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত করিয়া দেন। দরিদ্র-গণকেই তিনি এই অমূল্য ধনে পুরস্কৃত করেন। ইহারই বলে তাহারা দরিদ্রতার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আপনার সুখের পথ পরিমুক্ত করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যেখানে যে কোনও ব্যক্তি জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন—অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, প্রথমাবস্থায় তাঁহারা দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। ধনী ধন বলেই আপন দেশে বিদিত—প্রখ্যাত, কিন্তু প্রতিভাশালী দরিদ্র জগতের সকল স্থানে চিরকাল সমভাবে পূজিত হইয়া থাকে। ইহাই ভগবানের অনুগ্রহ। প্রতিভাশালী মনমোহনকে শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন—পুস্তকাদির অভাব হইলে তাঁহারা সময়ে সময়ে পুস্তক প্রদান করিয়া তাহার শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মনমোহন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াএবৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া তাহাকে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার নিয়ম প্রণালী অতি ভয়ঙ্কর—ইহাতে শিক্ষিত হইয়া আত্মোন্নতি যতদূর হউক আর নাই হউক, স্বাস্থ্য ত অগ্রেই নষ্ট হইয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার ইহাই বিশেষত্ব। আমাদের আর্য্যজাতির শিক্ষা প্রণালীতে স্বাস্থ্য নষ্টের কোনও প্রকার সম্ভাবনা ছিল না—পরন্তু তাহাতে বালকগণ প্রকৃত শিক্ষাই লাভ করিত। প্রবোধকুমারকে ইহারই মধ্যে দৃষ্টিহীনতা দোষে দুষিত হইয়া চস্‌মা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তবে মনমোহন যে কেন এখন ভগ্নস্বাস্থ্য হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। দরিদ্রগণ ধর্ম্মবলে বলীয়ান বলিয়াই বুঝি মনমোহন এখন

নিরোগ শরীর, অথবা তাঁহার পিতামাতার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে।

*　　*　　*　　*　　*

মনমোহনের বাটীতে পড়া বলিয়া দিবার কোন লোকজন ছিল না; তাঁহার পিতা ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া শিক্ষকগণ ছুটীর পর তাঁহাকে একঘণ্টা কাল আবশ্যক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। মনমোহন নিজ ধীশক্তি প্রভাবে শ্রেণীর সকল ছাত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল; তাহার পরেই প্রবোধের স্থান। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে এই দুইটী ছাত্রই এবার মুখোজ্জ্বল করিবে, ইহাই সকলের ধ্রুব বিশ্বাস। এইজন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত মনমোহনকে বড় ভালবাসিত,—প্রবোধকুমারের ত কথাই নাই। সে তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। প্রবোধ ধনীর সন্তান হইলে কি হইবে, মনমোহনের যে সকল পবিত্র গুণ ছিল; বুদ্ধিমত্তা, অমায়িকতা, পরোপকার, ধর্ম্মপ্রবণতা, অল্প বয়সে এরূপ পবিত্র গুণসমূহের একত্র সম্মিলন কি ধনীর গৃহে সম্ভবে? ধনী কি এ সকল অপার্থিব ধনে ধনী হইতে পারে? অহঙ্কারের অবতার ধনীগণ এ সকল স্বর্গীয় গুণে বিভূষিত হইলে, পৃথিবী কখনই এত অসুখের স্থান হইত না। তবে কি প্রবোধকুমারও ধনীর সন্তান হইয়া অহঙ্কারী ছিলেন? না তাহা নহে, তাহা হইলে মনমোহনের সহিত তাহার এরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিত না; কারণ "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে"। কাকের দ্বারা প্রতিপালিত কোকিলের ন্যায়, প্রবোধকুমারও অনেকাংশে বন্ধুর অনুরূপ ছিল।

মনমোহন বলিল,—"প্রবোধ! পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী, আর ঔদাস্য প্রকাশ ক'রো না।"

প্রবোধ। না ভাই! আজ দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধ বলিয়াই যাইতে পারি নাই। বাবা সামান্য অসুস্থ হইয়াছেন, আর খুড়া মহাশয়ও বড় দাদা গৃহে নাই, কাজেই গৃহে থাকিতে হইয়াছে।

মনমোহন। কল্য একটু সকাল সকাল আসিও তাহা হইলে একসঙ্গে যাইবার সময় পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া তবে স্কুলে যাইব।

প্রবোধ। আচ্ছা ভাই, তাহাই হইবে, এখন চল, রাত্রি অনেক হইয়াছে, গৃহাভিমুখে গমন করি।

এই বলিয়া দুই বন্ধুতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রামের একটী সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিল।

মনমোহন ও প্রবোধকুমার নানা প্রকার সুখ দুঃখের ও লেখাপড়ার কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন। এমন সময় একজন ষণ্ডামার্ক যুবা মল্লবেশে সজ্জিত হইয়া তাহাদের পার্শ্ব দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। সে মনমোহন ও প্রবোধকুমারের প্রতি ফিরিয়াও চাহিল না। মনমোহন গ্রামের কোনও যুবকের সহিত মিশিত না; কাজেই তাহার সহিত গ্রামের অনেকেই অপরিচিত, তবে তাহার সহিত কাহার অসদ্ভাব ছিল না। সে দরিদ্রের পুত্র, লেখাপড়া ও সময় পাইলে গৃহকার্য্যে পিতামাতার সহায়তা করা ভিন্ন, বৃথায় অমূল্য সময় নষ্ট করিত না; এইজন্য তাহার সহিত কাহারও মেশামিশি বা আলাপ ছিল না। প্রবোধকুমার কিন্তু মল্লবেশধারী যুবককে চিনিতে পারিয়া বলিল,—"কিহে হরিহর নাকি? এত রাত্রে এমন বেশে কোথায় গিয়াছিলে?" হরিহর বাল্যকাল হইতে সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা জানিত না। সে প্রবোধকুমারের কথা শুনিয়া বলিল,—"কেন কুস্তি করতে গিয়াছিলাম। আজ আমাদের আখড়ার মাষ্টার মশাই এসেছিল, তাই আসতে এত দেরি হইল?"

প্রবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিল,—"কিসের মাষ্টার, তুমি কি আবার অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছ নাকি?"

"আবার স্কুল কেন বাবা।" তোমরা যেমন আজন্ম কেবল লেখা পড়া নিয়ে থাকবে, আর অল্প বয়সে নানা রকম রোগ ভুগে মরে যাবে, আমরা সেরূপ নয়, প্রত্যহ কুস্তি করি, তাই শরীরে এত বল। সেদিন জীবনাষ্টির মাষ্টার আমার শরীর দেখে কত সুখ্যাতি ক'রলেন। শরীর বলিষ্ঠ না রাখিয়া কেবল দিন রাত লেখা পড়া করে কি হবে। লেখা পড়ায় কেবল শরীর মাটী হয় বৈত নয়। এই বলিয়া যুবক নানা প্রকার আস্ফালন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

হরিহর চলিয়া গেলে প্রবোধকুমার মনমোহনকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এতক্ষণ নীরবে ছিলে যে? হরিহরকে দেখিয়া কি তোমার ভয় হইয়াছিল?

মনমোহন বলিল,—"ভাই! ভয় নাই, ভরসাও নাই, ওরূপ লোকের কোনও কথায় না-থাকাই ভাল—কারণ দুর্জ্জনকে পরিহার করাই কর্ত্তব্য; উহার নিকট হইতে যত স্বতন্ত্র থাকা যায়, ততই মঙ্গল উহাকে হিতশিক্ষা দেওয়া যা, আর উহার মনোকষ্ট দেওয়াও তা, ভাল করিতে গেলে, ও সব মন্দ ভাবিয়া হিতকারীর অনিষ্ট চিন্তা করিবে। উহার ত পেটে কালির অক্ষর নাই। এইজন্য আমি উহার সংসর্গ আদৌ ভালবাসি না।

এইরূপ পুনরায় নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে উভয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। এই জগৎ অতি ভয়ানক স্থান। এখানে পদে পদে বিপদ; এস্থানে আসিয়া যে আজীবন সুযশ লাভ করিয়া অপহৃত হইতে পারে, তাহার ন্যায় সৌভাগ্যবান পুরুষ আর কে

আছে। মনমোহন এই অল্পবয়সেই জগতের আচার ব্যবহার, ভাল মন্দ সমস্তই বুঝিয়াছিল, তাই সে নির্ব্বিবাদে সকলের প্রিয় হইতে চেষ্টা করিত। এ জগতে সে পিতামাতাকে সকলের সার রত্ন বলিয়া জানিয়াছিল। সে জানিত, সন্তানের পক্ষে দেবতা পদবাচ্য হইবার যদি কেহ থাকেন, তবে সে পিতামাতা। জনক জননীর পাদপদ্ম সেবা করিলেই পুত্রের সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইল। এই জন্য তিনি পিতামাতাকে বড়ই মান্য করিতেন। তাঁহাদের তিলমাত্র কষ্ট হইলে, মনমোহন আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই কষ্ট অপনোদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। মনমোহন! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার প্রকৃতি! আর যাঁহারা তোমার ন্যায় পুত্রের জনক জননী, তাহারাও ধন্য। তোমার ন্যায় বিনয়ী, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি যাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এ সংসারে তাহাদের তুল্য সুখী আর কে আছে? বংশে, একটী মাত্র সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে সেই বংশের যাবতীয় ব্যক্তিই আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। বংশে একটী মাত্র সৎপুত্র জন্মাইলে সেই বংশের মৃত ব্যক্তিগণের উত্তমাগতিলাভ হয়। এই জন্য পরম পণ্ডিত চাণক্য তাঁহার নীতিপূর্ণ পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা,
বাস্যতে তদ বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।

মহা পণ্ডিতের এই মহাবাক্য কি কখন মিথ্যা হইতে পারে? মহামতি চাণক্য পণ্ডিতের গভীর গবেষণার ফল কেবল তোমাতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। মনমোহন! জগতে লোকে বহু প্রকারে চিরস্মরনীয় হইতে পারে। সুকার্য্য ও কুকার্য্য দ্বারা লোকে মানবের চিত্তপট চিত্রাঙ্কিত করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার মত ধার্ম্মিক হইয়া

চিরস্মরণীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং তাহা চিরকালই দেদীপ্যমান থাকিয়া জগতে অমরত্ব ঘোষণা করিবে। পুত্র ভাল হইলে, দশজনের মুখে সুখ্যাতি শুনিলে পিতামাতার মনে যে কিরূপ আনন্দ হয় তাহা বর্ণনাতীত। পুত্র ভাল হইলে, পিতামাতা ইহকালে পরম সুখে কালযাপন করিয়া অন্তে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। এইজন্য বিবাহ করিয়া সুপুত্র লাভ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শত শত কুলাঙ্গার পুত্র অপেক্ষা একমাত্র সুপুত্রের দ্বারা সকল কার্য্য সমাধা হইতে পারে। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রে যাহা করিতে পারে নাই; তাঁহার বংশে এক মাত্র ভগীরথ জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ পবিত্র করিয়াছিলেন—অমানুষিক সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপামরসাধারণের কত মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সুপুত্রই যে বংশের অলঙ্কার, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## কলিকাতা গমন।

মনমোহনের পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহার পিতা মাতা এখন আর তাঁহাকে গৃহস্থলীর কাজ কর্ম্ম করিতে দেন না, বৃদ্ধ বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ক্ষেত্রের সমস্ত কাজ কর্ম্ম একজন রাখাল বালকের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আর সাংসারিক কার্য্যের সহায়তার জন্য বিজয়া অল্প বেতনে একটী দাসী নিযুক্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণী দাসীটিকে অবলম্বন করিয়া সংসারের সমুদায় কার্য্য চালাইতে লাগিলেন, সুতরাং মনমোহনকে আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে হইত না। সময় অমূল্য, বৃথায় নষ্ট হইলে আর পাওয়া যাইবে না, এই বিবেচনা করিয়া মনমোহন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পরীক্ষা দিতে হইলে তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হইবে—এবং মনমোহন ও প্রবোধকুমার একত্রই থাকিবেন, এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু পরিচিত লোকের বাসা না হইলে ত সুবিধা হইবে

না ; দরিদ্র মনমোহন নিজস্ব ভাড়া লইবার অর্থ কোথায় পাইবেন। বৃদ্ধ বিষ্ণুরাম বড়ই বিপদে পড়িলেন। পুত্রের লেখা পড়ার খরচ পত্র এখন তাঁহাকে কিছুমাত্র বহন করিতে হয় না, পাঁচজনে দয়া করিয়া এই সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেন। মনমোহন যে পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে—তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে স্কুলের সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইবে ভাবিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজ তহবিল হইতে মনমোহনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন, প্রবেশিকার টাকা পর্য্যন্ত জমা দিয়াছেন। এক্ষণে তাহার একটী বাসার বন্দোবস্ত হইলে সকল অভাব মিটিয়া যায়।

প্রবোধের পিতা পুত্রের মুখে মনমোহনের অর্থহীনতার বিষয় অবগত হইয়া একদিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন—দাদা ! কোনও চিন্তা নাই। প্রবোধ ও মনমোহন এক বাসাতেই থাকিবে ; যাহা ব্যয় হইবে তাহা আমিই দিব। এই বলিয়া কালিকিঙ্কর বাবু মনমোহনের পিতার হস্তে নগদ ১৫৲ টাকা প্রদান করিলেন। অন্য সময় শত মুদ্রা দিলেও নির্লোভ বিষ্ণুরাম যতদূর সন্তুষ্ট না হইতেন, অদ্য কালিকিঙ্করের পনরটী মাত্র টাকায় তদপেক্ষা সন্তোষ লাভ করিলেন।

আগামী কল্য মনমোহন ও প্রবোধকুমারের কলিকাতা রওনা হইবার দিন স্থির হইয়াছে। মনমোহন অদ্য সকাল সকাল আহারাদি সমাধা করিয়া শিক্ষক মহোদয়গণের অনুমতি লইতে বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। বিষ্ণুরাম অনেক চিন্তার পর কলিকাতায় তাহাদের জন্য একটী বাসা স্থির করিয়াছেন। সেখানে তাহাদের আহারাদির খরচপত্র কিছু লাগিবে না, অথচ বেশ সুখে থাকিবে। হুগলীর অন্তর্গত সুগন্ধা গ্রামে দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুরামের বাল্য বন্ধু।

দিগম্বর বাবু কলিকাতায় ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন; তিনি অত্যন্ত সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক, অর্থ হইয়াছে বলিয়া এখনও তাহার হৃদয়ে অহঙ্কাররূপ হলাহল প্রবেশ করে নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। দিগম্বর বাবুর স্ত্রীও অতিশয় ধর্ম্মশীলা। বিষ্ণুরাম এ হেন বাল্য বন্ধু দিগম্বর বাবুর বাসায় পুত্রকে রাখিতে মনস্থ করিলেন, এবং তাঁহার বাসার ঠিকানা জানিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন দিগম্বর তাঁহার এই সামান্য অনুরোধ কিছুতেই অবহেলা করিতে পারিবেন না।

পুত্রের থাকিবার স্থান ঠিক হইয়াছে, ইহাতে পতি ও পত্নীর আনন্দের সীমা নাই। রাহা খরচ ও অন্যান্য খরচ যাহার অভাব ছিল, কালিকিঙ্কর বাবুর দ্বারা কল্য তাহা পুরণ হইয়াছে। অদ্য সন্ধ্যার গাড়ীতে মনমোহন কলিকাতা যাইবেন। বিষ্ণুরাম ও তাহার পত্নী বিজয়া পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে এবং তাঁহার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য দেবতার স্থানে কতই মানসিক করিতে লাগিলেন। ভগবান এই ধার্ম্মিক দম্পতীর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। কারণ ধর্ম্মের জয় চিরদিন, ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান নিশ্চয়ই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—ইহা অমোঘ সত্য।

মনমোহন প্রবোধকুমারের নিকট হইতে বেলা দুইটার সময় বাটী ফিরিলেন এবং সামান্য মাত্র জলযোগ করিয়া পিতামাতার নিকট বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন—মনমোহন! প্রবোধ ত তোমার সহিত এক বাসাতেই থাকিবে?

মনমোহন। হাঁ বাবা! সে একত্রে থাকিতে স্বীকার হইয়াছে।

বিষ্ণুরাম। তুমি তাহার পিতার সহিত দেখা করিয়াছ কি?

মনমোহন। আজ্ঞে হাঁ! তাঁহাকে দিগম্বর বাবুর বাসার কথা বলায় বড়ই সুখী হইয়াছেন। প্রবোধকে এখনি পাঠাইয়া দিবেন।

সময় কাহার হাতধরা নহে; দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল, সূর্য্যদেব জগৎ হইতে স্বীয় প্রখরকিরণরাশি হরণ করিয়া লইলেন, তপন-তাপ-তপ্ত জগৎ একটু শীতলভাব ধারণ করিল। পক্ষীকুল শাবকের জন্য ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যকিরণে তরুশির ও অট্টালিকার অগ্রভাগ যেন সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হীরক খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, গগণগাত্রে এক একটী উজ্জ্বল তারা ফুটিতে লাগিল। প্রদোষের স্নিগ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইল। আজি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী সন্ধ্যার পর চন্দ্রোদয় হইবে, এক্ষণে চারিদিক ঘনান্ধকারে পরিপূর্ণ, গৃহস্থগণ সন্ধ্যালোক জ্বালিয়া মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনী করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এমন সময় প্রবোধকুমার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল একটী ভৃত্যের মস্তকে দিয়া মনমোহনকে ডাকিতে আসিলেন। মনমোহন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বন্ধুকে সমাগত দেখিয়া মনমোহন হৃষ্টচিত্তে জনকজননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী দুর্গা নাম স্মরণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বিজয়া প্রাণের কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। আহা! এ সংসারে মনমোহন যে তাঁহাদের একমাত্র উজ্জ্বল রত্ন প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়বস্তু, না ছাড়িয়া দিলেও নয়। পুত্রের দীর্ঘজীবন লাভের কামনা পিতামাতার নয় কি।

কাম্য বস্তু, পুত্র শিক্ষিত হইয়া যশোলাভ করিবে ইহাও তদ্রূপ, নতুবা পুত্র মূর্খ হইয়া জীবিত থাকাপেক্ষা অপুত্রক হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়। বিজয়া স্ত্রীলোক, বেশী যাইতে পারিলেন না। বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ অবধি গমন করিয়া পুনরায় মনমোহনের মুখচুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন। বিষ্ণুরাম ষ্টেশন অবধি পুত্রের সহিত গমন করিলেন।

ষ্টেশনে আসিয়া মনমোহন ও প্রবোধকুমার গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। বাষ্পীয় শকট অসংখ্য নরনারী উদরে পুরিয়া ভোঁস ভোঁস শব্দে ধূম উদ্গীরণ করতঃ প্রথমে গজেন্দ্র গমনে, পরে কিঞ্চিৎ দ্রুত, তৎপরে তীরবেগে কলিকাতাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। যত ক্ষণ গাড়ীর আলোক দেখা গেল, বিষ্ণুরাম ততক্ষণ অনিমিষ লোচনে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে গাড়ী চক্ষুর অন্তরাল হইলে "মা অভীষ্ট ফলদাত্রী! মনমোহনের অভীষ্ট সিদ্ধ কর মা!" এইরূপে দৈব সমীপে পুত্রের মঙ্গলকামনা করিতে করিতে বৃদ্ধ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

পাঠক! ইহ জগতে পিতার তুল্য পরমগুরু আর নাই, তাঁহার আশীর্ব্বাদে যে পুত্রের অসীম মঙ্গল সাধিত হইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি? যতদিন পিতামাতা জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাদের পদ সেবাই পুত্রের একমাত্র ধর্ম্ম। পিতামাতাকে সুখী করিতে পারিলেই ইহ জগতে তাহার আর কোনকষ্টই থাকে না। পুত্রের পক্ষে পিতামাতার তুল্য জাগ্রত দেবতা আর কিছুই নাই, এই জন্য আমাদের আর্য্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।

থাকিবে?

পরম পূজ্য পিতামাতার সেবা সন্তুষ্ট রাখিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইতে পারিলে জগতে আমাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথায়? কিন্তু এ হেন পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী জনকজননীকে আমরা সুখী না করিয়া চিরদিন দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করি ইহাতে আমরা জগতে চিরদুঃখ ভোগ করিব না ত আর কে করিবে?

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### হত্যা কাহিনী।

পর দিন সন্ধ্যার সময় মনমোহন ও প্রবোধকুমার বড় বাজারে দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতার প্রদত্ত লিপিখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। দিগম্বর বাবু সেই সবে মাত্র আপন রাজকর্ম্ম সমাধা করিয়া আহারাদির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি পত্রখানি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন। এবং মনমোহন, তাঁহার বাল্যবন্ধু বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র, পরীক্ষা দিবার জন্য কয়েক দিবস তাঁহার বাসায় থাকিবেন, জানিয়া পরম আহ্লাদসহকারে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বন্ধুপুত্রের ও তাহার সহিত আগত যুবক প্রবোধকুমারের থাকিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দিগম্বর বাবু প্রবোধ কুমারের পরিচয়

পাইয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে নানাপ্রকার সুমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিলেন।

পর দিবস হইতে তাহাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মনমোহন ও প্রবোধকুমার প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পরীক্ষামন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা প্রদান করিলেন, চতুর্থ দিবসে তাহাদের পরীক্ষা দেওয়া শেষ হইল। দিগম্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন গো বাবাজী! কেমন লিখিলে? কৃতকার্য্য হইতে পারিবে ত?

প্রবোধ ও মনমোহন বলিলেন—মহাশয়! লেখা একপ্রকার মন্দ হয় নাই; তবে এখন কৃতকার্য্য হইব কিনা তাহা বলিতে পারি না। আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলে বোধ হয় পাশ হইব।

দিগম্বর। বাবা! বহুদূর হইতে আসিয়াছ, অর্থও খরচ হইয়াছে যথেষ্ট; এক্ষণে ভগবান তোমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিবে।

দিগম্বর বাবুর বাহিরে কাজ ছিল সেদিন আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন।

মনমোহন ও প্রবোধ কুমার ইহার পূর্ব্বে আর কখনও কলিকাতায় আসেন নাই। এই জন্য তাহারা আরও দুই একদিন থাকিয়া, লক্ষ্মী ও স্বরসতীর অধিষ্টানক্ষেত্র মহানগরী কলিকাতার শোভা—সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে লাগিলেন।

বড় বাজারের যে স্থানে মনমোহন ও প্রবোধ কুমার বাসা লইয়া-ছিলেন, তাহারই পার্শ্বের বাটীতে কয়েকজন মাড়য়ারী বাস করিত। পরীক্ষার কয়দিন তাহারা ঐ বাটীর প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। এখন পরীক্ষা শেষ হইয়াছে তাই সুদূর পল্লীগ্রামের দুইটী সরল প্রাণ, লুকানু ছেলে আজব সহর কলিকাতার নানাস্থান, নানা স্থানের

শোভাসৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয়ে এক অননুভূত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

অদ্য পূর্ণিমা তিথি; সন্ধ্যার পর পূর্ণচন্দ্র সদলবলে গগণমার্গে সমুদিত হইয়া চারিদিক স্নিগ্ধকরজালে সমুদ্ভাসিত করিতেছেন। সেই শুভ্রকররাশি কলিকাতার বড় বড় অট্টালিকায় আপতিত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি হাস্য করিতেছে। কলিকাতার বড় বাজারের রাস্তা অতি অপ্রশস্ত, এখানকার অনেকানেক রাস্তায় চন্দ্রকর একেবারে প্রবেশ করিতে পারে না, তবে সেই সকল রাস্তা যে অন্ধকারে পূর্ণ—তাহা নহে; গ্যাসালোকে তাহাও বেশ পরিষ্কার। স্থানে স্থানে আবর্জ্জনাস্তুপে বেওয়ারীশ কুক্কুরদল আহারীয় দ্রব্য বাছিয়া লইয়া সেদিনকার মত ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে। বড়বাজার বাণিজ্যপ্রধান স্থান, রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া দোকানদারগণ দোকান বন্ধ করিয়া একে একে স্ব স্ব আবাসে গমন করিতেছে। আমাদের মনমোহন ও প্রবোধকুমার যে বাটীতে বাসা লইয়াছিলেন—তাহা দোকানঘর নহে। দিগম্বর বাবুর ভাড়াটীয়া বাটী, নীচে কয়েকজন মাড়য়ারী দরিদ্রভাবে একটী ঘরেই অবস্থান করে। উপরে তিনটী ঘর, তাহা দিগম্বর বাবুরই অধীন। বাটীখানি ক্ষুদ্র হইলেও নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। বিশেষ উপরের তিনখানি ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানি পাকশালা, একখানি দিগম্বর বাবুর গদী বা আপিসগৃহ, আর একখানি শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। দিগম্বর বাবু নানাপ্রকার কার্য্য করিতেন, তন্মধ্যে তেজারতীই প্রধান। এই জন্য সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টা অবধি এখানে অনেক লোক সমাগম হইয়া থাকে। রাত্রি অনেক হইয়াছে, দিগম্বর বাবু,মনমোহন ও প্রবোধকুমারের আহারাদি সমাপন হইয়াছে;

দিগম্বরবাবু আহারান্তে তাম্রকূট সেবনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, অহিফেনসেবীর নিকট তাম্রকূটের আদর বড় বেশী, অহঃরহ আল-বোলার নল মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া নিমীলিতনেত্রে এক এক-বার ধূমোদ্গীরণ করিতেছেন। মনমোহন ও প্রবোধকুমার দিগম্বর বাবুকে বিশ্রাম লাভ করিতে দেখিয়া, গৃহের বাহিরে ছাদের উপর আসিয়া স্নিগ্ধ বায়ু সেবন ও উভয় বন্ধুতে নানাপ্রকার কথাবার্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। চারিদিক নিস্তব্ধ কোথাও কাহারও সাড়া শব্দ নাই। কেবল পার্শ্বের বাটীতে ছাদের উপর কাহারা যেন কি পরামর্শ করিতেছে—শুনিতে পাইলেন। কলিকাতায় আসিবার সময় রেলগাড়ীতে দুইজন যুবকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল; তাহাদের চেহারা অতি পরিপাটী, দেখিতে হিন্দুস্থানী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া ভ্রম হয়। ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাহারা আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। অদ্য রজনীতে মনমোহন ও প্রবোধকুমার ঐ দুই পরমর্শকারী ব্যক্তিকে রেলের সেই পরিচিত যুবক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চন্দ্রালোকে চারিদিক বেশ দেখা যাইতেছে। তাহারা যেরূপ ভাবে পরামর্শ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের মনোগত ভাব বড় ভাল নহে—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মনমোহন ও প্রবোধ কুমার একটু অন্তরালে লুকাইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিলেন। যাহা শুনিলেন—তাহার সমস্ত ভাল বুঝিতে পারিলেন না, কারণ কথাবার্তা সমস্তই হিন্দিভাষায় হইতেছিল। দুইজন হিন্দুস্থানী নিজ ভাষায় পরস্পরে কথোপকথন করিলে—তাহা অপরে সহজে বুঝিতে পারে না, বিশেষতঃ মনমোহন ও প্রবোধ হিন্দিভাষায় ততদূর অভ্যস্থ নহেন।

তবে কথা শুনিয়া আন্দাজে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন—তাহাতে ইহাই উপলব্ধী হয় যে প্রথম ব্যক্তি অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"টাকা যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, তবে স্ত্রীলোকটীকে হত্যা না করিয়া, জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে পারিলেই ভাল হইত"।

অপর ব্যক্তি বলিল—"তাহাতে আর দোষ কি, সে অনেক দিনের কথা, তাহার পর আমরা নানা দেশ, নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছি, এখন আর কোনও গোলযোগের ভয় নাই। তাহার পর আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না; বন্ধুদ্বয় অনেকক্ষণ তথায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন—কিন্তু আর কোন কথাই তাঁহাদের কর্ণ-পটহে প্রতিধ্বনীত হইল না। উভয় বন্ধুতে ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; দিগম্বর বাবু ইতিপূর্ব্বেই নিদ্রার ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে তাঁহারই শয্যার অনতিদূরে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়া, উপস্থিত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে দুই বন্ধুতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বেড়াইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রাস্তায় প্রবোধকুমারের একটী আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রবোধের সমবয়স্ক, উভয়ে সাক্ষাৎ হইলেই আগন্তুক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রবোধকুমার তাহার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নরেশ বাবু! ব্যাপার কি?

আগন্তুক নরেশ বাবু বলিলেন—আর ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমার ভগ্নীর সহিত তোমাদের গ্রামের সতীশ বাবুর বিবাহ হইয়াছিল জান ত?"

প্রবোধ। হাঁ জানি, তাঁহারা ত এখন স্বস্ত্রীক গোরকপুরে কর্ম্ম স্থানে অবস্থান করিতেছেন?

নরেশ। হাঁ ভাই! সতীশ বাবু সেইখানেই আছেন। ভগ্নীটি বহুদিনের পর গর্ভবতী হওয়ায়, প্রবাসে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া জননীর অনুরোধে সতীশ বাবু তাঁহাকে আমাদের বাটীতে পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু—

নরেশ বাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া আকুল হইলেন; দুই চক্ষু দিয়া শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় নয়নাশ্রু বিগলিত হইয়া কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

মনমোহনের সহিত নরেশবাবুর পরিচয় নাই: তিনি তাঁহাকে এইরূপ বালকের ন্যায় কাঁদিতে দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। প্রবোধকুমার নরেশ বাবুকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিবার পর তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"ভাই! আজ মাসাবধি হইল-আমার ভগ্নী এখানে আসিয়া গ্রামান্তরে কোনও আত্মীয়ের বাটীতে বাধ্য হইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সঙ্গে কেবলমাত্র দুইজন দাসী ছিল। তাহাদের আসিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে তিনি পাল্কী করিয়া আসিতে আসিতে পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্তা হন এবং তাঁহার গাত্রে অনেক টাকার অলঙ্কার থাকায় দস্যুগণ তাঁহাকে হত্যা করতঃ অলঙ্কারগুলি লইয়া পলায়ন করে। দাসী-দ্বয় প্রাণভয়ে পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছিল। দিদি আসন্নপ্রসবা ছিলেন বলিয়া দস্যুগণ হস্তে সহজে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। ভাই! দিদির জন্যই আমাদের সংসার চলিত, এখন কি হইবে?" এই বলিয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। প্রবোধকুমার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন, মনমোহনও এইবার আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার

বুঝিতে পারিয়া নরেশ বাবুর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করিলেন। পর-দুঃখ-কাতর মনমোহনের হৃদয় নরেশ বাবুর দুঃখে বিগলিত হইল বটে কিন্তু উপায় ত কিছু নাই, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার বিষয় সতত মনোমধ্যে স্থান দান করিয়া কেবল চিন্তানলে দগ্ধ হওয়া মানবের কর্ত্তব্য নহে কিন্তু, মন ত, বুঝে না। যাহার কৃপায় ভরণ পোষণ হয়; তাহার মরণে দরিদ্রের মনে যে শোকবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ বৃদ্ধা জননী এখনও বর্ত্তমান। দৌহিত্রমুখাবলোকন করিয়া জন্ম সার্থক করিবার মানসে এখানে আনিয়া তাহার পরিণাম যে ঈদৃশ ভয়াবহ হইবে তাহা কে জানে? বাস্তবিক এরূপ শোচনীয় হইলে পিতামাতার ও আত্মীয় স্বজনের যে দুঃখের একশেষ হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবে। তিনজনে পরস্পর সমবেদনা অনুভব করিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন পরে প্রবোধকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—এক্ষণে দস্যু ধরিবার কোনও উপায় বিধান করিয়াছেন কি?

নরেশ বাবু বলিলেন—হঁা। ভাই! ইহার জন্য দুই তিন জন ডিটেক্‌টিভ নিয়োজিত হইয়াছেন—তাঁহারা অনুসন্ধানও করিতেছেন কিন্তু এখন তাহার কোনও সন্ধান হয় নাই।

প্রবোধকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—গোরক্ষপুরে সতীশ বাবুকে বোধ হয় এ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

নরেশ। হঁা, দেওয়া হইয়াছে।

প্রবোধ। আহা! বেচারী এ সংবাদ শুনিয়া যে কিরূপ মর্ম্ম-যাতনা অনুভব করিয়াছেন তাহা ভগবানই জানেন। নিরাপদে প্রসবের জন্য স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া লাভে মূলে সমস্ত হারাই লেন। ঈশ্বর কখন কাহাকে কিরূপ ভাবে কষ্ট দেন—তাহা কে

বলিতে পারে। আর ভাবিয়া কি করিবে নরেশ! সমস্তই অদৃষ্টের ফল। যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, এক্ষণে তুমি প্রকৃতিস্থ হইয়া একটী কাজ কর্ম্মের যোগাড় দেখ—তাহা হইলে আবার জননীর সহিত সুখী হইতে পারিবে।

নরেশ। ভাই তাহা সত্য, কিন্তু ভাই! এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে মনের গতি কিরূপ হয় বল দেখি?

মনমোহন। মহাশয়! তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে—ইহা অপেক্ষা রোগে মৃত্যু হইলে এতটা মর্ম্মপীড়ায় প্রপীড়িত হইতে হয় না।

* * * * *

নরেশ বাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গেল, রৌদ্রের প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। প্রবোধ কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই! এক্ষণে কোথায় যাইতেছ? তোমার আহারাদি হইয়াছে কি?

নরেশ। হাঁ ভাই! আমি প্রতিবেশী একজনের বাটী আহার করিয়া বাহির হইয়াছি। কিন্তু এ কয়দিন জননীর অবস্থা দেখিয়া ও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় এতদূর দুর্ব্বল হইয়াছি, যে আমার নড়িবার ক্ষমতা নাই।

মনমোহন। মহাশয়! ইহা কি আর বিচিত্র কথা! জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অপমৃত্যুতে তাহার বৃদ্ধা জননীর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার যে দুঃখে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহা কি আর বেশী কথা?

নরেশ বাবু এইবার অপরাপর দুই একটী বাটীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—প্রবোধ! এবার তোমরা দুইজনেই কি পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিলে?

প্রবোধ। হ্যাঁ ভাই! তোমার বোধ হয় এবার পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই?

নরেশ। কেমন করিয়া হইবে ভাই? এই বিষয় লইয়াই ত ঘুরিতেছি, এখন কি আমার মাথার ঠিক আছে? আর পড়াশুনাও আমার এইবার শেষ হইল।

মনমোহন। তাত ঠিক, শোকে দুঃখে শরীরের অবস্থা কি ভাল থাকে যাহা হউক, আর বেশী ভাবিয়া কি করিবেন। এখন পুলীশতদন্তে কি ফল হয় দেখুন; যতদিন কোন একটা প্রতিকার না হয় ততদিন এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। আপনি এখন বোধ হয় কোর্টে যাইবেন?

নরেশ। আজ্ঞা হাঁ! তথায় কতকগুলি গহনা আটক পড়িয়াছে; তাহা আমাদের কি না দেখিবার জন্য যাইতে হইতেছে।

মনমোহন। এখন ঐরূপ যাতায়াত কিছুকাল করিতে হইবে—পুলীসের ইহাই বাহাদুরী ইহাকেই বলে—"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।"

প্রবোধকুমার বলিলেন—নরেশ! আর বেশী ভাবিয়া শরীর মাটী করিও না বিপদের সময় ধৈর্য্যধারণ করাই উচিত।

নরেশ। হাঁ ভাই! আর ভাবিয়াই বা কি করিব—দিদিকে ত ফিরিয়া পাইব না। এখন বেলা হইল—আমি আসি। এই বলিয়া নরেশ বাবু চলিয়া গেলেন।

মনমোহন ও প্রবোধকুমার এই দুঃসংবাদে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহাদের বেড়াইতে যাওয়া হইল না সেই স্থান হইতেই বাসায় ফিরিলেন। পাঠক! আপনারা কি এই রহস্যের কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন। বোধ হয় মনমোহন ও প্রবোধের সহপাঠী

যুবক হরিহরের সহিত আপনারা পরিচিত। যে স্ত্রীলোকটী হত্যা হইয়াছে, ইনি সেই হরিহরের মাতুলানী গোরকপুর হইতে দত্ত পুরে পিতৃগৃহে প্রসবের জন্য আসিয়াছিলেন; তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে নরেশ বাবুর কথায় তাহার সমস্তই আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আসন্নপ্রসবা পত্নী দুরন্ত দস্যু কর্ত্তৃক যমসদনে প্রেরিতা হইয়াছেন, এ সংবাদ শ্রবণে তাহার স্বামীর যে কিরূপ মর্ম্মভেদী দুঃখে অন্তঃস্থল দগ্ধ হইতেছে; তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তিনি হয়ত এই সংবাদ শ্রবণে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন। স্ত্রী-বিয়োগ হইলে পুরুষে উচৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃস্থল দুর্ব্বিসহ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। বৃক্ষে বজ্রাঘাত হইলে যেমন বৃক্ষটী ঠিক থাকে, অথচ তাহার যাবতীয় সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়, স্ত্রীবিহনে পুরুষেরও সেই দশা হইয়া থাকে। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যে গর্ভবতী স্ত্রী এরূপ অপমৃত্যুতে পাগলের ন্যায় হইয়া সংসার কার্য্যে উদাসভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এবং তাহা হইলেই যে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হরিহরের দুর্দ্দশায় সূত্রপাত হইবে ইহা কে না স্বীকার করিবে। দুর্ব্বৃত্ত হরিহরের এইবার সকল আশা ভরসার মূলোচ্ছেদ হইল—এইরূপেই ভগবান দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## ওলাদেবীর আবির্ভাব।
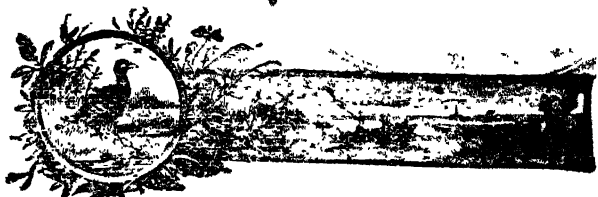
যেখানে যত অধিক লোকের বাস, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ সেখানে তত অধিক। একবার কোনও সংক্রামক ব্যাধি তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে, সে স্থান শ্মশানে পরিণত না করিয়া বিদায় গ্রহণ করে না।

কলিকাতার তুল্য অসংখ্য লোকের বাস আর কোথাও নাই—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই এখানে যে পীড়া একবার প্রবেশ করে, তাহা সহজে ছাড়িতে চাহে না; প্রতিবৎসর প্লেগে মৃত্যুসংখ্যার হিসাব করিলেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কলেরাই প্লেগমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য নরনারীর জীবন লইয়া টানাটানি করিত, কচিৎ কাহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিত। যে সময় আমাদের প্রবোধকুমার ও মনমোহন পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন, সেই

সময়ে সহরে ওলাদেবীর প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এরূপ সময়ে পিতামাতা কখনই এরূপ ভীষণ স্থানে পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, কাজেই মনমোহনের পিতা কলিকাতার এই ভয়ানক দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বার-বার পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই মহানগরী কলিকাতায় আরও কিছুদিন থাকিলে সকল স্থানের দৃশ্য দর্শন করিয়া এবং নরেশ বাবুর ভগ্নীহত্যা সংক্রান্ত তদন্তের একটা সুখবর জানিয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন, এইরূপ তাহাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বারবার পিতার অনুরোধপত্র এবং এই প্লেগদুষ্ট স্থানে অধিক কাল থাকা যুক্তি সঙ্গত নয় ভাবিয়া, মনমোহন ও প্রবোধকুমার দেশে যাইবার জন্য দিগম্বর বাবুকে জানাইলেন। দিগম্বরবাবুরও কিছুদিনের জন্য বাটী যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল; এসময় কাজ কর্ম্মের বড় সুবিধা নাই, সহরে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব চক্ষের সম্মুখে বহুলোক শমন সদনের অতিথী হইতেছে, দেখিয়া কাহার চিত্ত না স্বদেশ গমনে উৎসুক হয়।

এই অবসরে তিনি একবার বাটী যাইবেন স্থির করিয়া, মন-মোহন ও প্রবোধকুমারকে বলিলেন "বাপু! আমারও তোমাদের সহিত বাটী যাইবার ইচ্ছা আছে, তোমরা আর একদিনমাত্র অপেক্ষা কর, আমরা সকলেই একত্রে বাটী যাইব।"

যদিও মনমোহন ও প্রবোধকুমারের কার্য্য সমাধা হইয়াছিল, তথাপি তাহারা ব্রাহ্মণের অনুরোধে আর একদিন অপেক্ষা করিলেন। দিগম্বর বাবু আগামী কল্য বাটী যাইবেন স্থির করিয়া—যাহা কিছু কাজ কর্ম্মের বাকী ছিল—রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত তৎসমুদয় সমাধা করিয়া লইলেন। দুইপ্রহরের পর আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। শেষ

রাত্রে হঠাৎ তাহার একবার ভেদ ও বমী হইল; ব্রাহ্মণ মনে করিলেন—অধিক রাত্রি জাগরণ হেতু পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হইয়া এইরূপ হইয়াছে, পরন্তু তাহা নহে, দেখিতে দেখিতে আরও দুই তিনবার ভেদ ও বমী হইল। দিগম্বর বাবু এইবার বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, হস্তপদ শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া ঘোর যন্ত্রনা আরম্ভ হইল। মনমোহন ও প্রবোধকুমার বড়ই ভীত হইলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাহারা দিগম্বর বাবুর পুরাতন কর্ম্মচারী রাধানাথকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—নিকটেই একজন কবিরাজ আছেন—তাঁহাকেই ডাকিয়া আনি। প্রবোধকুমার কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া বলিলেন—"না না, কবিরাজের দ্বারা এ রোগের আশু উপশম হইবে না। আমার ছোট পিসির ছেলে খুব ভাল ডাক্তার, তিনি বহু বাজারের কালিতলায় থাকেন, আমি ত কলিকাতার রাস্তা ঘাট চিনি না। আমাকে সঙ্গে করিয়া যদি তথায় লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আনিয়া ইঁহার চিকিৎসা করাইতে পারি।"

রাধানাথ স্বীকৃত হইলেন এবং মনমোহনকে রোগীর শুশ্রূষা—কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া উভয়ে ডাক্তার ডাকিতে গমন করিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার আনিয়া দিগম্বর বাবুর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু শমন যাহার নিকটবর্ত্তী, আয়ু যাহার শেষ হইয়াছে; ডাক্তার তাহার কি করিবে? ডাক্তার রোগের চিকিৎসাই করিতে পারেন—জীবের জীবন দানের ক্ষমতা কি তাঁহার আছে? মৃত্যু রোগের ঔষধ অদ্যাবধি হয় নাই। চিকিৎসকের সাধ্য কি যে ঔষধ দানে রোগীকে মৃত্যু হইতে ফিরাইতে পারে? তবে সংসারীর পক্ষে সকল পীড়াতেই চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া একান্ত

কর্ত্তব্য। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিচক্ষণ, পণ্ডিত, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই সমর্পণ করা বিধেয়; বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হইলে গৃহীকে পাপ-ভাগী হইতে হয়—ইহা শাস্ত্রের কথা। তবে সামান্য ব্যয় বাহুল্য হেতু অজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে জীবন নির্ভর করিতে নাই। অকুল সমুদ্র মধ্যে ভীষণ ঝঞ্জাবাতে তরণী বানচাল হইলে কর্ণধার যেমন অনুকুল বায়ুর অপেক্ষায় ধীর ভাবে বসিয়া থাকে; প্রতিকূল বায়ুর বিপক্ষে যেমন বল প্রয়োগ করিয়া কোন কার্য্য করে না—তরণী রক্ষা করিয়া কেবল তাহারই গতি অনুসারে চালিত হয়। সে জানে প্রবল বায়ুর প্রতি-কূলে কার্য্য করিলেই তরণী জলমগ্ন হইয়া তাহার আশা-ভরসার মূলোচ্ছেদ করিবে। তবে যদি বাতাস কখন অনুকূল ভাবে প্রবাহিত হয়, প্রকৃতি যদি ভিন্নভাব ধারণ করে—তাহা হইলে কর্ণধার তখন আপনার গুণপণা দেখাইতে চেষ্টা করে এবং তাহাতেই সে তরণী রক্ষা করিতে পারে। সংসার-সমুদ্রে পতিত এই দেহ-তরণী তদ্রূপ নানাপ্রকার ভীষণ রোগ—ঝঞ্জাবাতে আক্রান্ত হইয়া বিপথগামী হইলে কর্ণধাররূপী সুচিকিৎসক কেবল স্বভাবের গতি অনুসারে পরিচালিত হইবেন; কখন হটকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন না—তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইবে। যদি কখন সুবাতাস বহে, স্বভাব যদি কখন অনুকুলে ভাব ধারণ করে—সেই সময় তিনি বহুদর্শিতা গুণে বিপদ সঙ্কুল দেহতরণী রক্ষা করণে যত্নবান হইবেন—ইহাই বিচক্ষণ চিকিৎসকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

ডাক্তারবাবু আসিয়া বহুক্ষণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দিগম্বর বাবুর নাড়ী ও অপরাপর বিষয় পরীক্ষা করিলেন। সকল বিষয়

পরীক্ষা করিয়া তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না। বাহিরে আসিয়া সকলকে বলিলেন— অবস্থা বড় ভাল নহে; তবে এই ঔষধ খাওয়াও, যদি এক ঘণ্টার মধ্যে কোনও সুলক্ষণ দেখিতে পাও—তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিও, পুনরায় আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিব।

প্রবোধকুমার বলিলেন—দাদা! আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনাকে সংবাদ দিব। ভাই! দিগম্বর বাবু যাহাতে এ যাত্রা রক্ষা পান—তাহা কর, ব্রাহ্মণ বড়ই পরোপকারী, বড়ই অমায়িক; গ্রামে এমন ভদ্রলোক আর নাই বলিলেই হয়।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—প্রবোধ! ডাক্তারেরা কখন ক্ষমতা অনুসারে চিকিৎসার ক্রটী করে না; রোগী আরাম হউক, ইহা সকল চিকিৎসকেরই মনোগত ইচ্ছা, ইহাতে ত আমারই সুযশ হইবে? আর সে জন্য আমাকে বেশী বলিতে হইবে না, তুমি শীঘ্রই সংবাদ লইয়া আমার বাসায় আসিও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মনমোহন বিশেষ সতর্কতার সহিত ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন; সেবা শুশ্রূষায় ও তিনি কিছুমাত্র ক্রটী করিতেছেন না, স্বহস্তে সেই দুষিত মল ও বমনাদি পরিষ্কার করিতেছেন—তাহাতেও কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করিতেছেন না। পরোপকারে জীবনপাত হইলেও মনমোহন তাহা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন, বাল্যকাল হইতে সে পিতামাতার নিকট এইরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! এত শুশ্রূষা, এত যত্ন, এত ত্যাগস্বীকার—কিছুতেই কিছু হইল না। ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ ব্রাহ্মণের শরীরে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রবোধকুমার আর একবার ডাক্তারকে আনিবার জন্য গিয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তার মহাশয় প্রবোধের মুখে রোগীর

অবস্থার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আর আসিবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। এখন মনমোহন ও প্রবোধ উভয়েই নিরাশ হইয়া পড়িলেন। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগের যাতনাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ সমস্ত হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। দিগম্বরবাবু জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক, আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া মনমোহনকে নিকটে আসিতে বলিলেন। মনমোহন ছল ছল নেত্রে ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে মুমুর্ষ দিগম্বর তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—মনমোহন! তুমি আমার যথেষ্ট সেবা করিলে, পুত্রেও পিতার এরূপ করিতে পারে কি না সন্দেহ আত্মীয় স্বজন নিকটে নাই বলিয়া আমার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই; বাটীতে থাকিলে ইহা অপেক্ষা যে কিছু বেশী হইত—তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া বিষ্ণুরামের মুখোজ্জল কর—ইহাই ভগবানের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনীয়। ক্রমশঃ বাক্যরোধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পুনরায় জড়িত স্বরে বলিলেন—মনমোহন! বাটীতে আমার আর কেহ নাই; তুমি আমার সমস্ত দেখিও, আমি চলিলাম। বহু কষ্টে ব্রাহ্মণ এই কয়েকটী কথা কহিয়া একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে স্থির নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া যেন কিসের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে ঠিক সেইরূপ ভাবে একবার জ্বলিয়া উঠিল—তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। তৎপরে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন। মনমোহন, প্রবোধ ও রাধানাথ নিকটে বসিলেন। ব্রাহ্মণ প্রবোধকুমারকে বলিলেন—বাবা! তুমি ধনীর পুত্র, দরিদ্রের নিকটে আসিয়া

যে এরূপ কষ্ট সহ্য করিতেছ, তাহা তোমার মহদ্বংশের পরিচায়ক; তোমার পিতা কালীবাবুর গুণের কথা সকলেই জানে—তাহার পুত্রের স্বভাব এইরূপ না হইবে কেন? প্রবোধকুমার মস্তক অবনত করিয়া বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন—মহাশয়! আপনার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির নিকটে থাকিলে অতিবড় পাপীষ্ঠেরও জ্ঞানোদয় হয়, আমরা এই কয়দিন আপনার নিকটে থাকিয়া বাটীর কথা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। আপনি আমাকে পুত্রভাবেই দেখিবেন—আমি তাদৃশ প্রশংসার যোগ্য পাত্র নহি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বৎস! সুখী হও। পরে পুরাতন কর্ম্মচারী রাধানাথকে বলিলেন—রাধানাথ! তোমাকে আর বেশী কি বলিব— এ যাত্রা আমার আর রক্ষা নাই। তুমি মনমোহনের সহিত, তাহার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিবে।

এইবার আর একবার প্রবল বেগে ভেদ হইয়াগেল। মনমোহন স্বহস্তে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তারাচাঁদ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর ও পূর্ব্বাপেক্ষা বিকৃতভাব ধারণ করিল। আর বিলম্ব নাই, আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া দিগম্বরবাবু মনমোহনকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন; এইবার তাহার নয়ন কোণে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। মায়াময় জীব! সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, স্ত্রীপুত্র কন্যা ছাড়িয়া চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, এত সুখৈশ্বর্য্য সমস্তই পড়িয়া থাকিবে ভাবিয়া সংসারাবদ্ধ, মায়া-মোহাভিভূত জীব আসন্ন মৃত্যু সময়ে এইরূপই অধীর হইয়া থাকে। দিগম্বর কিয়ৎক্ষণ মাত্র বিচলিত হইলেন বটে কিন্তু পরক্ষণে প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন— মনমোহন! আমার এই অসময়ে তুমি যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিলে—

এরূপ সেবা পরমাত্মিয়ের নিকট পাওয়াও অসম্ভব ; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ পরোপকারপরায়ণ হও, আমার পূর্ব্বের কথাটী ভুলিও না—যাহাতে আমার পরিবারবর্গের কোনও কষ্ট না হয়, তাহার তত্ত্বাবধাবন করিবে, বিষয় সম্পত্তির তুমিই সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া সৎপথে ব্যয় করিবে। তোমার বুদ্ধিশক্তি অতীব প্রখর, তুমিই যথার্থ ধার্ম্মিক পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া তোমাকে এই সমস্ত ভার দিয়া যাইতেছি। আমার কন্যাটীকে দেখিও ; আর ব্রাহ্মণীকে বলিও, আমি চলিলাম, পরলোকে আবার দেখা হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। নিষ্ঠাবান দিগম্বর এইবার চক্ষু মুদিয়া পরকালের চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল—মৃত্যুকালীন অসীম যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল কিন্তু ধৈর্য্যশীল ব্রাহ্মণ তাঁহার মনকে জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই যে নিমীলিত নেত্রে ভগবচ্চিন্তায় অভিনিষ্ট হইলেন, সে চক্ষু আর উন্মীলিত হইল না। মনমোহন দেখিলেন—ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি নাসিকা, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—সমস্তই নিস্পন্দ, জীবনের আর কোনও চিহ্নমাত্র নাই! পিতার বাল্যবন্ধু দিগম্বরবাবুর মৃত্যুতে মনমোহন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন কিন্তু মৃত্যুহস্ত অতিক্রম করা কাহার সাধ্য নাই মনে করিয়া, আপনি প্রবুদ্ধ হইলেন এবং যথা নিয়মে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

রাধানাথ দিগম্বরবাবুর বহুদিনের পুরাতন কর্ম্মচারী, এরূপ বিশ্বাসী লোক অধুনা প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না, এই জন্য তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এমন কি রাধানাথ ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর

পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রবেশাধিকার পাইয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার গৃহিণীকে জননী সম্বোধন করিতেন। রাধানাথ ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে বড়ই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল—তাহার ক্রন্দন দেখিয়া মনমোহন ও প্রবোধকুমারও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রাধানাথ বলিলেন—মহাশয়! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইল, এই ভয়ানক সংবাদ মাতাঠাকুরাণী শুনিলে যে কিরূপ অনর্থপাত করিবেন—তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি। বাবুর যে দিন বাটী যাইবার কথা থাকিত, সে দিন নিয়মিত সময়ের একটু ব্যতিক্রম হইলে, মা আমার ছট্‌ফট্ করিতেন। তাঁহার ভগ্নীও দাদার বড়ই প্রিয়, বিশেষতঃ আমরা বাটী উপস্থিত হইলে যখন তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিবে—দাদা! তুই এলি, বাবা কোথা? তখন তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইব? এই বলিয়া রাধানাথ পিতৃহীন বালকের মত পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মনমোহন ও প্রবোধ যারপরনাই শোকে অধীর, তাহাদের আর তিলমাত্র এ বাটীতে থাকিতে ইচ্ছা নাই। বাটীর প্রত্যেক জিনিসেই যেন দিগম্বরবাবু বর্ত্তমান; তাহারা যেদিকে চাহেন সেই দিকেই যেন কেমন একটা বিভীষিকা, দিগম্বরবাবুর জীবিতাবস্থায় তাহারা কিছুই দৃকপাত করেন নাই। এখন চারিদিকের ক্রন্দনধ্বনী শ্রবণ করিয়া তাহাদের মন আর তিলমাত্র কলিকাতায় অবস্থান করিতে চাহে না। মনমোহন নিজে আশ্বস্ত হইয়া রাধানাথকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া—তাহাকে সঙ্গে লইলেন এবং সেই দিনই বাসায় চাবি বন্ধ করিয়া বৈকালের গাড়ীতে বন্ধু সহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### স্বামীর শোক।

দিগম্বরবাবুর ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া মনমোহন, প্রবোধকুমার ও রাধানাথ রাত্রি প্রায় দশটার সময় ত্রিবেণীতে আসিয়া পৌঁছিছিলেন। প্রবোধকুমার সেদিনকার মত নিজ বাটীতে প্রস্থান করিলেন। রাধানাথ সেদিন আর দিগম্বরবাবুর বাটীতে না গিয়া মনমোহনদের বাটীতে যৎসামান্য জলযোগ করিয়া শয়ন করিলেন। মনমোহনের পিতামাতা তাঁহাদের পরমাত্মীয়, দিগম্বরবাবুর অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। রাধানাথ সে দিবস তথায় রাত্রি যাপন করিলেন, শোকে দুঃখে সেদিন কাহারও নিদ্রা হইল না। মনমোহনদের বাটীর সন্নিকটেই দিগম্বরের বাটী ; কিন্তু মনমোহন অদ্যাবধি তাহাদের কোনও সংবাদ রাখিতেন না কারণ তিনি গ্রামে কাহারও বাটীতে যাইতেন না, বা কাহার সহিত

ঘনিষ্টতা করিতেন না; নিজের কাজ কর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন— গ্রামের সংবাদ রাখিবার তাহার সময় কোথায়?

মনমোহন রাধানাথকে দিগম্বরবাবুর বাটী সংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার বাটীতে কে কে আছে; কন্যাটীর বয়স কত এবং তাহার নাম কি ইত্যাদি নানা প্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধানাথ বলিতে লাগিলেন—মহাশয়! বাবুর বাটীতে তাঁহার বিধবা ভগ্নী-ভবানী, সহধর্ম্মিণী দুর্গাবতী ও একমাত্র আদরের কন্যা "রমা" বই আর কেহই নাই। হায়! দৈববশে আজ তাহারা নিরাশ্রয়।

মনমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন—কন্যাটীর বয়স কত?

রাধানাথ বলিলেন—কন্যাটীর বয়স আন্দাজ ৯। ১০ বৎসর হইবে; রূপে গুণে সাক্ষাৎ দেবী, এই অল্প বয়সেই তাহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়; আহা! এই অল্প বয়সেই ভগবান তাঁহাকে পিতৃহীনা করিলেন। রজনীযোগে তাঁহাদের মধ্যে আর কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। পরে রজনী প্রভাতা হইলে সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রাধানাথ মনমোহনকে বলিলেন—মহাশয়! আপনি কি আমার সহিত বাবুর বাটীতে যাইবেন?

মনমোহন বলিলেন—তুমি অগ্রে যাও, আমি আহারাদি করিয়া পিতার সহিত তথায় যাইয়া সকলকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়া আসিব।

রাধানাথ—যে আজ্ঞা! তবে একটু সত্বর আসিবেন, নতুবা আমি কোনও প্রকারেই তাঁহাদের সান্ত্বনা করিতে পারিব না।" এই বলিয়া রাধানাথ চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার যাইবার ক্ষমতা কোথায়? পদ হইতে পদান্তরে যাইতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া পড়িতেছে। হায়!

কেমন করিয়া তিনি এই ভয়ানক দুঃসংবাদ তাঁহার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে শুনাইবেন, আর এ বজ্রসমবাণী শ্রবণ করিয়া তিনি যে কি করিবেন, আত্ম-হত্যা করিবেন, কি বিষ খাইবেন—তাহারও স্থিরতা নাই। হায়! কেমন করিয়া বালিকা রমাকে বুঝাইব? যখন সে আমাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিবে এবং বাবা কোথা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন আমি তাহাকে কি বলিব? রাধানাথ যাইতে যাইতে এইসকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাবিলে আর কি হইবে। যখন আসিয়াছি তখন ত যাইতে হইবে—এ দুঃসংবাদ ত দিতেই হইবে? রাধানাথ নিতান্ত বিষন্ন চিত্তে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদ শুনাইতে হয় না। মৃত্যুর পর নিকটে না থাকিলেও যেন তাহা মনের ভিতর আপনাপনি উদিত হইয়া যন্ত্রণা প্রদান করে। দুর্গাবতী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া যেন সকল দিকে অশুভ চিহ্ন সকল দর্শন করিতে লাগিলেন, শরীর যেন কিরূপ অবসন্ন ভাব ধারণ করিল—প্রাণ যেন সহসা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি দুর্গানাম স্মরণ করিয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, কিন্তু কোন কাজকর্ম্ম আজ যেন তাঁহার মনোমত হইতেছে না; সাংসারিক কাজকর্ম্ম আজ যেন তাহার নিকট ভাল লগিতেছে না। অহোরাত্র যে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া তিনি কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করিতেন না, যাহার প্রত্যেক কাজ কর্ম্ম তাঁহার স্বহস্ত-প্রসূত, আজ তাঁহার নিকট সেই আদরের সংসারের সমস্ত বস্তু চক্ষুশূল বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কোনও কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কন্যাকে নিকটে ডাকিয়া খাবার খাওয়াইতে বসিলেন, যদি স্নেহের পুত্তলিকে নিকটে রাখিলে তাঁহার মানসিক ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন

হয়। কন্যা রমা, জননীর নিকট আসিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাবার খাইতে বসিল। ভবানী এ সকল বিষয় কিছুই জানেন না ; তবে তাহার মনে যে প্রাতঃকালে একপ্রকার অবসাদ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা দৈহিক কোনও দৌর্ব্বলতাব কারণ মনে করিয়া কাহার নিকট কিছু প্রকাশ করেন নাই। তবে দুর্গাবতীর মত তাহার মন যে খারাপ হইয়াছিল, আমরা সে কথা বলিতে পারি না। দুর্গাবতী কন্যাকে নিকটে বসাইয়া নিজের মনকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তাহাকে কত সুমিষ্ঠ কথা বলিতেছেন। কর্ত্তা বাটীতে আসিলে, এবার কয়েকখানি অলঙ্কার তাহার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে—এই সময় হইতে একে একে মনের মত গহণা প্রস্তুত না করিলে বিবাহের সময় তাড়াতাড়ি ভাল গহনা হইবে না ইত্যাদি কত কথা বলিতেছেন—কিন্তু সে কথায় আজ যেন তত গাম্ভীর্য্য নাই ; আগাগোড়া তাহা যেন কেমন ভাববিহীন ; এক একবার বলিতেছেন—আবার কিছুক্ষণ নীরব হইতেছেন। এমন সময় একটা বায়স কর্কশ শব্দ করিয়া, তাঁহার মস্তকের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, দক্ষিণ চক্ষু বারবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, মনে করিয়া তিনি দাসীকে নিকটে ডাকিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তখন ভবানীও নিজ চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—এখনই একজন লোককে কলিকাতায় পাঠাইয়া দাদার সংবাদ আনিতে হইবে। রমা বালিকা, তাহার মস্তকে যে বিধাতা বজ্রাঘাত করিয়াছেন, তাহা সে এখনও জানিতে পারে নাই। প্রতিবেশী কয়েকটী বালিকা অন্যান্য দিনের মত আজও তাহার সহিত খেলা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রমা জননীর নিকট খাবার

খাইয়া সঙ্গিনীগণের সহিত বহির্ব্বাটীতে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল।

এই সময় রাধানাথ আসিয়া বহির্ব্বাটীর দরজার নিকট দাঁড়াইলেন; সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে দিগম্বরবাবুর বাল্য বন্ধু বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাধানাথ হৃদয়ে একটু বল পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কই, মনমোহন আসিলেন না?

বিষ্ণুরাম বলিলেন—আহারাদির পর তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া বোধ হইতেছে, এই জন্য এত দূর আসিতে আমিই তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। রাধানাথ—ভালই করিয়াছেন, আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে বিশেষ সাবধানে থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ মনমোহন বাবু যেরূপ করিয়াছেন—তাহা বোধ হয় অন্য কেহই পারিবে না।

এইবার উভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দিম্বগরের বালিকা কন্যা কাদম্বিনী-মাঝে ক্ষণপ্রভার ন্যায় সঙ্গিনীগণ সহ নানাবিধ ক্রিয়াতরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নিকটে শ্যামাদাসী দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিতেছে; সেও যেন আজ কথঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে তাহাদিগকে নূতন ক্রীড়া শিক্ষা দিতেছে। এমন সময় বিষ্ণুরাম ও রাধানাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমা এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই; এইবার রাধানাথকে দেখিতে পাইয়া সে দৌড়িয়া আসিল এবং বলিল—দাদা! তুমি এলে, বাবা কখন আসিবে। রাধানাথ নীরব, সে কি উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল। শ্যামা নিকটেই ছিল—ক্রন্দনের মর্ম্ম তাহার আর জানিতে বাকী রহিল না। সে অমনি "বাবা গো কি

হলোগো।” বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাটীর ভিতর আর এ সংবাদ প্রদান করিতে হইল না—সংবাদ আপনা হইতেই বহু পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে, তবে স্বরূপ না দেখিলে অমঙ্গল চিন্তা করা যায় না—এই জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে ছিল, এক্ষণে দাসীর ক্রন্দন ও রাধানাথকে তদবস্থ দেখিয়া ভবানী ভ্রাতার শোকে অধীর হইয়া গগণ বিদীর্ণ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

দুর্গাবতী এতক্ষণ চুপ্ করিয়া ছিলেন—কন্যা তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া—হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে? তোমার বিহনে এখনও আমার প্রাণ দেহছাড়া হইল না? এই বলিয়া বৃক্ষচ্যুত লতিকার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হওয়ায় চেতনা বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

প্রতিবেশী স্ত্রীলোকগণ দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে আকস্মিক ক্রন্দনের রোল শুনিয়া দুঃখিত হইয়া দৌড়িয়া আসিল এবং গৃহস্বামীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া সকলেই যারপর নাই দুঃখিত হইয়া হা—হুতাশ করিতে লাগিল। অনেক যত্নে পতিপ্রাণা দুর্গাবতীর মূর্চ্ছাপনোদন করা হইল। মূর্চ্ছান্তে তিনি কপালে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শোকবাক্য শ্রবণ করিলে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও শোকার্দ্র হয়। দুর্গাবতীর এখন একপ্রকার উন্মাদ অবস্থা, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় কত প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কখন দ্রুতপদে পার্শ্বস্থ কূপে ঝম্প প্রদান করিতে অগ্রসর হন, কখনও বা বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন। আর রমা—সে জননীর ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে “বাবা গো, তুমি কোথায় গেলে গো,

তোমা বিহনে মার আমার কি দুর্দ্দশা হলো গো" ইত্যাদি বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ চিরানন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় বাটী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শোক-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। পতিপ্রাণা দুর্গা-বতীর এই ভয়ানক অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক মর্ম্মদাহ উপস্থিত হয়।

আহা! প্রণয়ী-যুগল যেন একবৃন্তে দুইটী ফুল! কালের কঠিন তাড়নে একটী ঝড়িয়া পড়িলে আর একটির অবস্থা যে কিরূপ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়; তাহার সে সৌন্দর্য্যরাশি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর যেন তাহার দিকে তাকাইতে ইচ্ছা হয় না—প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে, মন যেন বিষাদ-বিষে জর্জ্জরিত হয়। পতি-বিয়োগে পত্নীর যে দশা হয়—তাহার কষ্ট, তাহার শোক, তাহার মর্ম্ম-যাতনা কি লেখনী দ্বারা লিখিয়া বর্ণনা করা যায়? তাহা প্রণয়ী ভিন্ন আর কাহার অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান! তুমি দয়ার নিদান, মানবের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ের সৃষ্টি করিয়াছ। পতী পত্নীকে একত্র করিয়া তুমি সেই প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাক। তবে কেন দেব! এমন সুখ সংযোগের পর, এমন আত্মায় আত্মায় মেশামিশির পর, আবার সেই ভয়ানক বিয়োগের সৃষ্টি করিলে? অসহ্য যম-যাতনায় কেন আবার দুর্গাবতীর হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিলে? ইহা দেখিয়া কি তোমার সুখ হয় দয়াময়, তোমার সৃষ্ট জীবগণের যন্ত্রণা দেখিয়া, বিষম বিচ্ছেদে তাহাদের অন্তঃস্থল দগ্ধ করিয়া কি তুমি সুখবোধ কর, ঠাকুর! না—না—ভাগ্য-বিধাতা! ইহাতে তোমার কিছুমাত্র সুখ হয় না—তবে ইহাতে তোমার দোষ কি? যাহার ভাগ্য যেরূপ গঠিত হইয়াছে—সে সেইরূপই ফলভোগ করিবে। কিন্তু মর্ত্ত জগতবাসী আমরা! এ দৃশ্য—এই মর্ম্মান্তিক শোকদৃশ্য দেখিলে, আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় একেবারে অধীর হইয়া পড়ে—

মনে হয়—এই ত জগতের পরিণাম, এই ত সুখ, এই ত সংসার—কালের কুটিল কটাক্ষে কি ছিল, কি হইল, সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। তবে এখানে কই সুখ, কোথা সুখ, কিসে সুখ! হায়! কালের ফুৎকারে এক মুহূর্ত্তে এই সাজান বাগান শুখাইয়া যাইবে। কেহই বাধা দিতে বা সমভাবে রাখিতে সক্ষম হইবে না।
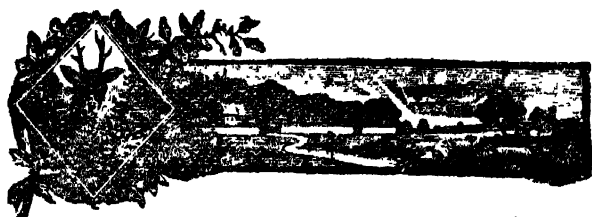
# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

## বিধবা অবস্থা।

স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু-বিধবার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়, তাহা দেখিলে বাস্তবিক হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ-ঘরের বিধবার অবস্থা বড়ই হৃদয়-বিদারক। এই সকল জাতির বিধবাগণকে এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্রগুণে শ্রেয়—তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একান্ত মনে মৃত পতির ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়। বিধবাগণ এই ব্রত ধারণ করিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিলে, মৃত্যুর পর মৃত পতির সহিত মিলিতা হইয়া স্বর্গে সুখ ভোগের অধিকারিণী হয়। যথার্থ পতিব্রতা স্ত্রী, এই ব্রত অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যখন তাহার সুখের একমাত্র কাম্যবস্তু, হৃদয়ের একমাত্র অভীষ্ট

স্ত্রীলোক কি রূপেই বা চেষ্টা করিবেন? ভবানী একাকিনীই বা কি চেষ্টা করিবেন? তথাপি তিনি রাধানাথের দ্বারা অনেক স্থানে সন্ধান লইতেছেন। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ যাহার সহিত সংঘটিত হইয়াছে, ঠিক সেই পাত্রটী না মিলিলে৽ত আর বিবাহ হইবে না, কাজেই "রমা" এখনও অনূঢ়া।

দিগম্বরবাবুর মৃত্যুর পর বহু কষ্টে তাঁহাদের সংসার চলিতেছে। মৃত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা ভগ্নী ভবানী ও রমা না থাকিলে বোধ হয় এ সংসার এতদিন অচল হইত। দিগম্বরবাবুর কলিকাতায় যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তুকারাম মিশ্র নামক জনৈক মারয়ারী তাহা নিলাম করিয়া লইয়াছে। সে বলে—"দিগম্বরবাবু তাহার নিকট হইতে চারি সহস্র টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন; তাহার একটী পয়সাও পরিশোধ করেন নাই।" সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন কিন্তু সে মৃত দিগম্বরবাবুর সাক্ষরিত হ্যাণ্ডনোট দেখাইয়া সমস্ত সম্পত্তি নিলামে ডাকিয়া লইয়াছে। দিগম্বরবাবুর মৃত্যু-সময়ে মনমোহন নিকটে ছিলেন। দিগম্বরবাবু তাঁহাকে এ বিষয়ের কোনও কথাই বলিয়া যান নাই, বরং বলিয়াছিলেন—আমি যা কিছু রাখিয়া গেলাম, ইহাতে আমার পরিজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও কষ্ট পাইবে না। মনমোহন! তুমি এই সকলের তত্ত্বাবধারণ করিও। এখন সেই সম্পত্তি পর-হস্তগত হইতেছে, নগদ টাকা নাই যে তাহার কোনও প্রতিকার হইবে। কিন্তু ঐ হ্যাণ্ডনোট যে জাল তাহা বুঝিতে মনমোহনের কিছু বাকী রহিল না; তিনি তারাচাঁদকে লইয়া উহার সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে বিনা অর্থে প্রতিকারের চেষ্টা বৃথা, তথাপি তিনি হতাশ না হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণপণ করিতে লাগিলেন।

অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু "রমার" বিবাহে ক্রমশঃই বিলম্ব হইতেছে, আর রাখা যায় না। রমার না হয় রূপ-গুণই আছে, অর্থ ত নাই। ধনের সংসারে শুধু রূপ-গুণ লইয়া আর কি হইবে। অর্থ থাকিলে, বরপক্ষে কিছু ধন দিতে পারিলে, কন্যা কুরূপা হইলেও অনায়াসে বিবাহ হইতে পারে। দুর্গাবতী যখন সে ধনে বঞ্চিত, তখন ধনের সংসারে কে তাহার ন্যায় নির্ধনীর কন্যার আদর করিবে। এইজন্য তাহার বিবাহ হইতে এত বিলম্ব. পরন্তু চেষ্টাও ভাল হইতেছে না, চেষ্টা করিবার লোকও ত নাই—যে আপনার মত প্রাণপণ করিয়া পাত্র স্থির করিবে।

রমার বিবাহের জন্য তাহার জননীর চিন্তা অপেক্ষা তাহার পিসিমাতার চিন্তা বেশী হইয়াছে। কেমন করিয়া রমার বিবাহ দিবেন, কেমন করিয়া বিবাহের অর্থ সংগ্রহ করিবেন, পাত্রই বা কোথায় পাওয়া যাইবে—এই চিন্তাই এখন তাঁহার মহাচিন্তা হইয়াছে। এক দিবস বহু চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন—আর অন্য পাত্রের সন্ধানে আবশ্যক নাই; মনমোহনকেই "রমা" সম্প্রদান করা যাউক, মনমোহনের তুল্য সুপাত্র আর পাওয়া যাইবে না। ছেলেটী অতি সৎ-প্রকৃতিসম্পন্ন এবং লেখাপড়াও যথেষ্ট শিখিয়াছে; "রমা" আমার মনমোহনের হস্তে পড়িলে আজীবন সুখে কাল কাটাইতে পারিবে। মেয়েটীও যেমনি, ছেলেটীও সেইরূপ, ইহাদের একত্র মিলন হইলে নিশ্চয়ই রাজযোটক হইবে, আর বিষ্ণুরামও দাদার পাল্‌টী ঘর, সকল বিষয়েই আমাদের মুখোজ্জ্বল হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মনে করিলেন আজ ত মনমোহনের পিতার এখানে আসিবার কথা আছে, তিনি আসিলে এই কথার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার মত জানিব। হে দুশ্চিন্তাহারী মধুসূদন! বিষ্ণুরাম

যেন এ বিষয়ে অমত না করেন, তাঁহার মতি যেন ইহাতেই সংলগ্ন হয়। অভীষ্টদেব! এইটী করো ঠাকুর! এই বলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করতঃ তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাঠক! এই সময় আপনারা মনমোহন প্রভৃতির কিছু সংবাদ গ্রহণ করুন। মনমোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎপরে এফ, এ পরীক্ষায়ও বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার পণ্ডিত মহাশয়ের চতুষ্পাটীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবভাষা সংস্কৃতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকিলে সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া বড়ই কঠিন বিবেচনা করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতা মহাশয় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, মনমোহন তাঁহাকে সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়া এক্ষণে তৎসমস্ত কর্ম্মের ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। চাকুরী অস্থায়ী তাহার কিছু মাত্র স্থিরতা নাই। প্রবোধকুমারের পিতা ভাল চাকুরী করিতেন, মোটা বেতন পাই-তেন,জমীদারীর আয়ও যথেষ্ট ছিল, তাই তাঁহার জীবদ্দশায় প্রবোধ কুমারের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু জগতে কিছুই ত চির-স্থায়ী নহে, লোকের পিতামাতাও ত আর চিরকাল জীবিত থাকে না। প্রবোধকুমারের পিতার মৃত্যু হওয়ায় সংসারের যাবতীয় ভার তাঁহারই স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। তিনিও বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; তাহার পর সংসারপ্রবেশ, যৌবনে বিবাহ করিয়া আজ কয়েক মাস হইল একটী নবকুমার লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাই বেশী হইয়াছে। এক্ষণে তিনি পুলিশ

লাইনে ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার আয়ও যথেষ্ট হইয়াছে। মাসিক দেড় শত টাকা বেতন তাহার পর পাথেয় ও অন্যান্য খরচ স্বতন্ত্র পাইয়া থাকেন। তাঁহার কার্য্য অনুসারে তাঁহার স্বভাবও বাল্যভাব হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মনমোহন যেরূপ হিন্দু রীতিনীতি বজায় রাখিয়া চলিয়া থাকেন, প্রবোধ কুমার সেরূপ নহেন। তবে মনমোহনের সহিত তাঁহার অন্তরের ভালবাসা ঠিক সমভাবেই আছে; তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

তাহাদের সমপাঠী হরিহরের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়—তাহার জননী এখন তাহার মাতুলের নিকট অবস্থান করিতেছেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে তাহার মাতুল সতীশচন্দ্রের মস্তিষ্ক বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে, তিনি এখন আর কোনও চাকুরী করেন না—বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল—সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া ভ্রাতা ও ভগ্নীতে কাশীবাস করিবার মনস্থ করিয়াছেন। কেবল সুগন্ধার বাস্তু জমীটুকু রাখিয়াছেন। যদি হরিহর মানুষ হয়, তাহা হইলে উহা তাহাকে দিবেন, কিন্তু হরিহর মানুষ না হইয়া যে ক্রমশঃ পশু ভাবাপন্ন হইতেছে—তাহা তাঁহারা আদৌ জানেন না।

* * * * * *

হরিহর এখন সুগন্ধার বাটীতে একাকীই অবস্থান করিতেছে, লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে; নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। গ্রামবাসীগণের অনিষ্ট চিন্তায় সে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তবে সতীশবাবুর ভাগিনেয় বলিয়া এখনও লোকে তাহাকে কোনও কথা বলে না, কিন্তু এরূপে আর কত দিন চলিবে? কতদিন এরূপ করিয়া কাটিবে? ক্রমশঃ গ্রামশুদ্ধ লোক হরিহরের

প্রতি বিরূপ হইল। কাজেই সে আর গ্রামে স্থান পাইল না। স্থানান্তরিত হইয়া লোকের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিতে লাগিল।

বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত; অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও বিষ্ণুরাম আহারাদির পর দিগম্বরবাবুর সংসারের তত্ত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। তখন দুর্গাবতী, ভবানী ও রমার আহারাদি হইয়া গিয়াছে। রাধানাথ এখন বাটীতেই থাকে—সে আহারাদির পর দিগম্বরের যে সামান্য ধান্যক্ষেত্র ছিল, তাহারই তত্ত্ব লইতে গমন করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে সকলেরই অল্প বিস্তর কিছু কিছু চাষ ছিল, তজ্জন্য এখনকার মত কাহাকেও অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হইত না।

বিষ্ণুরাম বাটীর ভিতর আসিলে ভবানী তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ ভবানীর প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া নানাবিধ সংসারের কথা কহিতে লাগিলেন, ভবানীও তাঁহার নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য, বিষ্ণুরামের মন নরম করিবার জন্য সমস্ত কথার উত্তর দিতে লাগিলেন। পরে সময় পাইয়া বলিলেন—দেখুন, আজ আপনাকে একটী কথা বলিব বলিয়া মনে করিতেছি; আপনি সে বিষয়ে মনোযোগ না করিলে আমাদের গত্যন্তর নাই।

বিষ্ণুরাম বলিলেন—এমন কি কথা ভবানি! আমার দ্বারা তোমাদের যে কোনও উপকার হইবে, তাহা প্রাণ দিয়া সম্পন্ন করিব, সে জন্য কুণ্ঠিত কেন?

ভবানী। দেখুন, রমা ত বড় হইয়াছে, আর ত অবিবাহিতা রাখা যায় না, এখন যদি আপনি মনমোহনের সহিত দয়া করিয়া উহার বিবাহ দেন, তবেই রক্ষা, নতুবা আর উপায় নাই।"

বিষ্ণুরাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন—"তাতে আর ক্ষতি

কি, তুমি গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিও, আমিও ছেলের গর্ভধারিণীর মত লইয়া, কল্য তোমাকে এ কথার সঠিক উত্তর দিব।"

ভবানী বৃদ্ধের কথায় একটু আশ্বস্ত হইয়া গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বিষ্ণুরামও সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরাধীন কার্য্য; ইহা যে কোথায় স্থির হইবে তাহা কে বলিতে পারে। রমা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে, আর রাখা যায় না--লোকে হয়ত কত কথা বলিতেছে। এতদিন পরে দুর্গাবতীর প্রাণে এই ভাবনার উদয় হইয়াছে। ভবানীর সহিত বিষ্ণুরামের যে কথা হইয়াছিল—তাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। আগামী কল্য বিষ্ণুরাম বিবাহ সম্বন্ধে পাকা সংবাদ প্রদান করিবেন। মনমোহনের ন্যায় জামাতা আর পাওয়া যাইবে না। অর্থ না থাকিলেও এ বিবাহে কোনও গোলমালের সম্ভাবনা নাই, ভগবান! বিষ্ণুরামের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দাও ঠাকুর। সন্ধ্যার সময় দেবতা সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিয়া দুর্গাবতী তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### পিতা-পুত্রে

প্রাতঃকাল—সুন্দরীর সীমন্তে সিন্দুরের ন্যায় পূর্ব্বদিক রক্তিমরাগে রঞ্জিত। শীতল প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। জগৎ এখন সুপ্ত,; ক্বচিৎ কোন তরুর উপরে পক্ষীর কুজনশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রকৃতিদেবীর এই অভিনব বিনোদভাব দর্শন করিয়া বৃক্ষ সকল শিশির পতনচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ফুটন্ত কুসুমসকল হাস্য মুখে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইতেছে; জীবের জীবন-প্রভাতের ন্যায় প্রাতঃকালে প্রকৃতি-সতীর এই বাল্য-জীবনও অতীব রমণীয় এবং প্রীতিপ্রদ; এ সময় ভাবুক বনদেবীর অপার সুষমা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের প্রেমরসে আপ্লুত হয়। সংসারচক্রে নিষ্পেষিত নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির তাপদগ্ধ হৃদয়ও এ সময় সুশীতল হইয়া সুখানন্দ অনুভব করে।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সকল সময়েই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্ম ছাড়া, হিন্দু কোন কর্ম্মই করিতে পারে না,—তাই তাহাদের ধর্ম্মের সহিত এত মাখামাখি ভাব। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অবধি পুনরায় যতক্ষণ না নিদ্রাভিভূত হয়,—ততক্ষণ তাহাদের প্রত্যেক কাজেই ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়, তাহারা ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া তবে ভূমিতে পদস্পর্শ করে। মনমোহন প্রত্যহই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন; অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদঃ তস্য নশ্যন্তি তমো সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

ইত্যাদি নানাবিধ দেবদেবীর পূতনাম রসনায় উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পাঠাভ্যাসে রত হইলেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা এ দেশবাসীর স্বভাবের অনুরূপ;—তাই তখনকার শিক্ষায় এদেশীয় বালক-বালিকাদের স্বভাব চরিত্র অতি কমনীয় হইত। এখনকার শিক্ষায় কিন্তু সেরূপ কমনীয় ভাবটুকু আর নাই। বালক বালিকাদের চরিত্রও যেন আর সেরূপ পবিত্র ভাবে গঠিত হয় না। এখন ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় স্কুল কলেজের অভাব নাই, শিক্ষার্থীরও অভাব নাই। বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু আপন ব্যবসা ভুলিয়া, পিতৃ পিতামহের ক্রিয়া-কলাপে জলাঞ্জলি দিয়া বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন; তাহাদের ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার সমস্ত অনুকরণ করিতে লাগিলেন; হিন্দুভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে

যাদৃচ্ছিক ভাবে আপনাকে পরিচালিত করিলেন: কুশিক্ষার দোষে যাহা কিছু সমাজ ও স্বধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য তৎসমস্তই আসিয়া জুটিল। এখন পরম পূজনীয় পিতৃদেব নিকটে আসিলে বা তাঁহাকে প্রণাম করিবার আবশ্যক হইলে, আর সহজে প্রণাম করিতে পারেন না; যে পরমারাধ্যা জননীর কৃপায় এ জগতে তাঁহার অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, সে জননীকে এখন দৃক্‌পাতও করেন না। এই ত শিক্ষা! আর এই ত তাহার পরিণাম। এই শিক্ষা সকলের হেতুভূত হইয়াই ত হিন্দুর সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকৃতি হইতেছে; আর এই জন্যই ত আমাদের সমাজে এত বিভ্রাট সংঘটিত হইতেছে।

* * *

মনোমোহন এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই, তজ্জন্য স্বভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি প্রতিদিন প্রাতে পিতামাতার চরণ বন্দনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, ইহা তাঁহার নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মনোমহন নিত্য-ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া একান্ত মনে অধ্যয়ন কার্য্যে রত হইয়াছেন। এমন সময় বিষ্ণুরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাকে আসিতে দেখিয়া, মনমোহন পাঠ বন্ধ করিলেন এবং তিনি কি আদেশ করেন, তাহাই শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

মৃত দিগম্বর বাবুর ভগ্নী,—ভবানীর কথামত কল্য রজনীযোগে মনমোহনের বিবাহ সংক্রান্ত কথা বিধবাকে বলিয়াছিলেন। বিজয়া স্বামীর কথা শুনিয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। অচিরে পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিবেন, ইহা অপেক্ষা বিজয়ার অধিক আনন্দ আর কি হইতে পারে? রমার ন্যায় সুশীলা কন্যা যে তাঁহাদের পুত্রবধূ হইবে, ইহা ভাবিয়া পতি-

পত্নী উভয়েই সুখী হইয়াছেন; এক্ষণে কেবল মাত্র পুত্রের মত সাপেক্ষ।

মনমোহন যে তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিবেন না, তাহা তাঁহারা জানিতেন; তথাপি কথায় কথায় একবার তাহার মত গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করিয়া বিষ্ণুরাম প্রাতঃকালে পুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মনমোহন! তোমার গর্ভধারিণীর শরীর ভগ্ন হইয়া আসিতেছে, সে আজ কয়েকদিন ধরিয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; ভবানী ও দুর্গাবতী রমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার জন্য আমাকে বড়ই অনুরোধ করিতেছে; এক্ষণে আমরা অমত করিলে তাহাদের মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না। এই জন্য কল্য আমি তাহাদিগকে এক প্রকার মতই দিয়াছি।"

পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনমোহনের বদন লজ্জায় আনত হইল; কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। বিষ্ণুরামও "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" মনে করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পিতা চলিয়া যাইলে, তিনি পুনরায় নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব্বে কন্যা বিক্রয় প্রথা সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তে পুত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। একটী পুত্র হইলে এবং তাহার উপর সে যদি আবার কিছু লেখা পড়া শিখিল এবং সচ্চরিত্র হইল, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। ক্রেতা আসিতেছে; আর পুত্রের পিতা ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন। পুত্র বিক্রয় আমাদের সমাজে এখন ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এই জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে কন্যার বিবাহে সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

মনমোহনের পিতা জানিতেন, কুটুম্বের ধনে কেহ কখন বড়

মানুষ হয় না। স্ত্রী-ভাগ্যে ধন, যদি পাত্রীটী সুলক্ষণা হয়, তাহা হইলে ধন ত আপনা হইতেই হইবে; কুটুম্ব পীড়ন করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবার আবশ্যক কি? যদিও তাঁহার পুত্র মনমোহন আদর্শ চরিত্র, গুণবান ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তথাপি তিনি অর্থের জন্য রমার জননীকে কোনরূপ পীড়ন করিলেন না; বিশেষতঃ রমার পিতার সহিত বন্ধুতার জন্য এবং সম্প্রতি তাহাদের সময় অতি মন্দ বলিয়া তাহারা যাহা বলিলেন, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং বিবাহের কথাবার্ত্তা সহজেই স্থির হইয়া গেল। অতঃপর মনমোহন ও রমার সুখের মিলনের এবং বিবাহের কিরূপ আয়োজন হইতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### শুভ বিবাহ।

রমার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাবতী ও ভবানীর সকল দুর্ভাবনার অন্ত হইয়াছে; তাঁহারা মনমোহনের ন্যায় যাবতীয় সদ্‌গুণের আধারভূত পাত্রে রমা-সম্প্রদান করিবে বলিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন। হায়! এই আনন্দের দিনে প্রাণের একমাত্র কন্যা রমার এই বিবাহ সময় যদি দিগম্বরবাবু জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ আরও কত গুণে বর্দ্ধিত হইত—এই বিবাহে যে কত সমারোহ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আজ দিগম্বরবাবু বিহনে, তাঁহার প্রাণের কন্যা রমার বিবাহ নিতান্ত দরিদ্র-কন্যার ন্যায় সম্পাদিত হইতেছে দেখিয়া শুধু ব্রাহ্মণী ও তাঁহার ভগ্নীর বলিয়া নয়, গ্রামস্থ সকলেই রমার এই দীনভাবে বিবাহের জন্য দুঃখিত হইল।

আজ রমার বিবাহ ; প্রাতঃকাল হইতেই বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানুসারে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল ; কিন্তু এ বিবাহে বিশেষ কিছু দেখিবার বা শুনিবার নাই, ইহা অতি সামান্যভাবে সম্পন্ন হইতেছে ; এজন্য আমাদেরও ইহার কিছু বর্ণনা করিবার নাই। তবে, যতই কৃপণতা সহকারে হিন্দুর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হউক না কেন, হিন্দুর বিবাহের তুল্য আমোদ—এমন সুনিয়ম প্রণালী আর কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। একটী অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকা, তাহার পিতামাতার সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুতা হইয়া সম্পূর্ণরূপে অপরের হইবে। ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী যেমন সাগরে মিলিতা হইয়া উভয়ে একভাব ধারণ করে, বালিকারূপিণী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীও তেমনি স্বামী-সাগরে মিলিতা হইয়া এক হইয়া যায়, তাহাদের উভয়ের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না যেন দুইটীতে একই পদার্থ। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দুর বিবাহের তুল্য পবিত্র-ভাব আর কোন জাতির বিবাহে নাই। এরূপ পবিত্র প্রণয়বন্ধন আর কোন জাতির মধ্যে সম্ভবে না। আমাদের সকলই গিয়াছে, সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে, আমরা নিজের দোষে বঞ্চিত হইয়াছি বটে, তথাপি এখনও যাহা আছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে সকল জাতির অনুকরণীয়, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল ; বসন্তকালের মধুর সান্ধ্য-সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগতে ভাল লোকেই ভালই হয়—তাহার শত্রু কোথাও নাই। রমার ন্যায় সুশীলা বালিকার বিবাহে এবং মনমোহনের ন্যায় আদর্শ চরিত্র, সাধুপ্রকৃতি যুবকের বিবাহে কাহার না আনন্দ হইবে? কে না এই শুভকার্য্যে যোগদান করিবে।

মৃত দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী ও বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটী উভয়ের মধ্যে তাদৃশ দূরত্ব নাই; কেবল একটী সামান্য পল্লীমাত্র ব্যবধান। আজ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুরাম চট্টোপোধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেও লোকজনের অভাব নাই; মনমোহনের স্বভাব-গুণে সকলেই তাঁহার শুভবিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণা হইয়া বিবাহের শুভলগ্ন সমুপস্থিত হইল; প্রাতঃকাল হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আত্মীয় কুটুম্বের সমাবেশ হইয়াছে; বিবাহ-আসরও যথাসাধ্য সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে; নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত সভাস্থলে, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ বসিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণ অনেক দিবস হইতে জনশূন্য কান্তারের ন্যায় পতিত ছিল, আজ যেন তাহা নক্ষত্র পরিশোভিত নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শোভনীয় হইল।

সন্ধ্যার পর বর আসিয়া সভায় সমাসীন হইল। দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুরাতন কর্ম্মচারী রাধানাথ, আজ বড়ই ব্যস্ত; বিষ্ণুরাম, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তদংশে ন্যূন নহেন; উভয় পক্ষের সুবন্দোবস্তের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে—কাজেই তিনি মহাব্যস্ত।

ক্রমে শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় আসর হইতে বর তুলিয়া লইয়া গেলেন। নারীমুখে মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। দুর্গাবতী নিজে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু বিষাদিনী কি এ সুখের দিনে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারেন? মৃত পতির পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়-

কন্দরে সমুদিত হইয়া, তাঁহাকে নেত্রনীরে ভাসাইতেছে। তিনি মনে করিতেছেন, হা নাথ! তুমি জীবিত থাকিলে, আজ আমাদের কি সুখের দিন হইত। এরূপে তিনি নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অপর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে কত কথা বলিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রাণের দুহিতার ও জামাতার অকল্যাণ হইবে শুনিয়া তিনি ধৈর্য্য-ধারণ করিলেন এবং কঠিনতা আশ্রয় করিয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

* * * * * *

স্ত্রী-আচার শেষ হইয়া গেল। পাত্র ও পাত্রীর শুভদৃষ্টি করান হইল (তাহাদের মধ্যে এরূপ শুভদৃষ্ট অনেকবার হইয়া গিয়াছে) সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই এই শুভ মিলনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; সকলেই বলিতে লাগিলেন,—"এরূপ শুভ-সংঘটন আর কোথায়ও হয় নাই; যেন সাক্ষাৎ রমা, রমাকান্তের সহিত মিলিতা হইয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহের তুল্য আমোদ আর নাই; পিতৃহীনা দুঃখিনী রমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আজ আনন্দে পরিপূর্ণ; তিনি বিবাহের উপযুক্ত বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া শিশির নিধৌত কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন; হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বর ও কন্যা নানাবিধ প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে উভয়ের পাণিপীড়ন করিলেন। নির্ম্মল সলিলা ক্ষুদ্র নদী আজ প্রসান্তসাগরে মিলিত হইল। এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া সকলেই স্বর্গীয় মিলন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। সুবর্ণলতিকা যেন রসালে বিজড়িত হইল; আজ হইতে আমাদের পবিত্র হৃদয় মনমোহন, সাধ্বী সতী রমার সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে

লাগিলেন। এখন হইতেই তাঁহাদের মানবজীবনের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইল।

শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে বর ও কন্যাকে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে রজনী যাপন করিতে হইবে বলিয়া, উদ্যানস্থিত শ্যামসুন্দরের মন্দিরে নব-দম্পতীকে লইয়া যাওয়া হইল।

সকল শুভ-কার্য্যের পর হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না—এইজন্য সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জন্য আহারের ব্যবস্থা হইল; পরে অন্যান্য জাতির ভোজন-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। কোলাহল পরিপূর্ণ বিবাহ-বাটী এক্ষণে নীরবভাব ধারণ করিল।

* * * * *

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত, এখন আর কাহারও সাড়াশব্দ নাই। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যান-বাটীতে নবীন প্রণয়ী-যুগল নিদ্রায় অচেতন। রাধানাগ, পল্লীস্থ একজন চাকর ও গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তথায় ছিল। তাহারাও, রাত্রি অধিক হওয়ায় নিদ্রাভিভূত। গৃহের বাতায়ন, দরজা প্রভৃতি সমস্তই উন্মুক্ত; এমন সময় কদাকার মলিন বসন পরিহিত দস্যুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া, ধীরে ধীরে, যে গৃহে মনমোহন ও রমা সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, রমার হস্ত হইতে তাহার জননী-প্রদত্ত বহুমূল্য বলয় ও পদাভরণ খুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এই সকল অলঙ্কার রমার জননীর, সুতরাং অনেক বড়, রমার অঙ্গের উপযুক্ত নয়, কাজেই দুর্বৃত্ত তাহা গাত্র হইতে উন্মোচন করিবার

সময় নিদ্রাভিভূতা বালিকা কিছুই জানিতে পারিল না, চোর অনায়াসে তাহা অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলেই রমার গাত্র হইতে গহনা অদৃশ্যের কথা জানিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। কে চুরি করিয়াছে, কেহ দেখে নাই--পুলিসে জানান হইল; পুলিস চোরের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠক! অবগত আছেন যে, আমাদের মনমোহনের বাল্যবন্ধু প্রবোধকুমার এক্ষণে ডিটেক্‌টিভের কার্য্য করিতেছেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন - তাঁহার এ কার্য্যে বেশ সুযশ হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও এই আশ্চর্য্য চুরির বিষয় অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন, মনে করিলেন,—এ নিশ্চয়ই কোনও সন্ধানী চোর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সুখে-দুঃখে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দুর্গাবতী ও ভবানীর যাবতীয় দুর্ভাবনার শেষ হইল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

---

### ত্যাগ স্বীকার।

ধার্ম্মিক লোক অপকর্ম্ম করিয়া সুখের পথ মুক্ত করিতে তিল মাত্র ইচ্ছা করে না। জাল জুয়াচুরির দ্বারা জীবনের সুখ বৃদ্ধি করিতে তাহারা আদৌ চেষ্টা করে না বলিয়াই, এ জগতে তাহাদের উন্নতি সুদূরপরাহত। এ জগতে উন্নতি করিতে হইলে, সুখের পথ মুক্ত করিতে হইলে, অর্থবলে বলীয়ান হইতে হইলে—কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চলিলে—ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কার্য্য করিলে—এ জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না। বিষ্ণুরাম চিরকালই অর্থের জন্য লালায়িত; সময়ে সময়ে অর্থের জন্য সংসার অচল হয়—তথাপি তিনি কখন ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিতেন না। ইহার জন্য তাঁহাকে যত কষ্ট সহ্য করিতে

হউক না কেন, তিনি সপরিবারে অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিতে পারেন। পুত্রটীও ঠিক তাঁহারই অনুরূপ; অধর্ম্মে তাহার বড় ভয়। আর বিজয়ার ত কথাই নাই। তিনি স্বামী-অনুগামিনী পতিব্রতা সতী। নতুবা তিনি ধনবানের দুহিতা হইয়াও এত কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামী সহবাসে স্বর্গ-সুখানুভব করিবেন কেন? তাঁহার পিতামাতা নাই—ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া বর্ত্তমান—তাঁহারা সেই বিপুল বিভবের অধিকারী। তাঁহারা নিঃসন্তান, কতবার কনিষ্ঠা ভগ্নী বিজয়া ও ভগিপতিকে এবং ভাগিনেয়কে নিজের আলয়ে রাখিয়া সুখী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু বিষ্ণুরাম কিছুতেই তথায় বাস করিতে সম্মত হন নাই।

মনমোহনের বিবাহের পর সুখ দুঃখ মাথায় করিয়া দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। বিষ্ণুরামের সংসার সেই এক রকমেই চলিতেছে; তাহার কোন ইতর বিশেষ হয় নাই। এই দুই বৎসরের মধ্যে জগতের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; কত পুরাতন লোক লোচনের বহির্ভূত হইয়াছে, কত নূতন আবার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া দর্শনানন্দ প্রদান করিতেছে—ইহার ইয়ত্তা কে করিবে। মনমোহন এখনও সেই পণ্ডিত মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেই অবস্থান করিতেছেন। এখন তিনি আর ছাত্র নহেন; তিনি পণ্ডিত মহাশয় অপেক্ষাও পণ্ডিত হইয়াছেন—তাহার উপর তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত; তাঁহার পণ্ডিত মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর হইতে তিনি এখন তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিচালনা করিতেছেন; তাঁহার নিমন্ত্রণ পত্রাদির বিদায় আদায়ের ভার এখন মনমোহন নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। মনমোহনের এত দরিদ্রতা সত্ত্বে তিনি ইহার এক কপর্দ্দক নিজে গ্রহণ করেন না, মাতৃসমা গুরুপত্নী ও তাঁহার সন্তানাদি এবং ছাত্রগণের জন্য

ব্যয় করিয়া থাকেন। ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রপাঠী পণ্ডিত না হইলে কি এরূপ নিঃস্বার্থ ভাব কেহ কখন হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে?

মনমোহনের ধর্ম্মের সংসার সুখেই হউক বা দুঃখেই হউক এক প্রকার চলিয়া যায়। বিষ্ণুরাম নিজের গৃহের ভার এবং বৈবাহিক বাটীর তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন, আর পরম বিশ্বাসী রাধানাথ ত আছেই; তাহার আর কেহই নাই—দিগম্বর বাবুর বাটীই তাহার গৃহ; দিগম্বর বাবুর পরিবারবর্গের উন্নতি বিধানই তাহার নিজস্ব কর্ম্ম; সে আপনার কার্য্য বলিয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাতে সে অনুমাত্র ত্রুটি করে না। মনমোহন পিতার অমতে কোন কাজ করেন না, পিতা মাতা যাহা করেন বা যাহা বলেন, তাহা দেববাণীর মত বিশ্বাস করেন—ইংরাজী শিক্ষায় তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই বা যাহা হইয়াছিল, আর্য্য-শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সে বক্রভাব তিরোহিত হইয়াছে। বিষ্ণুরাম ও বিজয়া দাসত্বের প্র ি বড়ই ঘৃণা করিতেন, এইজন্য এত কষ্টে দিনপাত করিয়াও প ্রকে কখন পরের দাসত্বের জন্য অনুরোধ করিতেন না। তাঁহা জানিতেন ধর্ম্মপথে থাকিলে অর্দ্ধেক রাত্রেও অন্ন মিলিবে, বিধাতার রাজত্বে ধার্ম্মিকের কখন অন্নাভাব হয় না—এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই ধার্ম্মিক চট্টোপাধ্যায় বংশ এতাবৎকাল ঠিক সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কখন কোনও প্রকার বিপদে পড়িয়া আত্ম-নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই।

রমা বিবাহের পর একবার শ্বশুর বাটী আসিয়াছিলেন। বিজয়া পুত্রের অনুরূপা বধূমাতাটীকে পাইয়া স্বর্গসুখানুভব করিয়াছিলেন। রমা শাশুড়ীকে যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, আজকাল বোধ হয় জননীকেও কেহ সেরূপ করে কি না সন্দেহ। পিতামাতা এবং পিসি-

মাতার সৎ-শিক্ষায় সেই বর্ণজ্ঞান-হীনা বালিকা এত অল্প বয়সে যেরূপ ধর্ম্মানুরাগিণী হইয়াছিলেন—আজকালকার সুশিক্ষিতা বিদুষীগণও বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ ধর্ম্মবল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। পূর্ব্বে আমাদের অন্তঃপুরে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণের নিকট পুত্রকন্যাগণের যেরূপ শিক্ষালাভ হইত—অধুনা বিদ্যালয়ে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া সে শিক্ষা বা সে জ্ঞানলাভ হয় না।

মনমোহন বয়স্থ হইলেও এখন পিতামাতার অধীন বালক মাত্র; আহারাদি করিতেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন—আর পিতামাতা যাহা আদেশ করিতেন—তাহাই করিয়া অব্যাহিত লাভ করিতেন—তিনি সংসারের কোনও ধার ধারিতেন না—তবে আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে ক্ষেত্র-কার্য্যে পিতার সহায়তা করিতেন। বিবাহ হইলে অধুনা পুত্রগণ যেরূপ স্বাধীনতা লাভ করে, যেরূপ পত্নীরত হইয়া তাহাকে বিলাসিনী করিয়া ফেলে—আতর, লেভেণ্ডার, গোলাপনির্য্যাসে তাহাকে যেরূপ ভরপুর করিয়া ফেলে, বিবিয়ানায় তাহাকে যেমন অভ্যস্থ করে নাটক নভেলের প্রণয় সম্ভাষণে বা প্রেমপত্রের আদর্শে তাহাকে যেমন প্রেমময়ী করিতে চেষ্টা করে—আমাদের মনমোহনের সেরূপ ভাব ছিল না; তবে তিনি যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন—তাহা নহে। স্ত্রীই হউক আর পুরুষই হউক, শিক্ষালাভ করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা উপলব্ধি করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য—তাহা তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন; লেখাপড়া শিখিয়া যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রে, হিন্দুর ধর্ম্মে মতি হয়—তিনি তাহার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন; বর্ণজ্ঞানহীনা "রমাকে" সেইজন্য তিনি বর্ণমালা শিখিতে দুই একবার অনুরোধ করিয়াছিলেন—কিন্তু এতদিন কিছুতেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে

পারেন নাই। পাছে জননী জানিতে পারিয়া কিছু মনে করেন—এইজন্য তিনি তাহার প্রতিবাদও করেন নাই।

রমা পুনরায় আজ দুইমাস হইল শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। বিজয়ার কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছে। এখন শাশুড়ী বৌয়ে সংসারখানি বেশ সুখময়, বেশ শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছেন। সংসার ধর্ম্মের আগার—ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া ইহার কার্য্য সমভাবে চালাইতে পারিলে, এখানে কোনপ্রকার অসুখের কারণ নাই। আজ যে আমরা এখানে নিত্য নব নব অসুখে অসুখী হইতেছি—ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিয়াই যে এইরূপ ভুগিতে হইতেছে—ইহা কে না স্বীকার করিবে? চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারে চিরকালই ধর্ম্মের রাজত্ব বিস্তার—তবে সে সংসারের উন্নতি হইবে না কেন? বিষ্ণুরাম বৃদ্ধবয়সে বেশ মনের সুখে কাল কাটাইতেছেন। যাঁহার মনে সদা সন্তোষ বিদ্যমান—সামান্য অর্থে যিনি পরিতুষ্ট, সংসার সুখে চলিলেই যাঁহার সুখ, ধর্ম্ম যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি সংসারের চিরবন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও চিরমুক্ত।

একদিন প্রাতঃকালে সকলেই সংসার কার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময় রাধানাথ আসিয়া সংবাদ দিল—"কর্ত্তামহাশয়! কল্য রজনী হইতে মাতাঠাকুরাণীর ভেদবমি হইয়াছে; শরীর হিমাঙ্গ হইয়াছে। দিদিমণিকে লইয়া আপনাদের সকলকেই সেখানে যাইতে হইবে। তিনি সকলকেই দেখিতে চাহিয়াছেন।" বিষ্ণুরাম এই বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া মনমোহনকে সকলকে লইয়া আসিতে অনুমতি দিয়া, নিজে রাধানাথের সহিত পদব্রজে গমন করিলেন। বিষ্ণুরাম একেবারে বাগান বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন—দুর্গাবতী বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন—ভবানী তাঁহার সেবায়

নিযুক্তা। তখন দুর্গাবতীর চৈতন্য বিলুপ্ত হয় নাই। বিষ্ণুরাম শয্যা-পার্শ্বে গমন করিবামাত্রই তাঁহাকে দেখিয়া মস্তকে আবরণ প্রদান করিলেন। বিষ্ণুরাম হস্ত পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন—"বেহান! কেমন আছ?"

দুর্গাবতী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন—"বেহাই! আমার মনমোহন ও রমা কি এসেছে।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন—"তাহারা এখনই আসিবে, ভয় কি? আমি তোমার বেহানকে লইয়া বধূমাতার সহিত মনমোহনকে আসিতে বলিয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি ভবানীকে রোগের আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিলেন। ভবানী সমস্ত বলিলেন। বিষ্ণুরাম রোগীর অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কবিরাজ ডাকিতে প্রস্থান করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে কবিরাজ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন এবং তথা হইতে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"চাটুর্য্যে মশায়! অবস্থা ভাল নহে, বোধ হয় ফিরবে না, তবে এই ঔষধ প্রদান করুন। কোনও প্রকার উপশম দেখিলে পুনরায় আমাকে সংবাদ দিবেন।" এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে মনমোহন মাতার সহিত সস্ত্রীক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া জননীর বুকের উপর পড়িল। দুর্গাবতী তখন সজ্ঞান, তিনি দুহিতার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন—"ভয় কি, কান্না কি মা! এখন ত আর তোমার একটী মা নয়; ঐ যে তোমার বড় মা! আমার ত সুখে মরিবার সময় হইয়াছে মা! মনমোহন আমার রাজা হউক, তুমি রাজরাণী হইয়া সুখে সংসার কর। ছিঃ মা কেঁদো না।" পরে বিজয়া আসিয়া ছল ছল নয়নে দুর্গাবতীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন—

"বেহান! হঠাৎ এরূপ হইল কেন? কল্য বৈকালে কর্ত্তার সহিত রাধানাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে ত তখন কোনও সংবাদ দেয় নাই।"

দুর্গাবতী বলিলেন --"বেহান! রাত্রি হইতেই হঠাৎ এরূপ হইয়াছে। তা বেহান! আমার ঠিক সময় হইয়াছে; এখন আমার মরিতে তিল-মাত্র কষ্ট নাই। এখন "রমা" তোমার হইয়াছে; মনমোহন আমার দীর্ঘজীবি হউক। আমার আর মরণে ভয় কি?" এবার মনমোহন আসিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দুর্গাবতী বেশ সজ্ঞানে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুর্গাবতীর গুণে প্রতিবাসী সকলেই মুগ্ধ, তাঁহার এই অকস্মাৎ পীড়ার কথা শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিয়াছেন। আজ দিগম্বরের বাগান বাটী এক ভয়ানক শোক-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

ক্রমশঃ দিবাভাগ অতীত হইল। কৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া কাল নিশিথিনী ধরাধামে অবতীর্ণা হইলেন। রাত্রেই রোগের বৃদ্ধি, দুর্গাবতীর শারীরিক অবস্থা মন্দ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। পুনরায় কবিরাজ মহাশয় আসিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। এবার তিনি রোগীর বাঁচিবার আর কোনও আশাই দেখিতে পাইলেন না। বাহিরে আসিয়া হতাশভাবে বিষ্ণুরামকে বলিলেন—"চাটুর্য্যে মহাশয়! আর কেন কোনও আশা নাই; হয় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, নয় রজনী শেষে মৃত্যু সুনিশ্চয়" এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন। বিষ্ণুরাম ভবানীকে সমস্তই বলিলেন -- ভবানী কাঁদিয়া আকুল, কিন্তু কি করিবেন উপায় ত নাই। যমের হাত হইতে রক্ষা করা ত কাহার সাধ্য নয়। অধিক রাত্রে আর একবার ভেদ ও বমি হইল—ইহাই শেষ। নাড়ী-ছাড়িয়া গেল— রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কবিরাজ মহাশয়ের কথা মত

ঠিক দ্বিতীয় প্রহরের সময়েই দুর্গাবতী সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। হিন্দু বিধবার বৈধব্য যন্ত্রণা, তাঁহার কঠিন ব্রহ্মচর্য্যের এইখানেই যবনিকা পতন হইল। ভবানী, রমা, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবাদী সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল, সকলেই একবাক্যে সতীর প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"স্বামী স্ত্রীর এক রোগে মৃত্যু, যথার্থই সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বটে।" দুর্গাবতী স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সকল সুখ পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর সতী আবার পতি সহ অনন্তধামে মিলিত হইলেন—ইহা অপেক্ষা মহা-মহিমান্বিত হিন্দু-রমণীর আর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে? ইহার জন্যই ত তাঁহারা রমণীকুলের আদর্শ।

দুর্গাবতীর জীবন-সংগ্রামে একদিনের জন্য কোনও প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। দিগম্বর বাবু তাঁহারই গুণে, তাঁহারই সৌভাগ্য-বলে সামান্য অবস্থা হইতে কালে বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সকলেই বলিত—"স্ত্রী-ভাগ্যে ধন" দুর্গাবতীর ভাগ্যেই দিগম্বর আজ অতুল ধনের অধীশ্বর। কিন্তু তিনি জীবিতাবস্থায় কোনও প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বিষয় আজ হস্তান্তরিত; আর দুর্গাবতী ও তাঁহার কন্যার কষ্টের একশেষ, কিন্তু সতী দুর্গাবতী তাহার জন্য একদিনও অনুশোচন করেন নাই। সতী রমণী ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, পতির পদ ধ্যান করিতে করিতে কঠোর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

## গুপ্ত সন্ধান।

প্রকৃত বন্ধুত্ব ক্ষণভঙ্গুর নহে। প্রাণে প্রাণে যে বন্ধুত্ব বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা সহজে যায় না। এ জগতে প্রকৃত বন্ধু যাহার আছে— তাহার অভাব কিসের? মনমোহন ও প্রবোধকুমার উভয়ে ভিন্ন-পথগামী হইয়াছেন, যদিও নদী স্রোতের ন্যায় জীবন-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া তাঁহারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন—তথাপি তাঁহাদের উভয়েরই চেষ্টা ধর্ম্মরূপ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া মনুষ্যত্ব বজায় রাখা। এই জন্য উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব এখন সমভাবেই আছে—মনমোহন প্রবোধের চিন্তা অহরহ করিয়া থাকেন, প্রবোধ কুমার এখন কার্য্যগতিকে সপরিবারে কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছেন, তথাপি মনমোহনের চিন্তাও তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য নহে, তিনিও বন্ধুর উন্নতি চিন্তায় সদাই আনন্দিত কোন একটী সামান্য বিষয়,

বন্ধুকে না জানাইয়া সম্পাদন করেন না। প্রবোধের কনিষ্ঠ পুত্রের অন্নাসন উপলক্ষে মনমোহন কলিকাতায় আসিয়াছেন। বহু দিবস পরে বন্ধু-সন্মিলন যে কি সুখকর, কি সান্ত্বনাপ্রদ, তাহা বন্ধু না হইলে অন্যে বুঝিতে পারে না। প্রবোধকুমার এখন ডিটেক্‌টিভ আপিসে খুব মোটা বেতন পান—অর্থের সচ্ছলতা তাঁহার বেশ আছে; তাহার উপর তিনি জমিদার পুত্র, পৈতৃক যৎসামান্য কিছু সম্পত্তিও আছে. এ জগতে যাহা লইয়া সুখ—যাহার দ্বারা দশজনে মানে গণে, প্রবোধকুমারের তাহাই আছে, তবে তাঁহার অসুখ হইবে কেন। আরও ডিটেক্‌টিভ বিভাগে তাঁহার কার্য্যগুণে খ্যাতি লাভও যথেষ্ট হইয়াছে। বাটীর অন্নাসন ক্রিয়া সমাধা হইবার পরও প্রবোধ মনমোহনকে কিছুদিন তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহার কথা এড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে আগামী বড়দিনের ছুটী অবধি থাকিতে হইল, প্রবোধ বলিলেন—"ভাই! তুমি এই কয়টা দিন অপেক্ষা কর, আমিও তোমার সহিত একবার জন্মভূমি দেখিতে যাইব।"

ডিটেক্‌টিভ বিভাগের কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ হইলেও তাহাদিগকে ইচ্ছা মত কার্য্য করিতে হয়, তাহারা যখন তখন যথা ইচ্ছা তথায় যাইতে পারে—যাহা ইচ্ছা সেইরূপ কার্য্যই করিতে পারে, যেরূপ পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাহারা বাটীর বাহির হইতে পারে—তাহাতে তাহাদের কাহার কোনও প্রকার বাধা দিবার ক্ষমতা নাই। প্রবোধের হস্তে যদিও কয়েকটী গুরুতর তদন্তের ভার আছে, তথাপি তিনি এই কয়দিন আদৌ বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। দত্তপুকুরের নরেশবাবুর ভগ্নীর হত্যাকাণ্ডের বিষয় পাঠক জ্ঞাত আছেন। এতাবৎকাল সেই হত্যাকাণ্ডে অনেক ডিটেক্‌টিভ নিযুক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু কেহই সেই খুনের কোনও প্রকার আস্কারা করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য সেই ভার এতদিন পরে পুনরায় প্রবোধকুমারের হস্তে পতিত হইয়াছে। তিনিও এই হত্যাকাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাবধি সেই জটীল সমস্যা-পূর্ণ হত্যাকাণ্ডের কিছুমাত্র কিনারা করিতে পারেন নাই। প্রবোধ কুমার শয়নে স্বপনে এই বিষয়ের চিন্তা করিয়াও, তাহার একটী সামান্য মাত্র পন্থাও অবলম্বন করিয়া এখন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন নাই।

অদ্য আহারাদির পর প্রবোধকুমার বন্ধুবর মনমোহনের সহিত বাহিরের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া বাল্যকালের নানাবিধ সুখ দুঃখের কথা, দিগম্বরবাবুর অকালমৃত্যুর কথা, তাঁহার কলিকাতার বিষয় হস্তান্তরের কথা কহিতেছেন। পরে নরেশের ভগ্নীর হত্যাকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধানের কথা, হরিহরের ঘোর অধঃপতনের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া প্রবোধকুমার বলিলেন—"কি হে হরেনবাবু যে! পথ ভুলে না কি? আজ কোথাও যাইবে না কি।"

হরেন্দ্র। "না ভাই! আজ কোথাও যাইবার তত ইচ্ছা নাই। তবে আমার একটী ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া বড়ই বিব্রতে পড়িয়াছি। দাদা আমাকে এই বিষয়ের ভার দিয়াছেন। শ্যাম বাজারের বসুবাটীতে একটী পাত্র আছে,তাহাই দেখিতে যাইতে হইবে, তজ্জন্য অসময়ে আসিয়াছি, চল দেখি, একবার পাত্রটী দেখিয়া আসি?" প্রবোধকুমার বলিলেন—"আচ্ছা, তাহার জন্য আর চিন্তা কি, একটু বিশ্রাম কর, তার পর চল—সকলেই যাইব।"

হরেন্দ্র। চল প্রবোধ! আজ তোমাকে একটী নূতন স্থানে লইয়া যাইব। সেই স্ত্রীলোকটীকে একটী মারয়ারী কলিকাতায় আনিয়াছে। আমি কল্য তাহার সন্ধান লইয়াছি।

ক্রমে দিবসের রৌদ্র একটু পড়িয়া আসিলে তিনজনে বাটীর বাহির হইলেন। মনমোহন কিয়দ্দূর আসিয়া বলিলেন—"প্রবোধ! আমার একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক আছে। আমাকে যাইতে দিলে—ভাল হয়।" প্রবোধকুমার বুঝিলেন নিরীহ, স্বধর্ম্ম ব্যবয়াসী মনমোহনকে তাহাদের সহিত লইয়া যাওয়া উচিত নহে। কারণ তাঁহারা এখন কত স্থানে প্রবেশ করিবেন—তাহার ঠিক কি? তিনি এই পাত্র দেখিবার ছলে নিজের কার্য্যের অনেক সন্ধান লইবেন, তাহার জন্য তাঁহাকে বেশ্যালয়ে বা শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিতে হইবে, বিশেষতঃ যখন হরেন্দ্রবাবু সঙ্গে আছেন, তখন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ মাত্র নাই। প্রবোধকুমার বলিলেন—"তাহা হইলে বেশী বিলম্ব করিও না, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটীতে ফিরিয়া আসিও, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

মনমোহন। আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিব, সে জন্য চিন্তা করিও না। এই বলিয়া চোরবাগানের মোড়ে আসিয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন।

প্রবোধকুমার বাল্যকাল হইতেই নির্ম্মল-চরিত্র, তাঁহার কোনও চরিত্র-দোষ নাই, তবে এই ডিটেক্‌টিভগিরি কাজের জন্য তাঁহাকে সকল স্থানে সকল লোকের সহিত মিশিতে হয়। এইজন্য হরেন্দ্র নরেন্দ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার মদ্যপায়ী, বেশ্যাশক্ত লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় আছে। সময়ে সময়ে এই সকল লোকের দ্বারা কার্য্যের অনেক নূতন প্রণালী অবগত হইতে পারেন, কিন্তু

আয়াসে অনেক সন্ধান পাইতে পারেন। জাল জালিয়াতী, খুণ প্রভৃতির নায়কগণ অধিকাংশই বেশ্যাশক্ত মাতাল, তাহাদের সন্ধান লইতে হইলে ডিটেক্‌টিভগণকে অধিকাংশ সময়ে ঐ পথেই পদার্পণ করিতে হয়। অদ্য একটী নূতন বেশ্যার আগমন হইয়াছে শুনিয়া তাঁহারা কৌতুহল পরবশ হইয়া তথায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং তজ্জন্যই মনমোহনকে অন্যত্র ছাড়িয়া দিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে মনস্থ করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছেন।

মনমোহন উত্তরাভিমুখে গমন করিলে প্রবোধ ও হরেন্দ্রবাবু চিৎপুরের রাস্তা ধরিয়া শ্যামবাজার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, বেলা অবসানে চিৎপুরের বড় বড় অট্টালিকার বারাণ্ডায় চাঁদের হাট বসিয়াছে। নানাজাতীয় বেশ্যাগণ নয়ন-মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া বারাণ্ডা আলো করিয়াছে। লুব্ধ পথিক ও যুবকগণ রাস্তায় যাইতে যাইতে সতৃষ্ণ নয়নে তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। কোন কোন যুবক পরিচিত স্থানে যাইবার জন্য লজ্জার ভাণে মস্তকে চাদর প্রদান করিয়া নতভাবে কলির তীর্থ গণিকা-ভবনে প্রবেশ করিতেছে।

আমাদের প্রবোধকুমার ও হরেন্দ্রনাথের আজ সেদিকে দৃষ্টি নাই; তাঁহারা এখন পাত্র দেখিবার জন্য শ্যামবাজারের বসুবাটীতে চলিয়াছেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা ঈপ্সিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোসেরা বেশ বড়লোক, হরেন্দ্র ও প্রবোধের আগমনের কারণ জানিতে পারিয়া একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে তাঁহাদিগকে বসিবার স্থান দিলেন। চাকর আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। বাটীর কর্ত্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার খোসগল্প চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা

উত্তীর্ণ হইলে, হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"মহাশয়! পাত্রটীকে একবার আনয়ন করুন।" কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কার্য্যে পরিণত হইল। একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। প্রবোধকুমার ব্রাহ্মণ সন্তান, তিনি অগ্রসর হইয়া পাত্রটীকে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। পাত্রটী তাহার সন্তোষজনক উত্তর করিল। পরে তাঁহার হস্তলিপি দেখা হইল। এইরূপে পাত্র দর্শন করিয়া প্রবোধকুমার ও হরেন্দ্র বাবু গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, কর্ত্তা বিনয় বাবু বলিলেন—"সে কি মহাশয়! তাহাও কি হয়; আহারাদি করিয়া যাইতে হইবে।" হরেন্দ্রবাবু ও প্রবোধকুমার আপত্তি করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। দেখিতে দেখিতে ভোজ্যদ্রব্য সকল আনায়ন করা হইল। আহারের স্থান হইল—প্রবোধ ও হরেন্দ্রবাবু ভোজন করিতে বসিলেন। প্রতিবাসী অনেক প্রবীন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সবর্দ্ধনা ও নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। এরূপে চোব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতিতে উদর পরিপূর্ণ করিয়া দুই বন্ধুতে গাত্রোত্থান করিয়া আচমন সমাধা করিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। আর তথায় অপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রবোধকুমার ও হরেন্দ্রবাবু বিদায় গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। এবার তাঁহারা অপর রাস্তা ধরিয়া যথায় একজন মারয়ারী একটী অবিদ্যাকে লইয়া আসিয়াছিল, সেই পথে অগ্রসর হইলেন, ক্রমান্বয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রাম হইলে এত রাত্রে বোধ হয় কাহার সাড়া শব্দ পাওয়া যাইত না, কিন্তু এ কলিকাতার রাস্তা—লোকজনের ভিড় না থাকিলেও এখন তাহা জনমানবশূন্য

হয় নাই। প্রবোধ ও হরেন্দ্রবাবু কিয়দ্দূর আসিয়া একটী একতালা বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রবোধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরেন্দ্র! এই বাটীই নাকি ?"

হরেন্দ্র। হাঁ! একটু অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া জানালার নিকট উৎকর্ণ হইয়া ভিতরে কেহ আছে কি না—কেহ কথা কহিতেছে কি না—তাহা শুনিতে লাগিলেন। রজনী গাঢ় অন্ধকারময়ী। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় কলিকাতায় গ্যাসের আলো হয় নাই; বিশেষতঃ শ্যামবাজার অঞ্চলে তৈলের আলোই জ্বলিত। রাত্রিচর অভিসারকগণ অনায়াসে ঐ সকল আলো স্থানান্তরিত করিত—তখন ঐ স্থানে আলো চুরি যে কত হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রবোধকুমার ও হরেন্দ্র বাবু যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা একটী অবিদ্যার প্রধান আড্ডা। কাজেই এখানকার রাস্তার কয়েকটী আলোকাধার অপহৃত হইয়াছে। কাজেই প্রবোধ ও হরেন্দ্রবাবু অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে হরেন্দ্র চুপে চুপে বলিলেন—"প্রবোধবাবু! কিছুই ত শুনিতে পাওয়া যায় না—বোধ হয় কেহ নাই। এস, আমরা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করি।" প্রবোধবাবু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং যেমন দুইজনে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি একজন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ যুবক একটী চাকর সঙ্গে করিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে কোন প্রকার আলোক ছিল না; প্রবোধকুমার ও হরেন্দ্রবাবু একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক তাঁহাদের দেখিতে পাইল না। এইবার হরেন্দ্র ও প্রবোধ নির্ভয়ে তথায় প্রবেশ করিলেন কিন্তু গণিকাভবনে বিপদের আশঙ্কা যে পদে পদে, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন। যাহা হউক, হরেন্দ্র

বাবু অগ্রবর্ত্তী হইলেন—প্রবোধ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। গৃহটী বেশ পরিষ্কার এবং বিবিধ মূল্যবান দ্রব্যে অলঙ্কৃত, দেখিলে বোধ হয় এই স্ত্রীলোকটী কোনও ধনী লোকের রক্ষিতা। প্রকোষ্ঠের মধ্যে স্ত্রীলোকটী একটী আসনে উপবেশন করিয়া কতকগুলি দলিল পত্র গুছাইতেছেন, সম্মুখে একটী ডবল টিনের বিলাতি ক্যাশ বাক্স খোলা রহিয়াছে। হরেন্দ্রবাবু অগ্রসর হইয়া যেন নিতান্ত পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় বলিলেন-"কি ভাই বসন্ত! কতদিন এখানে আসিয়াছ?" স্ত্রীলোকটী কিছু বুঝিতে পারিল না। তথাপি তাহাদের নিজস্ব মনোমুগ্ধকর কথায় বলিল—"কে ভাই তুমি! আমি ত তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না।"

হরেন্দ্র। তার আর বিচিত্র কি। সময় ভাল হইলে কে কাকে চিনিতে পারে—মানুষের স্বভাবই ত এরূপ। গোরকপুরে যখন ছিলে, তখন ত তোমার অবস্থা এরূপ ছিল না, তখন দেখিলে সকলকেই চিনিতে পারিতে; এখন আর না পারাই সম্ভব।

এই বলিয়া হরেন্দ্রবাবু নিজের কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত সুরে গাহিলেন;—

পার না পার চিনিতে (ও শ্যাম)।
যখন ধেনু চিনিতে,
যখন বেণু চিনিতে,
ব্রজের ধূলা যখন চিনিতে
তখন আমায় চিনিতে।

সুমধুর সুর শুনিলে কাহার প্রাণ না উদাস হয়। বিশেষতঃ রমণীজাতির নিকট সুরের আদর যথেষ্ট, সুরে তাহাদিগকে মোহিত

করিতে পারিলে, তাহারা অকাতরে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারে—সুরের এইরূপ মোহিনীশক্তি। এই সুরলয়ে বিমিশ্রিত গান শ্রবণ করিয়াই একদিন ভগবান দ্রবীভূত হইয়াছিলেন এবং তাহার জন্য দ্রবময়ী গঙ্গা আজ ভূতলে ভগীরথ কর্তৃক আনীতা হইয়া পাতকী নিস্তার করিতেছেন; অতএব গানের তুল্য সাধনা আর কি আছে? রামপ্রসাদাদি ভক্তগণ মনেপ্রাণে সঙ্গীত করিয়াই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শ্রবণে বনের হিংস্রজন্তুও বশ্যতা স্বীকার করে, ক্রুরমতী সর্প সুমধুর সুর শ্রবণে আত্মসমর্পণ করে। আর সেই সুরে একটা বেশ্যা বশীভূতা হইবে না?

গোরক্ষপুরের কথা শুনিয়া রমণী পূর্ব্বেই আশ্চর্য্য হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার বীণা-বিনিন্দিত সুর শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"ভাই! সে অনেক কথা, ভুলিয়া যাইবারই কথা—তজ্জন্য কিছু মনে করিও না, এক্ষণে এস না, বাহিরেই দাঁড়িয়ে রহিলে যে?"

হরেন্দ্র। প্রবেশের অনুমতি না পাইলে কি অধিকারে প্রবেশ করিয়া হুজুরে দণ্ডিত হইব?

বসন্ত। "লোচ্চাগুণোর কথায় পারা দায়—এস এস, আর ন্যাকামো করিতে হইবে না।" এই বলিয়া বসন্ত স্বয়ং উঠিয়া তাঁহাদের দুইজনের হাত ধরিয়া বসাইল। তাহার দলিল পত্র আর সামলাইয়া রাখা হইল না—পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

গৃহে বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া একজন চাকর আসিয়া আল্‌বোলায় তামাক সাজিয়া দিল। হরেন্দ্রবাবু তামাক টানিতে টানিতে তাহার সহিত গোরক্ষপুর হইতে কলিকাতা আসার বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক হরেন্দ্র গোরক্ষপুরে যাইয়া কখন এই স্ত্রীলোকটীর সহিত আলাপ করেন নাই। তবে তিনি কোনও

বন্ধুর নিকট এই স্ত্রীলোকটীর কলিকাতায় আগমন বার্ত্তা এইরূপ শুনিয়াছিলেন। হরেন্দ্র পাকা ইয়ার—এমনি বিধিপূর্ব্বক কথাগুলি বলিলেন—যেন কত পরিচিত! উভয়ে বেশ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। প্রবোধকুমারের অন্যদিকে মন নাই। তিনি কেবল দলিল গুলির প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং অন্যমনস্ক ভাবে সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ঐ সকল কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির হইল। তাহা হিন্দি ভাষায় লেখা—প্রবোধকুমার পড়িতে জানিতেন। তিনি পাঠ করিয়া দেখিলেন—শিরোনামায় লেখা আছে "তুকারাম মিশ্র।" নামটী পাঠ করিয়া তাঁহার বিস্ময় জন্মিল, এই তুকারাম সেই—যিনি দিগম্বরবাবুর বিষয়সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিয়াছেন। দিগম্বরবাবুর ত এক পয়সাও দেনা ছিল না—তাঁহার মৃত্যুর পর এই লোকই ত কয়েকসহস্র মুদ্রা পাওনা দেখাইয়া তাঁহার বিষয় নিলামে খরিদ করিয়াছে। যাহা হউক, পত্রখানি [illegible] করিতে হইবে—যদি তাহাতে কোন বিষয় লেখা থাকে, যদি তাহার দ্বারা প্রাণের বন্ধু মনমোহনের কিছু উপকার করিতে পারেন। এই ভাবিয়া প্রবোধকুমার বলিলেন—"হরেন্দ্রবাবু এরূপ শুধু আর বসিয়া থাকা যায় না।" হরেন্দ্র বুঝিলেন যে—প্রবোধ সুরাদেবীর উপাসনা করিতে চাহিতেছেন।

হরেন্দ্র বলিলেন—"ভাই! আমার নিকট যাহা ছিল—তাহা দিবাভাগে খরচ হইয়াছে, এক্ষণে তোমার নিকট কিছু থাকে ত দাও।"

প্রবোধ। "তাহাতে আর আপত্তি কি," বলিয়া প্রবোধ একখানি ৫৲ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন—ডিটেক্‌টিভ প্রবোধ নিজের

কার্য্যোদ্ধারের জন্য অম্লানবদনে ৫৲ টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বসন্তকুমারীর চাকর ৫৲ টাকা লইয়া গিয়া এক বোতল "হুইস্কী" ও কয়েক বোতল লিমোনেড আনিয়া দিল। বসন্ত বোতলটী খুলিয়া তিনটী পাত্রে ঢালিলেন এবং লিমোনেড সংযুক্ত করিয়া সকলকে এক এক পাত্র প্রদান করিলেন। প্রথম পাত্র সকলেই সমভাবে গ্রহণ করিল। দ্বিতীয় পাত্রে প্রবোধ বলিলেন—"আমাকে ভাই! একটু সামান্য "ডোজে" দাও।"

হরেন্দ্র বলিল—"কেন হে! এই মদ খাইবার জন্য এত আগ্রহ, আর এক গেলাস খাইয়াই যে মন্দাকিনী হইল?"

প্রবোধের মদ আনাইবার কারণ তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি মাতাল নহেন। তবে এস্থলে স্ত্রীলোকটীকে মাতাল করিতে না পারিলে, পত্রখানি হস্তগত করা হইবে না, এইজন্য মদ আনাইবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ। হরেন্দ্র আরও দুই এক পাত্র পান করিলেন। প্রবোধ আর গ্রহণ করিলেন না—বাকীটুকু তাঁহারা উভয়ে জেদ করিয়া বসন্তকে খাওয়াইয়া দিলেন। বসন্ত তাহাতে পশ্চাৎপদ নহে! সে সমস্তটুকু গলাধঃকরণ করিল। এইবার মদের নেসায় তাহাকে উন্মত্ত করিল—সে কখন গান করিল কখন নাচিয়া বন্ধুদের মনপ্রাণ হরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, ভাবিয়া প্রবোধকুমার বলিলেন—"হরেন্দ্র! রাত্রি প্রায় একটা বাজে, তোমাকে কতদুর যাইতে হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ।" রাত্রি একটা হইয়াছে শুনিয়া হরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল এবং বসন্তকে বলিল—"ভাই! আজ আমরা একটী পাত্র দেখিবার জন্য শ্যামবাজারে বোসেদের বাটী আসিয়াছিলাম। অন্য বাটী গিয়া সে সংবাদ দিতে

হইবে—এইজন্য আজ বিদায় দাও, আগামী রবিবার সন্ধ্যার সময় আসিয়া তোমার এখানে আমোদ করিব।" এই বলিয়া উভয়ে বিদায় হইলেন এবং দুই বন্ধুতে কিয়দ্দূর আসিয়া দুইজনে আপনাপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে মনমোহন বন্ধুর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন। প্রবোধকুমার বাটীতে আসিয়া বৈঠকখানা গৃহে মনমোহনকে ডাকিলেন। মনমোহেন তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন—"ভাই! এত রাত্রি?"

প্রবোধ। "ভাই! রাত্রি হইয়াছে বটে, কিন্তু আজ বিনাযাসে একটী অনুসন্ধান হইযাছে।" এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক বলিয়া মনমোহনকে একটু আপ্যায়িত কবিলেন। মনমোহন বলিলেন—"ভাই! দেখ, চেষ্টা করিয়া যদি বন্ধুর উপকার করিতে পার।" প্রবোধ বলিলেন—"ভাই, বোধ হয় এই পত্র দ্বারাই সকল সন্ধান পাওয়া যাইবে।" প্রবোধ সেদিন আর আহারাদি করিলেন না—বাটীর ভিতর সংবাদ পাঠাইয়া দুই বন্ধুতে শয়ন করিলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

## পিতৃবিয়োগ।

পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মনমোহন প্রাতঃস্নান করিতে জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন। তিনি কলিকাতায় বন্ধুর বাসায় আসা অবধি প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেছেন—ইহাতে বিরাগ নাই। ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণান্ত হইলেও, মনমোহন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। প্রবোধকুমার ভাগ্যদোষে ইংরাজের চাকুরী করেন—যে কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছেন—তাহাতে তাঁহার স্নানাহারের সময় নিরূপণ নাই। কখন কোন দিন এবং কোথায় ভগবান তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন—তাহা তিনিই জানেন। প্রবোধ কল্য অনেক রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্য তাঁহার শয্যাত্যাগ করিতে কিছু বিলম্ব হইল—নতুবা তিনি বন্ধুর সহিত গঙ্গাস্নানে গমন করিতেন।

প্রবোধকুমার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। এমন সময় বেহারা আসিয়া মেজের উপর এক পেয়ালা উষ্ণ চা ও একখানি চামচ্ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। প্রবোধ দক্ষিণ হস্তে চামচ্ ধারণ করিয়া অল্পে অল্পে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চায়ের পেয়ালাটী ক্রমশঃ নিশেষিত হইলে, প্রবোধকুমার বিগত রজনীযোগে সংগৃহীত হিন্দি পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পত্রখানি পাঠ সমাধা করিয়া তিনি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। এই এক পত্রে তাঁহার বন্ধুর বিষয় উদ্ধার ও নরেশবাবুর ভগ্নীর খুনের আস্কারা করিতে পারিবেন দেখিয়া—তাঁহার আনন্দ, এবং এরূপ চতুরতা করিয়া লোকে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারে—ইহা ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পত্রলেখক তুকারাম মিশ্রকে লিখিতেছেন—"হুগলীর সেই লোকটীকে হস্তান্তর করিও না।" হুগলীর লোক, হুগলীর কে লোক এই সকল ব্যাপারে জড়ীভূত আছে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না—চিন্তার পর চিন্তা, তারপর চিন্তা এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা-তরঙ্গে তাঁহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। প্রবোধের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া গেল, তথাপি তিনি হুগলীর লোকটীর বিষয় চিন্তা করিয়া কাহাকেও স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি গোরক্ষপুরে রামস্বরূপ সুখলালের গদিতে যাইবার মনস্থ করিলেন। মনমোহন বাটীতে আসিলে—তাঁহার শ্বশুরের বিষয় উদ্ধারের সুসংবাদ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করিবেন। মনমোহনের ন্যায় সাধুপ্রকৃতি বন্ধুর উপকার করিতে পারিলে, তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবেন। ভগবান যেন তাঁহাকে এই বিষয়ের সুগম পন্থা

প্রদর্শন করেন—তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় টেলিগ্রাফ হরকরা আসিয়া একখানি টলিগ্রাফ প্রদান করিল, তাহার শিরোনামায় মনমোহনের নাম লেখা ছিল। প্রবোধ হরকরাকে বিদায় প্রদান করিয়া টেলিগ্রাফখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা ছিল—

"Your father dangerously ill, come without delay." প্রবোধকুমার বন্ধুর পিতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার চিন্তার স্রোত পুনরায় ভিন্নভাব ধারণ করিল। তিনি মনে মনে বলিলেন -"চাটুয্যে মহাশয় বড়ই অমায়িক লোক, আর মনমোহনও কোন প্রকার অর্থোপার্জ্জনের পথ এখনও নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই। ভগবান না করুন এ সময় যদি তিনি হঠাৎ পরলোক গমন করেন, তাহা হইলে মনমোহনের কষ্টের একশেষ হইবে। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যে কিরূপ উপায়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা কেহই জানে না। মনমোহন অদ্যাবধি সংসারের কিছুই জানে না। হা ভগবান! চাটুয্যে মহাশয়কে নিষ্কৃতি প্রদান করুন!" এই বলিয়া ঈশ্বরস্থানে কতই প্রার্থনা করিতেছেন। মনমোহন তাহার বিন্দুবিসর্গ জানেন না, তিনি স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, প্রবোধকুমার টেলিগ্রাফের কথা গোপন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাকে উদর পুরিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া দিলেন। তিনি জানতেন, যখন টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, তখন পীড়া নিশ্চয়ই ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা পাঠ করিলেই পিতৃভক্ত পুত্র আহারাদি না করিয়াই, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবে। এইজন্য তিনি ঐরূপ আহার করাইয়া তাহার

পর টেলিগ্রাফখানি তাঁহাকে পাঠ করিতে দিলেন। টেলিগ্রাফ পাঠ করিয়া তিনি একেবারে বসিয়া প'ড়লেন। কিন্তু আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে—বেলা দশটার ট্রেণেই তাঁহাকে রওনা হইতে হইবে। শাস্ত্রপাঠী মনমোহন জানিতেন—"বিপদি ধৈর্য্যম্" বিপদে ধৈর্য্যধারণ করাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ; এইজন্য মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিলেন—"ভাই! এখন উপায় কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

* * * * *

প্রবোধ বলিলেন—"ভাই! উপায় সমস্তই ভগবান তোমাকে আমি আর বেশী কি বুঝাইব—যাহা হইবার তাহা হইবেই। তবে অর্থাদির জন্য তুমি কোন চিন্তা করিও না। সেখানে কোন ভাল ডাক্তার নাই। অনুকূল ডাক্তার এখানকার মধ্যে এখন ভাল ডাক্তার, তিনি আমার বন্ধু, চল—তাঁহাকে তোমার সহিত তথায় পাঠাইয়া দিই।" এই বলিয়া উভয়ে বাটী হইতে বাহির হইলেন। প্রবোধ বন্ধুর আর্থিক অবস্থা জানিতেন। এইজন্য তিনি ৫০ টী টাকা তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"ভাই!" আমি তোমার সহিত অদ্যই যাইতাম, কিন্তু আমাকে কল্যই গোরক্ষপুর যাইতে হইবে। যাহা হউক, তুমি কোনও চিন্তা করিও না—ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া যাও, তিনি ভাল করিয়া দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া একেবারে দেশে গিয়া তোমার সহিত দেখা করিব।" এই বলিতে বলিতে দুই বন্ধুতে বাটীর বাহির হইলেন এবং অনুকূল ডাক্তারের বাটী গমন করিয়া তাঁহাকে মনমোহনের পিতার চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মনমোহন ও ডাক্তার বাবু উভয়েই সেইদিন বেলা দশটার গাড়ীতে রওনা হইলেন। বেলা

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দুইটার সময় মনমোহন বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—"বাবা! কেমন আছেন?"

বিষ্ণুরাম পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন—মনমোহন আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—'বাবা! এবার রোগ বোধ হয়, বড় শক্ত হইয়াছে। কবিরাজকে ডাকাইয়াছিলাম—সে তিন চারি দিন ঔষধ দিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। এইজন্য হতাশ হইয়া তোমায় টেলি-গ্রাফ করিয়াছি।"

মনমোহন বলিলেন—"বাবা! আমি টেলিগ্রাফ পাইয়াই দৌড়িয়া আসিয়াছি। প্রবোধ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইল; সে আমরাই সঙ্গে আসিত, কিন্তু কল্য তাহাকে একটী খুণের অনুসন্ধানে গোরক্ষ-পুরে যাইতে হইবে, তাই আসিতে পারিল না। তাহার একটী বন্ধুকে আমার সহিত পাঠাইয়াছে; তিনিই কলিকাতার একজন ভাল চিকিৎসক।" মনমোহন পিতার অনুমতি লইয়া ডাক্তার মহাশয়কে পিতার নিকট আনয়ন করিলেন। ডাক্তার আসিয়া অনেকক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। আজ ভয়ানক নিউমোনিয়া রোগে বিষ্ণুরাম শয্যাগত হইয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে এ রোগে অব্যাহতি লাভ করা বড়ই কঠিন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং মনমোহনকে বলিলেন—"মহাশয়! পীড়া কঠিন, তাহার উপর বৃদ্ধাবস্থা; তবে দেখা যাক্ কতদূর কি হয়। আপনি এক কাজ করুন। আপনাদের নিকটে কোনও ডাক্তার নাই কি?" মনমোহন বলিলেন—"গ্রামান্তরে একজন আছেন, তবে তিনি তাদৃশ ভাল চিকিৎসক নহেন।"

ডাক্তার। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, আমি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে শিখাইয়া দিয়া যাইব। যেরূপভাবে অবস্থার পরিবর্ত্তন

হওয়া সম্ভব ও সেই অবস্থায় কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা আমি ধারাবাহিকরূপে লিখিয়া দিয়া যাইব।

মনমোহন ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইলেন। ভবাণী বাবু আসিলে দুইজনে পুনরায় আর একবার রোগীকে পরীক্ষা করিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুদিবস হইতে চক্ষুরোগে ভুগিয়াছিলেন—এই পীড়ায় তাহাও বৃদ্ধি হইয়াছে; চক্ষের খুব যন্ত্রণা হইতেছে। তিনি কথা কহিতে অশক্ত হইলেও বহুকষ্টে বলিলেন—"আমার চক্ষের বড় যন্ত্রণা হইতেছে; আপনারা ইহার একটা প্রতিকার করুন।"

ডাক্তার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা মশায়, আর কি কি যন্ত্রণা আছে, বলুন ত?"

বিষ্ণুরাম বলিলেন—"বুকের বেদনা অত্যন্ত, তাহার জন্য নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হচ্চে। আর অন্য কোন কষ্ট তাদৃশ নাই, তবে রাত্রে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে হয়, এ ছাড়া আর কোনও কষ্ট বুঝিতে পারি না।"

ডাক্তারদ্বয় পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং উভয়ে বিবেচনা করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। অনুকুলবাবু একটী কাগজে ধারাবাহিকরূপে সমস্ত চিকিৎসা-প্রণালী লিখিয়া দিলেন। এখনকার জন্য দুই প্রকার ঔষধ ভবানীবাবুর ডাক্তারখানা হইতে আনা হইল। সে বেলায় ভবানীবাবুর বাটী আহারাদি করিয়া অনুকুলবাবু বৈকালের গাড়ীতে কলিকাতায় আগমন করিলেন।

চিকিৎসা নিয়মমত চলিতে লাগিল। ভবাণী ডাক্তার প্রত্যহ

দুইবার আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। বিজয়া প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিতেছেন। প্রবোধকুমার যে ৫০৲টী টাকা দিয়াছিলেন, মনমোহন তাহা জননীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই কষ্টের সময় প্রবোধকুমার প্রদত্ত ৫০৲ টাকা পাইয়া বিজয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন—এবং ভগবানের নিকট তাঁহার উন্নতির জন্য কায়মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মনমোহনের এখন সংসারটী তাদৃশ ছোট নহে। এখন তাঁহার সংসারে জননী, স্ত্রী, ভবাণী ও রাধানাথ এবং সেই পুরাতন দাসীটী সকলেই একত্র হইয়াছেন। কাজেই খরচও এখন বেশী হইয়াছে। কাজেই বড়ই কষ্টে সংসার চলিতেছে। ধর্ম্মের সংসার অচল হয় না বলিয়াই বিষ্ণুরামের সংসার এখনও ঠিক সমভাবেই চলিতেছে; কেহ কোনও প্রকার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। বন্ধুর প্রদত্ত টাকায় বিষ্ণুরামের চিকিৎসার খরচ চলিতে লাগিল। বিজয়া তাহার এক কপর্দ্দকও অন্য কাজে খরচ করিতে দিলেন না।

এইরূপে অষ্টাহ কাটিয়া গেল। রোগের কোনও উপশম হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মনমোহন প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। এ সময় হঠাৎ তাঁহার শিরে এই পিতৃবিয়োগ-বজ্রাঘাত হইলে, সংসারের অবস্থা যে কি ভয়ানক হইবে, তাহা তিনি সহজে অনুমান করিতে পারিতেছেন। ভগবান যাহা করিবেন তাহাই হইবে। তজ্জন্য এখন হইতে চিন্তানলে পুড়িয়া মরিলে কি হইবে। মনমোহন ভবিষ্যতের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া পিতার শুশ্রূষায় প্রাণপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই পিতার অবস্থা মন্দভাব ধারণ করিতে লাগিল। এত ঔষধ, এত সেবা

শুশ্রূষা সকলই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দ্বাদশ দিনে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় ধার্ম্মিক বিষ্ণুরাম. সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। বিষ্ণুরাম বধূমাতাকে বড়ই ভাল-বাসিতেন; তাঁহাকে নিজের কন্যার ন্যায় কাছে বসাইয়া খাওয়াই-তেন। রমা বাল্যকালে পিতৃবিয়োগজনিত শোকে যতদূর অধীরা না হইয়াছিলেন, শ্বশুরের মৃত্যুতে তিনি ধূলায় পড়িয়া গগণভেদী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—পাড়া প্রতিবাসী এমন কি ভবানী পর্য্যন্ত তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। আর মনমোহনের ত কথাই নাই; পিতার মৃত্যুতে মনমোহন পাগলের মত হইলেন. প্রতিবাসী বৃদ্ধগণ আসিয়া বৃদ্ধ বিষ্ণুরামের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তদীয় পুত্র মনমোহনকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রাণ কি সে সান্ত্বনা মানিতে চায়? মনমোহন পিতামাতা ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই জানিতেন না। বিজয়া এখন মূর্চ্ছিতা; প্রতিবাসী রমণীগণ তাঁহাকে নানা-প্রকার শুশ্রূষায় চৈতন্য করিলেন। বিজয়ার নয়ন-কোণে অশ্রু নাই; এতদিনে তিনি বুঝিলেন—এই মরজগতে একজনের মৃত্যুতে তাঁহার সুখ-সচ্ছন্দ, ভোগবিলাস সমস্ত তিরোহিত হইল, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ কালসদনে চলিয়া গেল, অর্দ্ধাঙ্গ তাঁহার নিকট রহিল—কেবল আজীবন বৈধব্য ভোগ করিবার জন্য যম তাঁহাকে লইল না।

কিয়ৎক্ষণ শোকদুঃখে অতিবাহিত হইবার পর, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শবদেহ শ্মশানে নীত হইল। আর্য্য ধর্ম্মের প্রথানুসারে চিতা-শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি বিষ্ণুরামের মৃতদেহ ঘৃতাক্ত করিয়া পূত গঙ্গাবারি দ্বারা সিঞ্চিত করা হইল। তৎপরে চিতাশয্যায় শায়িত করিয়া যথাবিধানে অগ্নি সংযুক্ত করা হইল; সর্ব্বভূক বৈশ্বানর

স্বল্পক্ষণের মধ্যে সেই পবিত্র দেহ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সকলে পরকাল-সম্বল হরিধ্বনী দিয়া গৃহে ফিরিলেন। বিষ্ণুরামের জাগতিক লীলাখেলার এইখানেই শেষ হইল।
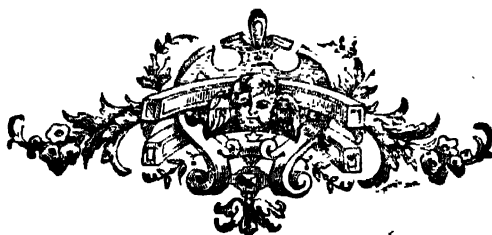
## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### ডিটেকটিভের চাতুরী।

প্রবোধকুমার গোরক্ষপুরে উপস্থিত হইয়া একটী হোটেলে বাসা গ্রহণ করিলেন। কলিকাতাবাসী প্রবোধকুমারকে পাইয়া সকলেই আনন্দানুভব করিলেন; তাঁহার নিকট সকলেই বাধ্য; যাহাকে যাহা বলেন—সে তৎক্ষণাৎ তাহাই সম্পাদন করিয়া থাকে; কেহ তাঁহার কথায় অবহেলা করিতে পারে না। কলিকাতাবাসীর মান্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র; কলিকাতাবাসী হিন্দুর বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রশংসা সকলেই এক বাক্যে করিয়া থাকে। প্রবোধকুমারকে গোরক্ষপুরে আসিয়া অপরিচিত স্থান বলিয়া কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই; তিনি ঠিক কলিকাতার মত সুখেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমান্বয়ে অবস্থান করিয়া তথাকার সমস্ত বিষয় অবগত হইতে

লাগিলেন। সমস্ত দিবস হোটেলেই থাকিতেন কেবল মাঝে মাঝে এক একবার পুলিস ষ্টেশনে যাইয়া বড় সাহেবের সহিত দেখা করিতেন। এখানে আসিয়া তিনি একদিনও পুলিসের পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই।

* * * * *

অর্থে সকলেই বশীভূত হয়। প্রবোধকুমার সময়ে সময়ে দুই চারি আনা পয়সা খরচ করিয়া, হোটেলের দাসদাসী সকলকেই হস্তগত করিয়াছিলেন। তাহারা রাত্রে তাঁহার হুকুম পালন করিত, নানাপ্রকার গল্প করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিত। একদিন রজনীকালে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, কোলের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রবোধকুমার অন্যান্য দিনের মত রজনী ভ্রমণ না করিয়া বাসায় বসিয়া পুলিস চালানী মোকদ্দমার কয়েকটী রায় পড়িতেছিলেন। পরে আহারাদি প্রস্তুত হইলে তাঁহার ডাক পড়িল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আহারে বসিলেন—অন্যান্য দিন হোটেলের চাকর নিধিরাম তাঁহার নিকট অনবরত উপস্থিত থাকিত, কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর হইতে তাহাকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। প্রবোধকুমার দাসীকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—"নিধে আজ মারয়ারীদের ভোজে ব্যস্ত আছে, তথায় আজ তাহার কিছু পাওনা হইবে।"

প্রবোধ। কোথায় মারয়ারীদের ভোজ হইতেছে?

দাসী। ঐ মিচ্ছিরদের গদিতে; তাহাদের আজ খাতাপূজা।

প্রবোধকুমার আর কিছু বলিলেন না—আহারাদি সমাপন করিয়া দাসীকে বলিলেন—"তুমি একটু সজাগ থাকিও, আমি বেড়াইতে যাইতেছি; আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইবে।"

দাসী বলিল—"বাবু! এই জল কাদায় বেড়াইতে না গেলেই নয় কি?"

প্রবোধ। একটু বিশেষ কাজ আছে; শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।

এই বলিয়া ঠিক মারয়ারীর বেশে সজ্জিত হইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। প্রবোধকুমারের চেহারা অতি পরিপাটী ছিল। তাহার উপর মারয়ারী বেশ পরিধান করিলে তাঁহাকে কেহ হঠাৎ বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিত না; হিন্দিভাষা তিনি এরূপ সরলভাবে কহিতে এবং লিখিতে পারিতেন যে, ভাল ভাল মারয়ারীগণ তাঁহার নিকট হার মানিত, তাঁহার গুণের প্রশংসা করিত। প্রবোধকুমার দাসীর নিকট ভাল করিয়া তাহাদের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন, এবং সেই রাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রবোধকুমার যাইবার সময় দাসীকে আরও বলিয়া গেলেন,—"যে আমি একটী বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছি; যদি দেখা হয় এবং তিনি আমাকে না ছাড়েন তাহা হইলে অদ্য নাও আসিতে পারি, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থাকিয়া আমার বাসা আগুলিয়া থাকিও!

দাসী বলিল—"আচ্ছা বাবু! সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না!

প্রবোধকুমার অনুসন্ধান করিয়া সেই মারয়ারীদের গদিতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—"আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি, অদ্যকার মত রাত্রিবাসের প্রার্থনা করিতেছি। মারয়ারীগণ অতি ভদ্রলোক, তাহারা বিপন্ন প্রবোধকুমারকে মারয়ারী বলিয়া সে দিনকার মত থাকিবার স্থান দিলেন। তাঁহার মজলিসি কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইহাদের বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে কাপড়ের কারবার আছে। ইহারা প্রবোধকুমারকে বলিলেন—"তোমার যদি কোনও কাজ না থাকে, আমাদের কাজে থাকিলে তোমার উন্নতি হইতে পারে।

প্রবোধকুমার বলিলেন—"আচ্ছা, আমি বুঝিয়া আপনার কথার উত্তর প্রদান করিব।"

সেদিন অন্য কথা হইল না। অনবরত আমোদ আহ্লাদ চলিতে লাগিল। কত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া ভোজে যোগদান করিল। নাচ, গান, কত প্রকার তামাসা চলিতে লাগিল।

আজ তাহাদের গণেশ পূজা, প্রতিবৎসর এই সময়ে গোরক্ষপুরে মারয়ারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, কত আসিতেছেন কত লোক উদর পূর্ত্তি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় একজন মারয়ারী আসিলেন—তিনি এই মারয়ারী পল্লীর মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি; তাঁহার আগমনে সকলেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা আসিয়া তাঁহাকে একটী গৃহে লইয়া গেলেন—সে গৃহটী বিশেষ আসবাব পরিপূর্ণ, সম্ভ্রান্ত লোক বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

আগন্তুক মারয়ারী গৃহপ্রবিষ্ট হইলে প্রবোধকুমার জনৈক ব্যক্তিকে এই লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—"ইঁনি এখানকার মধ্যে একজন বড়লোক; অল্পবয়স্ক হইলেও কলিকাতার ব্যবসায়ে ইঁনি বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন।

প্রবোধ। ইঁহার নাম কি?

মারয়ারী। ইঁহার নাম তুকারাম মিশ্র।

প্রবোধ নামটী শ্রবণ করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

মারয়ারী। কেন, আপনি কি কলিকাতায় ইহার নাম শুনেন নাই?

প্রবোধ। নাম শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কখন দেখি নাই। ইঁনি কি ব্যবসা করেন?

মারয়ারী। ইঁহার সুদী কারবার কলিকাতার মধ্যে বিখ্যাত। ইঁনি আরও অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু ইহার চরিত্রদোষে অনেক পয়সা নষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি ইঁনি গোরক্ষ-পুর হইতে একটী হিন্দু বাইজী লইয়া গিয়া কলিকাতায় রাখিয়াছেন এবং তাহার জন্য অজস্র অর্থ নষ্ট করিতেছেন।

মারয়ারী ও প্রবোধের মধ্যে কথা হইতেছিল—তাহা সমস্তই হিন্দি ভাষায় হইতেছিল একথা বলাই বাহুল্য। প্রবোধ বলিলেন,—"মারয়ারী ব্রাহ্মণ-সমাজে এরূপ অপকর্ম্মকারী লোকের আদর আছে?"

মারয়ারী। এখন বাবু! অর্থের উপর মান সম্ভ্রম; তবে কি জানেন—ভাললোকে উহার বাটীতে কেহ আহারাদি করে না। উনি এখন সমাজে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আপনি উহার সহিত আলাপ করুন।

প্রবোধ ত তাহাই চাহেন। তুকারামের সহিত আলাপ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুবিধা ঘটিল। মারয়ারী কর্ত্তা মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তুকারামবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন।

প্রবোধ সেদিন আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া নিজকার্য্য সিদ্ধি

হইলে পর, তিনি একটী অছিলা করিয়া তথা হইতে প্রায় রাত্রি ১টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি পুনরায় বাহির হইলেন। এইবার নরেশবাবুর ভগ্নীপতি সতীশবাবুর অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাঁহার কোনও সন্ধান পাইলেন না, সকলেই বলিল—তিনি স্ত্রী-বিয়োগের পর কাশীবাসী হইয়াছেন. সংসার আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সতীশবাবুর সহিত তুকারামের কিরূপ আলাপ ছিল—তাহা তথাকার অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই বলিল—"তুকারামের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সতীশবাবু এখানকার একজন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। প্রবোধ ইহার পূর্ব্বে আরও অনেক সন্ধান লইয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

তুকারাম গোরক্ষপুরে টাকা ধার দেওয়ার কার্য্য ও অপরাপর বন্ধকী কার্য্য করিয়া বিশেষ উপার্জ্জন করিতেন। লোক পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়, ইহার অধীনে অনেক মায়রারী ও বাঙ্গালী গুণ্ডা আছে; তাহাদের সাহায্যে পাপিষ্ঠ অনেক গুপ্তহত্যা করিয়াও অদ্যাবধি ধরা পড়ে নাই। পুলিস যখন প্রবোধকুমারের হস্তে সতীশ বাবুর পত্নীহত্যার তদন্তের ভার প্রদান করেন, তখন তাঁহাকে অপহৃত অলঙ্কারের একটী তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রবোধ কুমার পরদিবস পুলিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুসন্ধান সম্বন্ধে সমস্ত বলিলেন—এবং আরও বলিলেন যে, অদ্য তাহার তিন শত টাকা আবশ্যক। তাহার দ্বারা ঐ তুকারামের নিকট হইতে কতকগুলি গহণা খরিদ করিতে হইবে। এবং সেই গহণা সতীশবাবুর শাশুড়ীকে দেখাইতে হইবে। তাহা হইলে এই গহণা

যদি তাহাদের হয় বা তাহারা যদি এই গহণা দেখিয়া চিনিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

বড় সাহেব তাহার টাকা মঞ্জুর করিলেন। প্রবোধকুমার টাকা লইয়া পুনরায় মারয়ারীবেশে তুকারামের নিকট গমন করিলেন। পূর্ব্বের আলাপ মত তুকারাম তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বলিলেন,—"কোন বড়লোকের জন্য তাঁহাকে কতকগুলি গহণা প্রস্তুত করাইতে হইবে, অতএব আপনার নিকট কোনও মূল্যবান গহণা প্রস্তুত আছে কি?" তুকারাম বলিল—"গহণা আমি দিব।"

প্রবোধকুমার কেবল অনন্ত ও নেকলেশের কথা বলিলেন। তাহাতে তুকারাম ঐ দুইখানি অলঙ্কার তাঁহাকে বাহির করিয়া দেখাইল। প্রবোধকুমার তাহা উচিত মূল্যে খরিদ করিলেন। সে খুণ আজ দশ পনর বৎসর হইল, এখন আর তাহার কেহ সন্ধান পাইবে না ভাবিয়া তুকারাম গহণাগুলি ছাড়িয়া দিলেন।

প্রবোধকুমার সফলমনোরথ হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া একখানি পত্র প্রদান করিল; পত্রখানি বাঙ্গালায় লেখা। তুকারাম জানেন আগন্তুক একজন মারয়ারী নিশ্চয়ই বাঙ্গালা জানেন না। এইজন্য পত্রখানি তথায় রাখিতে তাঁহার সন্দেহ হইল না। প্রবোধকুমার কিন্তু নিমেষমধ্যে তাহা পাঠ করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন, এ যে তাঁহার দেশস্থ হরিহরের পত্র; তাহার অর্থের অনাটন হওয়ায় টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি রেজেষ্টারী করা এইজন্য তাহার তারিখ লিখিয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেইদিনই কলিকাতায় রওনা হইলেন।

প্রবোধকুমার কলিকাতার বাসায় আসিয়া জননীর মুখে শুনিলেন— মনমোহনের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া প্রবোধ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। এইবার যে মনমোহনের সাংসারিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন এবং মনমোহন যে কোনপ্রকার অধীনতা স্বীকার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে সে পক্ষেও সন্দেহ। যাহা হউক, তিনি যদি তাহার শ্বশুরের বিষয়টী উদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মনমোহনের আর কোনও চিন্তাই থাকিবে না। এই ভাবিয়া তিনি তৎপরদিবস দত্তপুকুর রওনা হইলেন। অপরাহ্নে নরেশবাবুর বাটীতে গমন করিলেন। তিনি যে তাঁহার ভগ্নীর খুনের তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, তাহা নরেশবাবুকে বলিলেন। সে অনেক দিন হইল, গত বিষয় অনুশোচনা করিয়া শোক নবীভূত করিতে তাহাদের তাদৃশ ইচ্ছা না থাকিলেও, প্রবোধের অনুরোধে ঘটনাস্থলে উভয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার অবস্থা দেখিলেন, বহুদিনের কথা হইলেও তথাকার দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাহারা ভাল কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল একজন ইতরজাতীয় লোক বলিল—"মহাশয়! আমি সেই সময় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া ঐ পথ দিয়া আসিতেছিলাম, কয়েকজন লোক একটী স্ত্রী-লোকের পাল্কী আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া আমি চিৎকার করিয়া দৌড়িয়া আসিলাম। আমার চিৎকার শুনিয়া একজন বলিল—'হরিহর আর কাজ নাই কার্য্য শেষ হইয়াছে, চল, আমরা পলায়ন করি।" এই বলিয়া সকলেই পলায়ন করিল। যখন আমার চিৎকারে গ্রাম-বাসী সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল, তখন আর কেহই নাই সকলে পলায়ন করিয়াছে।

ডিটেকৃটিভ প্রবোধকুমার আর কিছু শুনিতে চাহিলেন না, তথা হইতে চলিয়া আসিয়া, সে দিবস নরেশবাবুর বাটীতে অবস্থান করিলেন এবং নরেশের জননীকে সেই গহণাগুলি সনাক্ত করিবার জন্ম প্রদান করিলেন। নরেশ-জননী মৃতকন্যার অলঙ্কার চিনিতে পারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রবোধকুমারের অলঙ্কার সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি নরেশকে বলিয়া অলঙ্কারগুলি আনয়ন করিলেন। এবং সেদিনকার মত তথায় অবস্থান করিয়া পবদিন সকালের গাড়ীতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন।

বড়দিনের ছুটী পড়িযাছে। প্রবোধকুমার সপরিবারে মাতৃভুমি দর্শনে মানস করিয়া ত্রিবেনী যাত্রা করিলেন।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

## মনমোহনের অবস্থা।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে মনমোহন সংসারে উদাস হইয়াছেন। এ জগতে তিনি পিতামাতাকেই সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন, সেই পিতার মৃত্যুতে মনমোহনের হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। বিজয়া পুত্রকে কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন—বলিলেন—"বাবা। তিনি ত গত হইয়াছেন। আমি যে কয়দিন বাঁচিব, কেবল তোমার মুখ চাহিয়াই থাকিব। কিন্তু তুমি যদি ঐরূপভাবে কালযাপন কর, তাহা হইলে আমি আর সংসারে থাকিব না, দেখ এখন তুমিই আমাদের আশা ও ভরসাস্থল; ছি বাবা আমার ঐরূপ যন্ত্রণা বাড়াইও না। জননীর নিকট মনমোহন কিছুই বলিতে পারিতেন না—তাঁহার সেই

সুধামাখা কথা শুনিলে মনমোহন ক্ষণের জন্য পিতৃশোক বিস্মৃত হইতেন কিন্তু তাহা কতক্ষণ! ক্ষণপরেই আবার পিতার সেই দেবোপম মূর্ত্তি হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইলে জগৎ অন্ধকার দেখিতেন। তখন নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেও মনমোহন কিছুতেই শোক সম্বরণ করিতে পারিতেন না, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পিতৃভক্ত পুত্র মর্ম্মান্তিক শোকে অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন—ইহার উপর আবার সংসারের চিন্তা, স্বাধীনচেতা মনমোহন কি এ সকল সহ্য করিতে পারেন? যিনি সংসারের কিছুই জানিতেন না-তাঁহার উপর হঠাৎ এই সংসারের ভার পড়িলে—সে ত আত্মহারা হইবেই! মনমোহন যে বাটীতে আসিতেন—সে কেবল জননীর জন্য, মাতৃপদ দর্শনে জীবন ধন্য করিবেন, মায়ের দুঃখ যাহাতে তিরোহিত হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন কিন্তু উপায় নাই, বৃহৎ সংসার সামান্য আয়ে একপ্রকার অচল হইতে বসিয়াছে।

প্রবোধকুমার দেশে আসিয়া প্রথমেই বন্ধুর বাটীতে আগমন করিলেন, দেখিলেন বাটীর সে সৌন্দর্য্য আর নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় যাহাকে শান্তিকুটির বলিলেও অত্যুক্তি হইত না—আজ তাহা শোক-কুটিরে পরিণত হইয়াছে; বাটীর অবস্থা দেখিলে বাস্তবিক অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। প্রবোধ দ্বারদেশে আসিয়া বন্ধুকে আহ্বান করিলেন—তখন মনমোহন বাটীতে ছিলেন না। প্রবোধকুমার এ বাটীতে অনেকবার প্রবেশ করিয়াছেন, বন্ধুর বাটীতে প্রবেশ করায় দোষ নাই। তিনি নিঃসঙ্কোচে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বিজয়ার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বিজয়া প্রবোধকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—বলিলেন—"বাবা! সর্ব্বনাশ

হইয়াছে শুনিয়াছ, মনমোহন এখন শোকে অধীর, সে পাগলের মত হইয়াছে; বাবা! এরূপ করিলে আমি আর কাহার মুখ দেখিয়া সংসারে থাকি; তাহার পর সংসারে বড়ই অনাটন; পূর্ব্বাপেক্ষা খরচও অনেক বাড়িয়াছে।"

প্রবোধ বলিলেন—"মা! চিন্তা করিবেন না; আমি এখন কিছুদিন দেশে থাকিব—মনমোহন যাহাতে ঠিক হয়—তাহা আমি করিয়া যাইব ?"

তাহার পর শ্রাদ্ধাদি কিরূপ সম্পন্ন হইল, কিরূপ খরচপত্র হইল—ঋণগ্রস্থ হইতে হইয়াছে কি না—তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়া বলিলেন—"বাবা! ঋণ আর কোথায় পাইব, বধূমাতার যে দুই একখানি গহনা ছিল—তাহা বিক্রয় করিয়া একপ্রকার কষ্টে দায় উদ্ধার হইয়াছে।"

প্রবোধ। বেশ—তাহার জন্য চিন্তা কি? গহনা গিয়াছে—আবার হইবে; এই কষ্টের সময় যে ঋণগ্রস্থ হইয়া কোনও কার্য্য করেন নাই, তাহাই সুমঙ্গল।"

প্রবোধ বলিলেন—"মা! আমি কল্য আসিয়াছি; পাড়ার সকলের সহিত এখনও দেখা করা হয় নাই। আমি এখন আসি। আমি আসিয়াছি—মনমোহনকে বলিবেন, সে যেন বাড়ীতে থাকে; আহারাদির পর আমি আবার আসিব।" এই বলিয়া প্রবোধকুমার চলিয়া গেলেন।

প্রবোধ দেশে আসিয়াছে দেখিয়া বিজয়া একটু আশ্বস্তা হইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এইবার দুই বন্ধুতে মিলিলে, মনমোহন নিশ্চয়ই প্রকৃতিস্থ হইবে; প্রবোধ যাহা বলিবে, মনমোহন তাহা কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। বাল্যকাল হইতেই দুইজনেই এক-

প্রাণ; প্রবোধের উপদেশ মনমোহন কি অবহেলা করিবে? কখনই না—ভগবান মনমোহনকে সুমতি প্রদান করিয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর কর নারায়ণ!"

বিজয়া ভক্তিভরে দেবতাচরণে প্রণাম করিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। মনমোহন চতুষ্পাঠী হইতে বাটী আসিয়া জননীর মুখে প্রবোধের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন। মনমোহন পূজাদি সমাধা করিয়া আহার করিতে বসিলেন। বিজয়া পুত্রের নিকট বসিয়া তাহার অদ্যকার মনোভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। পুত্র যাহাতে প্রকৃতিস্থ হয়, আপনার সংসার আপনি বুঝিয়া চালাইতে পারে—জননীর তাহাই ইচ্ছা। অদ্য মনমোহনের মনের গতির কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। পিতার মৃত্যুর পর হইতে মনমোহন প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন না, কাজেই রমার সহিত দেখাশুনা হইত না; তিনি স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি রমার সহিত আর দেখা করিতেন না। পিতৃসম শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে সংসারের বিপরীত ভাব ও বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন। তিনি সংসারের সেই পূর্ব্ব-শ্রী আনয়ন করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন; শোক-বিদগ্ধা শশ্রুদেবীকে তিনি সংসারে আর পরিশ্রম করিতে দিতেন না। পিসিমাতাও এখন এই সংসারভুক্ত; তিনি অতি বৃদ্ধা—তাঁহার দ্বারাও কোন কাজ হইত না। রমা শ্যামার মাকে লইয়া একাই সংসার করিতেন। যাহাতে কোন দ্রব্যের অনাটন না হয়, কোন দ্রব্য অযথা নষ্ট না হয়—রমা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। বিজয়া প্রত্যহ সংসার খরচের জন্য যাহা

প্রদান করিতেন, রমা তাহা হইতেও কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, দুই তিন দিনের একত্র করিয়া একদিন সংসার চালাইয়া দিতেন। বিজয়াকে জননী অপেক্ষা সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পুত্রবধূর গুণপনা ও ব্যবহারে বিজয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিতেন। রমা সকলকে স্বহস্তে আহার করাইতেন। কেবল মনমোহন জননীর নিকট খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতেন, অপরে তাহা প্রদান করিলে তাঁহার সেদিন তৃপ্তির সহিত আহার হইত না। রমার রূপ ও গুণের তুলনা নাই। তাঁহাকে যে দেখিত, সেই বলিত—আহা! মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ রমাকান্তের রমা; এমন বউ না হইলে কি সংসারের শোভা হয়? মনমোহন আহারাদির পর স্বয়ংই প্রবোধের বাটী যাইবেন বলিয়া উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময় প্রবোধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় বন্ধুতে নানাপ্রকার সুখ দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। মনমোহনের প্রত্যেক কথায় প্রবোধ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোভাবে বেশ বুঝা যায়—এ সংসার তাঁহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। এ সংসারে আর না থাকাই ভাল। যাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া মনমোহন আবাল্য এমন কি যৌবন পর্য্যন্ত সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, সেই পিতৃবিয়োগে আর এ সংসারে থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। প্রবোধ বন্ধুর আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"ভাই! তুমি শাস্ত্রপাঠী; কিন্তু আজ তোমার এই সকল কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। ভাই! বাপ মা কি সকলের চিরদিন জীবিত থাকেন, জগতে কেহই চিরকাল বাঁচিবার জন্য আসে নাই। সকলকেই একে একে কালের কবলে কবলিত হইতে হইবে; তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভাই! পিতামাতা উভয়েই ত সন্তানের পক্ষে মহাগুরু;

পিতা গত হইয়াছেন, জননী এখনও বর্ত্তমান, তাঁহাকে দুঃখ দেওয়া কি সন্তানের উচিত ?”

মনমোহন প্রবোধের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না ; কিন্তু সংসার তাঁহার পক্ষে বড়ই ভার বোধ হইতেছে, যাহা আয় আছে, তাহাতে কষ্টে ছয় মাস সংসার চলে—এইরূপ নানা-প্রকার কারণ দেখাইলে, প্রবোধকুমার বলিলেন—“ভাই ! তজ্জন্য চিন্তা করিও না, ধার্ম্মিকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান আছেন। তিনি নিশ্চয়ই একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবেন, সেজন্য চিন্তা করিও না ; আমি কলিকাতায় যাইয়া তোমার অর্থাগমের জন্য একটা উপায় দেখিব। চেষ্টা কর—পরিশ্রম কর, অবশ্যই সুখে সংসার চলিয়া যাইবে।”

প্রবোধের কথায় মনমোহন একটু আশ্বস্ত হইলেন। প্রবোধ এইবার দিগম্বরবাবুর কলিকাতার বিষয় উদ্ধারের কথা বলিতে লাগি-লেন। বলিলেন—‘ভাই ! সে বিষয় অনেক সন্ধান করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, এখনও কিছু বাকী আছে। আচ্ছা মনমোহন ! তুমি কি হরিহরের কোন সন্ধান জান ?”

মনমোহন বলিলেন—“ভাই ! সে ত দিনকতক পাড়ায় এত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল, যে লোকের তিষ্ঠান ভার হইয়াছিল। তারপর সকলে তাহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল দেখিয়া, সে এখন বড় একটা গ্রামে কোনও অত্যাচার করে না ; শুনিয়াছি সে নাকি একটা প্রকৃত গুণ্ডার আখড়া খুলিয়াছে। প্রথম তাহার অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে, দিনান্তে অন্ন মিলিত না। তাহার পর হইতেই সে চুরি আরম্ভ করিল। একদিন সে ধৃত হইয়া স্পষ্টই বলিল যে,—‘আমি পেটের দায়ে এরূপ করিতেছি ; মামা আর খরচ

দেন না, যাও এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি বাল্যকালে তাদৃশ লেখাপড়া শিখি নাই, কাজেই উদরান্নের জন্য আমাকে এরূপ করিতে হইতেছে।” পাড়ার লোক তাহার কথা শুনিয়া ছাড়িয়া দিল. আর পুলিস হ্যাঙ্গামা করিল না। সেই অবধি আর তাহাকে গ্রামে প্রায়ই দেখিতে পাই নাই। তবে একদিন তাহাকে চুঁচুড়ার বাজারে দেখিয়াছিলাম, সেদিন কিন্তু সে ফুলবাবু সাজে সজ্জিত। আমার সহিত তাহার তাদৃশ সদ্ভাব নাই; সে আমার প্রতি ভীষণ কটাক্ষপাত করিল। আমি আর সেদিকে গমন না করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। তাহার বিষয় আমি এই পর্য্যন্তই জানি।”

প্রবোধ বলিলেন—“আমার বোধ হয়, নরেশের ভগ্নীর হত্যাকাণ্ড, তোমার বিবাহরাত্রে গহনা চুরি, তোমার শ্বশুরের বিষয় হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ে হরিহর জড়িত আছে!”

মনমোহন। হইতে পারে, মানুষের দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না—এমন কার্য্য জগতে কি আছে? তবে ভাই! সে যে অন্নাভাবে এ কাজ করিতেছে, তাহা আমি বেশ বলিতে পারি। বোধ হয় তাহার কোন একটা কাজকর্ম্ম জুটিলে, সে এ সকল ছাড়িয়া দিতে পারে।

প্রবোধ। তুমি ক্ষেপেছ? বিপদে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই-রূপ সকলে বলিয়া থাকে। তবে এবার সে আমার হাতে মারা যাবে, এইবার কলিকাতায় যাইয়া উক্ত তিনটী বিষয়ের বিশেষভাবে সন্ধান লইলেই, হরিহর ধরা পড়িবে। তাহার পর বড় বড় গুণ্ডা ধরা পড়িবে। হরিহর এ কার্য্যে থাকিলেও প্রাপ্য যে তাহার নামমাত্র হয়, সে বিষয় সন্দেহ নাই; বড় বড় বদ্‌মাস ইহার ভিতর আছে; হরিহর তাহাদের চেলা মাত্র।” উভয় বন্ধুতে এইরূপ কথাবার্ত্তায় রাত্রি অনেক হইয়া

পড়িল। প্রবোধ মনমোহনকে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া সেদিনকার মত গৃহে গমন করিলেন।
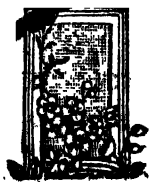
## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

---

### স্বামী-স্ত্রী।

মনমোহনের মনের গতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাঁহার মনে এখন আর উদাস ভাব নাই। তবে যে তিনি পিতার পবিত্র স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছেন—তাহা নহে। বিষ্ণুরামের সেই দেবোপম শান্ত মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে ঠিক সমভাবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—তাহা আর যাইবার নহে। কোন্ পিতৃভক্ত পুত্রের হৃদয় হইতে তদীয় পরমারাধ্য পিতার পবিত্র ছবি মুছিয়া যায়!

মনমোহন প্রত্যহ প্রাতঃকালে গুরুগৃহে যাইয়া তথাকার বালকদের শিক্ষা দান ও তাঁহার বাটীর বন্দোবস্ত করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে বাটী আসেন। পূজা, স্নানাহার করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর

প্রতিদিন অপরাহ্নে তিনি প্রবোধের বাটী যাইয়া নানাপ্রকার বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করেন। ইহাতে তাঁহার মানসিক ভাব দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। সুখে, দুঃখে, আপদে, বিপদে প্রবোধের তুল্য বন্ধু মনমোহন আর কোথায় পাইবেন। এইরূপ অকপট বন্ধু অধুনা জগতে দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিজয়া পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া, তাহার মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। বাটীর সকলেই আনন্দিত, রমার ত কথাই নাই। পতিপ্রাণা সাধ্বী রমা এতদিন স্বামীকে উদাসভাবাপন্ন দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিল; এক্ষণে স্বামীকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ দেখিয়া তাহার হৃদয়-সরোবর আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। সে আজকাল প্রত্যহ স্বামীর চরণ সেবা করিতে পাইতেছে; স্বামীর অনুমতি অনুসারে দাসীর ন্যায় সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে—পতিব্রতার ইহা অপেক্ষা সুখ—ইহা অপেক্ষা আনন্দ জগতে আর কি আছে? মনমোহন বর্ণজ্ঞানহীনা রমাকে প্রত্যহ প্রথমভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রমা কখনই মনমোহনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে নাই। প্রত্যহ রজনীযোগে সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া রমা পাঠাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিত। রমার বুদ্ধি এতদূর মার্জ্জিত ছিল-যে মনমোহন তাহাকে যাহা একবার বলিয়া দিতেন—তাহা আর দ্বিতীয়বার বলিবার আবশ্যক হইত না; তিনি তাহা একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। রমা স্বভাবতঃ সত্যবাদিনী এবং ধর্ম্মশীলা ছিলেন—তাহার উপর স্বামীর সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন অলৌকিক গুণে বিভূষিতা হইতে লাগিলেন। রমার প্রফুল্ল মুখভাব দেখিলে তাঁহাকে সকল গুণের আধার বলিয়া বোধ হইত। তিনি প্রাতঃকাল হইতে প্রায় অর্দ্ধরাত্র

অবধি সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। দিবাভাগে সময় পাই-তেন না বলিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন। এইরূপে তিনি কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া বাঙ্গলা ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এখন তিনি বাঙ্গালা যাবতীয় পুস্তক বেশ পড়িতে পারেন; হাতের লেখাও তাঁহার অভ্যাস হইল; সংসারের অপরাপর বিষয় এখন রমা নিজেই লিখিয়া রাখিতেন ও মাসের শেষে রাধানাথকে তাহার হিসাব করিয়া সমস্ত চুক্তি করিতেন। রাধানাথ তাহার কথামত সকলের প্রাপ্য প্রদান করিয়া আসিতেন।

স্ত্রী জাতির গুণে সংসারের সুখশান্তি বর্দ্ধিত হয়। সংসারের সার রমনীরত্ন যদি সংসার কার্য্যে অবহেলা করিয়া কেবল বিলাসিতার বশবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে সে সংসার কতদিন সুখে পরিচালিত হইতে পারে? হিন্দু সংসার যে এত পবিত্র, এত ধর্ম্মভাবপূর্ণ সকল জাতির আদর্শ স্থানীয়, কাহার গুণে? হিন্দু গৃহে দেবী স্বরূপিনী বঙ্গললনা ধর্ম্মভাব পরিপূরিত হস্ত প্রসারণ না থাকিলে এ সংসারে এরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত না—হিন্দুজাতি এত পরাধীনতার মধ্যে থাকিয়াও সুখের হাসি হাসিতে পাইত না। এখন যদি ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়-মন পবিত্র করিতে চাও, তাহা হইলে হিন্দুর পবিত্র সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আদর্শ স্বরূপিনী সতী রমনীর পূতমূর্ত্তি অবলোকন কর—তাহা হইলে দেখিতে পাইবে—ধর্ম্ম এখন পূর্ণমাত্রায় তাহাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহাদের ধর্ম্মের সংসারে এখন পুণ্যের তুফান বহিতেছে। জগতের কোথাও যাহা দেখ নাই; কোন জাতির মধ্যে যে ভাব কল্পনায় আনিতে পারে না,—হিন্দুর প্রতি সংসারে, প্রতি গৃহে গৃহে তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিবে? সংসার পরিচালনের

নিয়ম হিন্দু রমনী যেরূপ জানে যেরূপ ভাবে তাহারা এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী প্রতিপালন করে; অপর কোনও জাতির তাহা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা নাই ইহা তাহাদের বিধিদত্ত আশীর্ব্বাদ। আজ আমাদের দেশে তাহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও এখন যাহা আছে; তাহা পৃথিবীর সকল জাতির শিক্ষনীয়। মনমোহনের হৃদয়ে বিদেশীভাব কিছুমাত্র ছিল। স্বদেশ ও স্বজাতি তাহার নিকট বড়ই প্রিয়বস্তু এইজন্য স্ত্রীকে স্বজাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন, স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দিতেন। রমা স্বামীর অনুমতি অনুসারে বিলাতী লবণ বা চিনি গৃহে আনাইতেন না; ঐসকল দ্রব্য গৃহদেবতা নারায়ণের পূজা দিলে অঙ্গহানী হয় তাহা তিনি ভাল বুঝিতেন। রমা অলঙ্কারের প্রিয় ছিলেন না তিনি শাস্ত্রে পড়িয়াছিলেন—"নারিনাম ভূষণং পতি" পতির তুল্য অমূল্য অলঙ্কার নারী জাতির আর কি আছে? তবে তিনি সধবার চিহ্নস্বরূপ সীমন্তে সিন্দুর, দেশীয় তন্তুবায়দ্বারা প্রস্তুত লাল পাড় সাটী, ও মনিবন্ধে দুইগাছি পবিত্র শাঁখা ধারণ করিতেন এই অলঙ্কারে ভূষিতা হইলে তাঁহাকে যেন মা লক্ষ্মী বা অন্নপূর্ণার মত দেখাইত; গহনা পরিয়া এরূপ শোভা হইতে পারে না।

সুবর্ণ অলঙ্কারের অহঙ্কারে কি দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় নম্রতাই যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির একমাত্র উপায়! কমনীয় ভাব না থাকিলে কোমলাঙ্গী রমনী জাতির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয় না। ভগবান যেসকল উপাদেয় উপাদানে রমনী জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে কঠিন পদার্থ একটীও নাই। এইজন্য স্ত্রীজাতি এত কোমল। মনমোহন, রমার শিক্ষা ও তাহার গুণে সংসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি

হইতেছে দেখিয়া মনে মনে স্ত্রীর গুণে মোহিত হইতে লাগিলেন। পতিবিয়োগের পর হইতে বিজয়া নানাপ্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন কিন্তু বধুমাতার যত্নে তিনি ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইতে লাগিলেন। পতিবিয়োগের পর হইতে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া তাহার চক্ষের পীড়া জন্মিয়াছিল। মনমোহন ক্ষমতানুসারে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। প্রবোধ তাঁহার এই পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"ভাই! আমারও মায়ের ঐরূপ হইয়াছিল, চিকিৎসা উহার কিছুই হইবে না আমি তোমাকে একটী ঔষধ দিব।" এই বলিয়া তিনি কলিকাতা হইতে আনীত একশিশি গোলাপ নির্য্যাস মনমোহনকে প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন প্রত্যহ ইহা তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দিও তাহা হইলে আশু উপকার হইবে।

দেশে বন্ধুর সহিত আজ প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইল। প্রবোধ কলিকাতা হইতে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু বর্ষা পড়িয়া গেল আর যাতায়াত চলে না বড়ই কষ্ট হয়। কাজেই তিনি মনমোহন ও তদীয় জননীর অনুমতি লইয়া পুনরায় সপরিবারে কলিকাতার বাসায় আসিলেন। মনমোহনকে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কলিকাতায় যাইতে বলিলেন। যাহাতে তাহার আয় বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টায়, প্রবোধের প্রধান চেষ্টা হইল। যাইবার সময় মনমোহনের জননীর হস্তে এক শত মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন— "মা! তোমার মনমোহন ও আমি ভিন্ন নহি।" বিজয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। পাঠক! আজকাল এরূপ বন্ধু কোথাও দেখিয়াছ কি? প্রবোধ! ইহার আদর্শ,

—— ০ ——
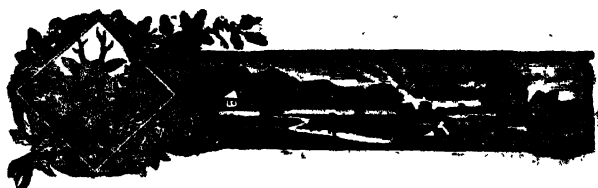
# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

---

## গণিকালয়ে।

প্রবোধকুমার কলিকাতায় আসিয়া হরেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এখন আর তাহার সহিত দেখা হয় না, কারণ হরেন্দ্রবাবু জানিতেন—প্রবোধ কলিকাতায় নাই, এইজন্য তিনিও তাঁহার বাটীতে আসেন না। প্রবোধকুমার একদিন তাঁহার বড় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—"প্রবোধবাবু! তোমাকে আজ প্রায় এক বৎসর হইল তোমার উপর দত্তপুকুরের খুনের তদন্তভার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তুমি অদ্যাবধি তাহার আস্কারা করিতে পারিলে না; তুমি যদি না পার, তাহা হইলে বল; আমি অন্য লোকের উপর ইহার ভারার্পণ করি। তুমি এখন কাজে বড়ই অমনযোগী হইতেছ;

আমি তোমার আর কোনওপ্রকার বেতনবৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইব না। পূর্ব্বে তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজে বিশেষ পারদর্শীতা দেখাইতে, এখন তুমি কেবল ফাঁকি দাও"—ইত্যাদি প্রকার তীব্র বচনবাণ প্রয়োগ করিলেন। প্রবোধবাবু উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন অদ্য হইতে একমাসের মধ্যে যে কোনও উপায়ে পারি ইহার আস্কারা ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত কাগজ পত্র সাহেবকে ফিরাইয়া দিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রবোধকুমার তদ্দণ্ডেই হরেন্দ্রবাবুকে একখানি পত্র লিখিলেন। বেশ্যালয়ে কোনও বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রবোধকুমার হরেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে লইতেন; কারণ হরেন্দ্রবাবু একার্য্যে একজন বিশেষ পরিপক্ক ব্যক্তি, প্রবোধ অপেক্ষা এ বিষয়ে সন্ধান তিনি ভালরূপ জানেন, এবং এ বিষয়ে তিনি হরেন্দ্রের দ্বারা অনেক সময়ে উপকৃত হইয়াছেন। পত্র পাইবা মাত্র তৎপরদিবস হরেন্দ্র আসিয়া দর্শন দিলেন। প্রবোধ বলিলেন কি হে হরেন বাবু! তুমি বাঁচিয়া আছ কি মরিয়াছ তাহার কোনই সংবাদ নাই; এরূপ ভাবে গা ঢাকা ত তুমি কখনও দাও নাই ব্যাপার কি?

হরেন্দ্র বলিল ভাই! আমি জানিতাম তুমি এখানে নাই; আর আমি ভ্রাতুষ্পুত্রীটীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত ছিলাম; তোমার আশীর্ব্বাদে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তুমি স্মরণ করিবামাত্রেই দর্শন পাইবে, এখন হুকুম কি?

প্রবোধ। চল, একবার বহুদিনের পর বসন্তকে দেখিয়া আসি।

হরেন্দ্র। তাহাতে আর ক্ষতি কি? কিন্তু সে আর তথায় নাই: এখন বড়বাজারে আসিয়াছে। সে মারয়ারীর এখন বড় কাজ পড়িয়াছে; সে প্রায় তথায় থাকে না, তাহার একজন বাঙ্গালী বন্ধু

প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করে, তাহার সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়াছে। সে বাবুটীও বেশ বড়লোক, বসন্তকে বালা, হার প্রভৃতি অনেক ভারি ভারি কয়েকখানি গহনা দিয়াছে; শুনিলাম বাবুটী তুকারামের কারবারের অংশীদার—নাম হরিহর বাবু; বাগবাজারে থাকেন, এই দেখ আজ কয়েকদিন হইল তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। এই বলিয়া হরেন্দ্র প্রবোধকে পত্রখানি প্রদান করিলেন।

পত্র পাঠে প্রবোধের আশালতা আরও ফলবতী হইল। তিনি মনে করিলেন—এই পত্র দ্বারাই তিনি স্বকার্য্য সাধন করিবেন; এক্ষণে বসন্তের বাটীতে একবার হরিহরের সহিত দেখা হইলে হয়। হে ভগবান! আজ যেন তথায় হরিহরের সহিত দেখা হয়।" মনে মনে ভগবানের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়া উভয়ে বাহির হইলেন। প্রবোধকুমার তাহার বাটী জানিতেন না—হরেন্দ্র তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বাটীতে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার বাল্য স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সময় তিনি ও দিগম্বরবাবুর এই বাটীতে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, কোন কথা প্রকাশ না করিয়া তিনি বরাবর হরেন্দ্রের সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বসন্ত তাহাদিগকে যথেষ্ট খাতির করিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সকলে সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া গান বাজনায় মনোনিবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ গান বাজনার পর চাকর আসিয়া সংবাদ দিল; হরিহরবাবু আসিয়াছেন। হরেন্দ্র শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে অগ্রসর হইয়া লইতে আসিলেন। হরিহর তখন বেশ রঙ্গিয়া রহিয়াছেন। প্রাণের বন্ধুকে পাইয়া—তাহার আনন্দ আরও দ্বিগুণিত হইল। প্রবোধকুমার নিজে কাজে তিনি নামমাত্র সুরাপান করিয়া-

ছেন, তাদৃশ মাতাল হন নাই। হরিহর তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। হরেন্দ্র বলিলেন—ইনিও আমার একজন পরম বন্ধু। হরিহর তখন চাকরকে ডাকিয়া আর এক বোতল সুরা আনিতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিল, হরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণের জন্য বাহির হইয়া কিছু আহারীয় দ্রব্যের অন্বেষণে গমন করিলেন।

প্রবোধকুমার স্থির ভাবে একধারে বসিয়া রহিলেন। হরিহর বলিলেন বসন্ত! বালাজোড়া হাতে দিয়া তোকে বেশ দেখাইয়াছে। আমি যে এত কষ্ট করিয়া বালাযোড়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এত দিনে তাহা সার্থক হইল। হরিহর নেশার বশে সমস্ত বলিতেছেন, সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রবোধকুমার যে কাছে বসিয়া আছেন; হরিহরের সে চৈতন্য নাই। বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল এ বালাজোড়াটী কার গা! তোমার মেগের নাকি! হরিহর। আমার আবার মাগ কে, তুইত মাগ! বসন্ত। তাতো বটে, তবে পেলে কোথা? হরিহর। আমরা কত স্থানে পাই, তাহার কি ঠিক আছে, একদিন বিবাহ রাত্রে কোনও বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল, তথা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছি। প্রবোধ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন কিন্তু কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

* * * * *

বসন্ত এইবার বলিল—দেখ হরিহরবাবু! এইবার ভাই তুমি বড়বাবুকে বলিয়া এই বাটীখানি আমার নামে লেখাপড়া করিয়া দাও, তুমি না হইলে হইবে না।" হরিহর হঠাৎ বলিল—"তাহার জন্য আর ভাবনা কি, ফাঁকি পাওয়া জিনিস—না হয় সৎপাত্রেই দান হইল। এইবার বাবু আসুন, আমি সে বিষয় চেষ্টা দেখিব।

প্রবোধ সমস্ত শুনিয়া আর যেন থাকিতেপারিতেছেন না, তথাপি

মনে করিলেন—আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি যদি আরও কোনও কথা পাওয়া যায় তাহার পর গ্রেপ্তার করিব।

পুনরায় মদ আসিল। সকলে পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিলেন। প্রবোধকুমার পাত্র হস্তে করিয়া অলক্ষিত ভাবে ফেলিয়া দিলেন। এইবার পূর্ণমাত্রায় নাচ গান চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইল যে সে আনন্দ বীভৎস কাণ্ডে পরিণত হইতে চলিল। প্রবোধ দেখিলেন আর না, এইবার হরেন্দ্রকে সাবধান করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করি। এই বলিয়া তিনি হরেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া তাঁহার সমস্ত কথা বলিলেন। হরেন্দ্র চমকিত হইল এবং বলিল—"ভাই! আমিও ত মাতাল হইয়াছি, পুলিস আসিলে আমাকেও ত ধরিবে।"

প্রবোধ বলিলেন—"তুমি এক কাজ কর, এবাটী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া একটু সুস্থ হও আমি যাইবার সময় তোমাকে লইয়া যাইব। হরেন্দ্র তাহাই করিল, সে তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

প্রবোধকুমার পুনরায় ভিতরে আসিয়া একটী সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া কলহ করিল। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি হরিহর তখন যার পর নাই ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল—দারওয়ান! শালাকো গরদানা দেকে নিকাল দেও"।

প্রবোধ বলিলেন—এতদূর! আচ্ছা থাক, এই বলিয়া দরজার বাহিরে আসিয়া একটী বংশ ধ্বনি করিবামাত্র দুই তিন জন পাহারাওলা আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রবোধকুমার, হরিহর ও বসন্তকে গেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। পাহারাওয়ালা তাহাদের দুইজনকে লইয়া থানায় গমন করিল। সেদিন রাত্রে ঐরূপ অবস্থায় রাখিয়া প্রবোধ সাহেবের অনুমতি লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

বলা বহুল্য যে, তিনি বাটী যাইবার সময় হরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রবোধকুমার সত্বর আহারাদি করিয়া আদালতে হাজির হইলেন। হরিহরের মোকদ্দামার শুনানি আরম্ভ হইল। প্রবোধ-কুমার আপনার এজাহার দিলেন। বসন্তের সাক্ষীতে এবং উকীলের জেরার মুখে সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িল। তুকারাম মিশ্র প্রধান আসামী সাব্যস্ত হইলে তাহার নামে ওয়ারিণ বাহির হইল, হরিহর জোতের আসামী হইয়া হাজতে পচিতে লাগিল। বসন্ত সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত হইল বটে কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিলে পাছে সে কোথাও পলায়ন করে, এইজন্য বড়বাজারের কোনও লোক তাহাকে মোকদ্দামার দিন হাজির করিবার ভার গ্রহণ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

প্রবোধকুমার এইবার বড় সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। সে দিন বড় সাহেবের আর সে উগ্রমূর্ত্তি নাই। আজ প্রবোধকুমারকে পাইয়া তিনি যথেষ্ট খাতির করিলেন এবং তাহার কার্য্য তৎপরতা দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রবোধ নিজে কোনও কথা বলিলেন না, সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—"প্রবোধবাবু! আমি তোমার বেতন বৃদ্ধির জন্য অদ্যই লিখিব।"

ডিটেক্‌টিভ প্রবোধবাবু সেদিন হাসিমুখে বিদায় হইলেন এবং বাটীতে আসিয়াই মনমোহনকে রাধানাথের সহিত দিগম্বরবাবুর বড়বাজারের বাটীর দলিল পত্র সহ হাজির হইতে বলিলেন। যথা সময়ে পত্র পাইয়া মনমোহন রাধানাথের সহিত প্রবোধের বাসায় আসিলেন। প্রবোধ বন্ধুকে সমস্ত কথা বলিলেন। মনমোহন বন্ধুর প্রখর বুদ্ধি শক্তি দেখিয়া অবাক হইলেন এবং শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নরেশচন্দ্রকেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

মোকদ্দামার দিনে সকলেই হাজির হইলেন। তুকারাম মিশ্র ওয়ারিণে ধৃত হইয়া আদালতের কাটগড়ায় হাজির। সে প্রবোধকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং তাঁহারই দ্বারা যে এই সকল দুষ্কৃতির কথা প্রকাশ হইয়াছে, সে যে একজন ডিটেক্‌টিভ তাহা অত্য বেশ বুঝিতে পারিলেন। তুকারামের অর্থের অভাব নাই। মোকদ্দামার জন্য দুইজন পাকা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিল, উকীল দুই চারজন নিযুক্ত হইল। মকদ্দামা তুমুলভাবে চলিতে লাগিল।

প্রবোধকুমার তাহাদের দুই জনের বিপক্ষে যে পত্র ও দলিল গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আদালতে তাহা দাখিল করিলেন। তাহার পর [illegible] ও তাহার বাটীর চাকরের সাক্ষ্য গ্রহণে তুকারাম যে এক[illegible] তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। তবে তাহার [illegible] ও দুই চারি জন বদ্‌মায়েস আছে, তুকারামকে জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না, সে বড় পাকা। হরিহর প্রথমতঃ অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল কিন্তু অতিরিক্ত নির্য্যাতিত হইয়া সে সমস্ত বলিয়া ফেলিল—আরও চারিজন ডাকাত তাহাদের সহিত আছে, মার খাইয়া সে তাহাদের নাম ও ঠিকানা বলিয়া দিল। তাহারাও ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হইল। তুকারাম কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যারিষ্টার ও উকীলবৃন্দ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জজ সাহেব জুরিগণের সহিত একমত হইয়া তুকারামের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, অপর চারিজনের বার বৎসর করিয়া শ্রীঘর বাস এবং হরিহর কেবল তাহাদের সহকারী এবং ভদ্রবংশসম্ভূত বলিয়া তাহাকে দয়া করিয়া তিন বৎসর সশ্রম কারা-বাসের আদেশ প্রদান করিলেন। ৺দিগম্বর বন্দোপাধ্যায়ের বিষয় যাহা তুকারাম বৃথা হাতচিঠা করিয়া দেনার দায়ে নিলাম করিয়া লইয়া

ছিল, তাহা ৺ দিগম্বরবাবু একমাত্র উত্তরাধিকারী রমাসুন্দরীকে প্রত্য-র্পণ করা হইল। নরেশের ভগ্নী হত্যায় তুকারাম যে যে অলঙ্কার হরণ করিয়াছিল—তাহার কতক কতক পাওয়া গেল, বাকী তুকারামের বিষয় হইতে টাকা উসুল করিয়া দেওয়া হইল। বসন্তের নিকট হইতে হরিহর কর্ত্তৃক অপহৃত রমার দুইগাছি বালা আদালত কর্ত্তৃক ফেরৎ দেওয়া হইল।

এইরূপে হুজুরের হুকুমানুসারে আসামীগণ জেলে প্রেরিত হইল। প্রবোধ, মনমোহন, রাধানাথ ও নরেশ হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ডিটেক্‌টিভ প্রবোধচন্দ্রের যশসৌরভ চারিদিকে বিঘো-ষিত হইতে লাগিল।

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

---

### ধার্ম্মিকের জয়।

মনমোহন আদালতের বিচারে ৺দিগম্বরবাবুর বড়বাজারের সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলেন। প্রায় আশী হাজার টাকার বিষয় পাইয়া মনমোহনের আর আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না।

প্রবোধের নিকট তিনি যারপরনাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন বলিলেন—"ভাই! আজ তোমার জন্য আমার সংসার চিন্তা দূরীভূত হইল। তুমি এরূপ প্রাণপণ চেষ্টা না করিলে, কাহারও সাধ্য নাই যে এই জটিল জুয়াচুরী হইতে এ বিষয় উদ্ধার করিতে পারে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

প্রবোধ। ভাই! ইহাতে আমার কোনও বাহাদুরী নাই. বন্ধুর উপকার

করিব,তাহার জন্য আর আমার নিকট এরূপ অনুনয় বিনয় কর্‌ছো কেন ভাই! মানুষ হইয়া সাধ্যানুসারে এরূপ না করিলে মানুষ হওয়া হয় না, তোমার সংসারের কষ্ট দেখিয়া আমি বড় ভাবিত হইয়াছিলাম, তুমি যেরূপ ধার্ম্মিক, তাহাতে তোমার দ্বারা ইংরাজের চাকুরী কখনই হইত না। এক্ষণে যে তুমি স্বাধীনভাবে আপন সংসার প্রতিপালন করিতে পারিবে, ভগবান যে তোমাকে সেরূপ বিষয় প্রদান করিলেন—এস আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি। মনমোহন! তোমার পিতামাতার ধর্ম্মবলে এবং তোমার কর্ত্তব্য ও নিষ্ঠার ফলে তুমি অদ্য এই বিপুল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলে। এক্ষণে এক কাজ কর, আমি কিছু টাকা দিতেছি। ঐ বাটী তুমি মেরামত করিয়া দাও, ভিতরবাটী অনায়াসে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া হইবে এবং বাহিরের দোকান তিনখানিও মাসিক কুড়ি টাকার হিসাবে ৬০৲ টাকা হইবে। এই শত মুদ্রা তুমি মাসিক পাইলে বেশ সুখে সংসার চালাইতে পারিবে।

* * * * *

প্রবোধের পরামর্শমতে মনমোহন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং সেই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাধানাথকে তথায় রাখিয়া জননী ও পত্নীকে সেই শুভ সংবাদ প্রদান করিতে বাটী গমন করিলেন।

বিজয়া পুত্রের মুখে বৈবাহিকের বিপুল বিষয়ের উদ্ধার হইয়াছে শুনিয়া হরিলুট প্রদান করিলেন। রমা শুনিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন এবং শাশুড়ীকে বলিলেন—"মা! বাবার শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণ ভোজন হয় নাই, এবার কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন হয় না?" বিজয়া বলিলেন—"মা! তার জন্য আর ভাবনা কি? মা আমি মনমোহনকে এ কথা

বলিব। যাহাতে তাঁহার উদ্ধারের জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মণভোজন করান হয়, তাহা অবশ্যই করিব।

দুঃখ মানবকে আক্রমণ করিবার সময় যেমন তাহার দলবল লইয়া আক্রমণ করে; সেইরূপ দুঃখের অবসানে সুখও আপন দলবল লইয়া মানবকে সুখের পাথারে ভাসাইয়া দেয়। মনমোহন পিতার মৃত্যুর পর হইতে দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলেন—এমনকি অন্ন-চিন্তায় মনমোহনকে আত্মহারা হইতে হইয়াছিল; বন্ধু প্রবোধকুমার না থাকিলে বোধ হয় তাহাদিগকে কতদিন একেবারে উপবাসী থাকিতে হইত; কিন্তু ধার্ম্মিকের উপবাস ত ভগবানের অভিপ্রেত নয়; ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে তাহার অন্নাভাব হয় না; ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে সকলপ্রকারে রক্ষা করেন। মনমোহন ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে কিছুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন তাঁহার ভাগ্য-গগণে আবার সুখ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে; এখন তাঁহার চারিদিকেই সুখ; মনমোহন পরিবারবর্গের সহিত সুখ-স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

একদিন মনমোহন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলে একটী লোক তাঁহার একখানি পত্র প্রদান করিল; মনমোহন পত্রখানি পাঠ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মাতুলমহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ লিখিত ছিল। মনমোহনের মাতুলের পুত্রাদি নাই কিন্তু বিষয় আশয় যথেষ্ট আছে, পাঠক একথা পূর্ব্ব হইতে অবগত আছেন। মনমোহন এই দুঃসংবাদ একেবারে জননীকে প্রদান করা উচিত কি না তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সংবাদ দেওয়া একান্ত উচিত, কারণ তাঁহাকেই অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে; কাজেই বাটির ভিতর এই সংবাদ প্রচারিত হইলে বিজয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। একশোক

ভুলিতে না ভুলিতে আর এক নূতন শোক আসিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিল, কিন্তু কি করিবেন—কালের নিকট ত কাহার নিস্তার নাই। জননীর অনুমতিক্রমে মনমোহন মাতুলানীকে আনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন; মাতুলানীর ত আর কেহ নাই, তিনি একাকিনী তথায় কিরূপে থাকিবেন, কাজেই তাঁহাকে আপন সংসারভুক্ত করিতে হইল। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন হইলে মনমোহন সে বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যে মনমোহন কিছুদিন পূর্ব্বে কপর্দ্দক বিহীন, পরের মুখাপেক্ষী ছিলেন; আজ সেই মনমোহন লক্ষপতি। পাঠক! ধর্ম্মপথে মতি স্থির রাখিলে তাহার উন্নতি এইরূপেই হইয়া থাকে। মনমোহন ও রমার ধর্ম্মবলে আজ তাঁহাদের এতাদৃশ সৌভাগ্যোদয়, অতএব অধর্ম্ম সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে প্রাণান্ত হইলেও তাহা অবশ্য পালনীয়; তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের রমা ও মনমোহন।

# উপসংহার

একদিন বিনোদ পূর্ণিমা তিথি। অট্টালিকার উপরিভাগে আমাদের মনমোহন, মনমোহন-জননী বিজয়া, এবং অপরাপর সকলে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন। অবগুণ্ঠনবতী রমা একধারে বসিয়া—একটী দুগ্ধেপাস্য নবনীত-বিনিন্দিত শিশুর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সেই প্রাসাদোপরি অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত-চন্দ্রাতপতলে শিশু সেই বিস্তৃত ছাদের উপর হামাগুড়ি দিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, আর এক একবার জননীর প্রতি চাহিতেছে। রমা দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন বাবা এস, এস কোলে করি। বাচাল শিশু সে কথা শুনিল না, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঠাকুরমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

মনমোহন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ শেষ করিয়া পুস্তক যথাস্থানে রাখিলেন এবং জননীর ক্রোড় হইতে পুত্রকে গ্রহণ করিয়া সজোরে সেই কোমল শুক্তিমাভ গণ্ডে বারবার চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন—"খোকা! তুমি বড় বজ্জাৎ হয়েছ; কাহারও কথা শুন না কেন?"

শিশু পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া একেবারে আহ্লাদে আটখানা হইয়া দুইটী ছোট ছোট হাত নাড়িয়া সেই আধ আধ বালসুলভ স্বরে জননীকে ডাকিতে লাগিলে—ইচ্ছা, তাহার পিতার মত তাহার মাও একবার তাহার গণ্ডে চুম্বন দিয়া একসঙ্গে তাহাকে আদর করে। শিশুর কথা মত কাজ হইল না—দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। বিজয়া প্রাণের পৌত্রকে কোলে লইয়া নীচে আসিলেন। তাঁহার দেখাদেখি সকলে নীচে আসিয়া আপনাপন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পাঠক! আপনি এই ধার্ম্মিক সংসার এবং এই ধার্ম্মিক দম্পতীর পবিত্র চরিত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মে জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে তাহাদের মত অতুল ঐশ্বর্য্য ও সোণার পুত্র কোলে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিবেন। ধর্ম্মসেবা কখন ব্যর্থ হয় না—এইজন্য শাস্ত্র বলেন :—

"যথা ধর্ম্ম তথা জয়।"

এ কথা কখনই মিথ্যা নয়, ধ্রুব সত্য জানিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হউন, স্বদেশরেণু স্বর্ণরেণু অপেক্ষা মূল্যবান মনে করিয়া স্বদেশব্রতে প্রাণপণ করুন। স্বদেশবাসী ভ্রাতাগণের প্রত্যেক কাজে সহায় হইয়া মনমোহন ও রমার ন্যায় স্বদেশ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন, ধন যথার্থ সৎপথে ব্যয়িত হইবে, জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হইবে। ভারতের ইতিহাসে ভারতবাসীর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। যে বিদেশী বণিকগণ তোমাদিগকে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করিত, তাহারাই আবার তোমাদের কার্য্য দেখিয়া ভারত-পূজ্য আর্য্যবংশধর জ্ঞানে মহামান্য করিবে।
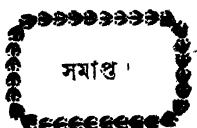
সেখ ফসিউল্লার মসজিদ মার্কা

# গোলাপের নির্য্যাস।

সন ১৩০৩ সালের আবিষ্কৃত।

এই গোলাপের নির্য্যাস আদি ও অকৃত্রিম, সেখ ফসিউল্লা যে ইহার একমাত্র আবিষ্কারক তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। এই গোলাপের নির্য্যাস চক্ষু ও শিরোরোগে ব্যবহার্য্য, আশু ফলপ্রদ ও মহোপকারী ২ আউন্স এই গোলাপের নির্য্যাসে বাজার প্রচলিত আট আনা মূল্যের এক বোতল গোলাপ-জল প্রস্তুত হইবে। উৎসবকালীন সমারোহ কার্য্যে বা পূজা প্রভৃতির সময় অর্থাৎ যেখানে অধিক গোলাপ জলের আবশ্যক আপনারা এক বোতল পরিমাণ জলে মিশাইয়া মজলিসে ছিটাইবে এবং তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইলে এক বোতল ডিষ্টীলড্ ওয়াটারে ২ আউন্স নির্য্যাস মিশাইয়া যতদিন ইচ্ছা রাখিতে পারেন কোন ক্ষতি হইবে না, অল্প খরচে আশাতীত ফল ও আনন্দ উপভোগ করিবেন।

শিশির তলায় গুঁড়া গুঁড়া জমিয়াছে দেখিয়া কেহ খারাপ হইয়া গিয়াছে মনে করিবেন না, উহা ফুলের রেণুমাত্র ঐ রেণু চক্ষুতে পড়িলে অপকার হইবে না।

**গুণ**—চক্ষু উঠিলে বা চক্ষে আঘাত লাগিলে বা কোন কারণে চক্ষু রাঙা হইলে ইহা একমাত্র ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইবেন এবং যে কোন রকম পেটের বেদনা হউক না কেন অর্দ্ধ পোয়া গরম জলে এক তোলা এই নির্য্যাস দিয়া খাইলে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ

করিবেন। সরবতের সঙ্গে কি জলের সঙ্গে গোলাপের নির্য্যাস ব্যবহার করিলে পেটের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত ইহার সুগন্ধ অধিক্ষণ স্থায়ী। ঔষধ ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ডাক্তার কবিরাজ ও অপরাপর শিক্ষিত জমিদার মহোদয়গণের প্রশংসাপত্র বিজ্ঞাপনে দ্রষ্টব্য।

মফঃস্বলের গ্রাহক মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

গোলাপের নির্য্যাস বড় গোলমাল আসল নকল চেনা দায়, আপনারা নিত্য ব্যবহারের জন্য বিশ্বাসপূর্ব্বক যে ব্যক্তির নিকট হইতে গোলাপের নির্য্যাস ক্রয় করেন তাহাকে সেখ ফসিউল্লার মসজিদ মার্কা আসল গোলাপের নির্য্যাস দিতে বলিলে তিনি আমার আদি ও অকৃত্রিম গোলাপের নির্য্যাস দিতে পারিবেন। উপরোধ বা অনুরোধ কখনই অপরের নির্য্যাস লইবেন না। মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

মূল্য—২ আউন্স।০ আনা ৪ আউন্স ৷৷০ আনা. ২ আউন্স ডজন ২।০ নয় সিকা, ৪ আউন্স ডজন ৪৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। গোলাপের নির্য্যাস ১২ শিশির বেশী আনাইতে হইলে রেলওয়ে ষ্টেসনে টিক লিখিলে রেলওয়ে-পার্শেলে মাল পাঠান হয়।

১১৯।৪ নং পুরাতন চিনাবাজার কলিকাতা।

---

সেখ ফসিউল্লার কৃত

# দেলবাহার তৈল।

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও শিরঃপীড়া নিবারণ করিতে এবং মন প্রফুল্ল ও কেশ বর্দ্ধন করিতে (মসজিদ মার্কা) দেলবাহার তৈল অদ্বিতীয়।

টাকের ন্যায় মহাশত্রু আর নাই, কিন্তু এখন হইতে সেখ ফসিউল্লার "দেলবাহার তৈল" ব্যবহার করিলে ইহা অচিরে সমস্ত দোষ বিদূরিত করিয়া নূতন কেশ উৎপাদন করিবে। ইহার গন্ধ অতীব মনোহর এবং বহুকাল স্থায়ী। "দেলবাহার তৈল" পবিত্র প্রেমোপঢৌকনের শখের সামগ্রী। যাহাতে এতগুলি গুণ আছে, সেই মসজিদ মার্কা "দেলবাহার তৈল" যাহাতে সকলে একবার পরীক্ষাচ্ছলে ব্যবহার করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। মূল্য ২ আউন্স শিশি ।০ আনা, ডজন ২॥০ টাকা। ৪ আঃ শিশি ॥০ আনা, ডজন ৪॥০ টাকা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নিশ্চয়ই আসল দেলবাহার তৈল ক্রয়ের সময় সেখ ফসিউল্লা নাম ও মসজিদ মার্কা দেখিয়া লইবেন। অনুরোধে অন্য তৈল লইবেন না। রেলওয়ে পার্শেল পাঠাইতে হইলে অগ্রিম কিছু পাঠাইবেন।

# মনোহর আতর।

সহস্র সহস্র জাতীয় সুগন্ধি কুসুমের সুরস একত্র করিয়া এই "মনোহর আতর" প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার মধুর গন্ধে মন প্রাণ আমোদিত হয়, বিলাতী ও অন্যান্য বিদেশীয় সুগন্ধি দ্রব্যাদি অথবা এসেনসাদির পরিবর্ত্তে একবার ইহা ব্যবহার করিয়া দেখুন। দেখিবেন এই সুগন্ধি "মনোহর আতর" কত মনোহর, কত তৃপ্তিদায়ক, কত প্রীতিপ্রদ এবং ইহার সৌরভ কত অধিকক্ষণ স্থায়ী। বিলাসীতায়, স্নিগ্ধকারিতায়, উপকারিতায়, ও মাধুর্য্যে আমাদের স্বদেশী ভারতজ ত •

সুগন্ধি দ্রব্যাদির তুল ... বেন। অল্প মূল্যে

এইরূপ উৎকৃষ্ট আ...

মূল্য—

ডজন ৫৲ টাকা।

---

| অটো রোজ। | অটো খস্‌। | |
|---|---|---|
| ১নং ভরি ৮০৲। | ১নং ভরি ৫৲। | ১নং ভরি ... |
| ২নং ভরি ৫০৲। | ২নং ,, ৪৲। | ২নং ,, ২৲। |

| গোলাপী আতর। | হেনা আতর। | মতিয়া আতর |
|---|---|---|
| ১নং ভরি ২০৲। | ১নং ভরি ৪৲। | ১নং ভরি ৪৲। |
| ২নং ,, ১০৲। | ২নং ,, ৩৲। | ২নং ,, ৩৲। |
| ৩নং ,, ৫৲। | ৩নং ,, ২৲। | ৩নং ,, ২৲। |
| ৪নং ,, ২৲। | ৪নং ,, ১৲। | ৪নং ,, ১৲। |
| ৫নং ,, ১৲। | ৫নং ,, ৸০। | ৫নং ,, ৸০। |
| ৬নং ,, ৸০। | | |

| কেওড়া আতর। | জুয়ের আতর। | মোলশ্রী আতর |
|---|---|---|
| ১নং ভরি ৩৲। | ১নং ভরি ২৲। | ১নং ভরি ৮৲। |
| ২নং ,, ১৲। | ২নং ,, ১৲। | ২নং ,, ৪৲। |
| ৩নং ,, ১৲। | ৩নং ,, ৸০। | ৩নং ,, ২৲। |
| ৪নং ,, ৸০। | | |

## সাহানাজ আতর। আগর আতর।

১নং ভরি ২৲। ২নং ভরি ১৲। ৩নং ভরি ৩৲।

## সোহাগ আতর।

১ নং ভরি ২৲। ২ নং ভরি ১৲। ৩ নং ভরি ৸০

## চামেলী আতর।

১ নং ভরি ২০৲। ২ নং ভরি ১০৲। ৩ নং ভরি ৫৲
৪ নং ভরি ৪৲। ৫ নং ভরি ৩৲। ৬ নং ভরি ২৲
৭ নং " ১৲। ৮ নং " ৸০

## মিশ্রিত আতর।

১ নং ভরি ২৲।
২ নং " ১৲
৩ নং " ৸০।

## ফেৎনা আতর।

১ নং ভরি ৩৲।
২ নং " ২৲।
৩ নং " ১৲।
৪ নং " ৸০।

## চাঁপার আতর।

১ নং ভরি ২৲। ২ নং ভরি ১৲। ৩ নং ভরি ৸০।

## খস আতর।

১ নং ভরি ২৲। ২ নং ভরি ১৲। ৩ নং ভরি ৸০।

## মেটে আতর।

১নং ভরি ১৲।
২ নং ভরি ৸০।

## অরগজার আতর।

১ নং ভরি ২৲।
২ নং ভরি ১৲।

## বর্গক্লেণার আতর।

১ নং ভরি ২৲

## নাগেশ্বরী আতর।

১ নং ভরি ৩৲।
২ নং ভরি ২৲।

## আঙ্গুর আতর।

১ নং ভরি ২৲।
২ নং ভরি ১৲।

## পানরির আতর।

১ নং ভরি ১৲। ২ নং ভরি ৸০।

## চামেলী তৈল।

১ নং সের ৮৲। ২ নং সের ৪৲।
৩ নং " ২৲। ৪ নং " ১৲।

## বেলা তৈল।

মূল্য—চামেলী তৈলের মত।

## হেনার তৈল।

১ নং সের ৪৲। ২ নং সের ২৲। ৩ নং সে

## ক্যাওড়ার জল।

১ নং বোতল ১৲। ২ নং বোতল ‖০ ৩ নং বো

## গোলাপ জল।

বড়বোতল।

৪০০০ নং ১টা ৪৲ ডজন ৩৬৲
৩০০০ নং " ৩৲ " ২৪৲
৬০০০ নং " ২৲ " ১৮৲
৫০০০ নং " ১৲ " ৯৲

ঐ নং ছোট বোতলের দাম বড় বোতলের অর্দ্ধেক।

## গোলাপ জ

পাঁইট।

১ নং ১টা ‖০ ডজন ৪০
২ নং " ।৵০ " ৩৲
৩ নং " ০ " ২‖০
৪ নং " ৫০ " ১৸৵০
৫ নং " ৵০ " ১।৶০

ঐ নং বড় বোতলের দাম ইহার ডবল।

## কেওড়া জল।

বড় বোতল।

১০০০ নং ১টা ২৲ ডজন ১৮৲
৫০০ নং " ১৲ " ৯৲
২ নং " ‖০ " ৪‖০

## চামেলী তৈল।

পাইট।

৪০ নং ১টা ‖০ ডজন ৬‖০
৮০ নং " ৸০ " ৬৸০
৫০ নং " ৵০ " ২৲

৩নং „ ৷৵ „ ৩৲

ঐ নং ছোটর দাম অৰ্দ্ধেক।

১০০ নং „ ৷৷৹ „ ১১৷৹

২০০ নং „ ৩৲ „ ২৭৲

বড় বোতল লইলে দাম ডবল লাগে, এবং বেলা তৈলের দাম ছোট ও বড় এইরূপ।

## চন্দন তৈল।

১নং /১ সের ২২৲

২নং „ ২০৲

৩নং „ ১৪৲

৪নং „ ১২৲

৫নং „ ১২৲

## এস্তাম্বুল কাই।

১নং /১ সের ১২৲

২নং „ ৮৲

৩নং „ ৬৲

৪নং „ ৪৲

১নং এশাচি এক বোতল ১৸৹

২নং „ ১৷৵৹

লেবু তৈলের এই দাম।

# ভারতী গোলাপ জল।

মূল্য ৷৷৹ আনা ডজন ৪৷৷৹।

মূল্য তালিকা ব্যতীত অনেক প্রকার আতরাদি আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ মজুত আছে, সকল প্রকার দ্রব্যের ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

## অর্ডার সাপ্লাই বিভাগ।

বাজার হইতে সকল প্রকার মাল ক্রয় করিয়া পা[illegible] কারী দরে মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণকে পাঠাইয়া থা[illegible] নূতন গ্রা[illegible]গ অগ্রিম সিকি মূল্য না পাঠাইলে [illegible]

মাল সরবরাহ করা হয় না। মাল একশত টাকার উ হইলে ৩৲ টাকা হিসাবে ও একশত টাকার কম হই ৪৲ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি।

আমাদের দোকান সর্বাপেক্ষা পুরাতন।

সেখ ফসিউল্লা সাহেব,

১১।১৪ পুরাতন চিনাবাজার, আতরের দোকা

কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা—

"ফাসিউল্লা,"—কলিকাতা।